প্রাথমিক জ্যোতিষতত্ত্ব

(১ম ও ২য় খণ্ড)

An Elementary Treatise on Predictive Astrology

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

গ্রন্থসূচনা

উপক্রমণিকা, পূর্ব্বকথা, অবতরণিকা অথবা মুখবন্ধ—যাহাই নামকরণ হউক না কেন—ইহা বিশুদ্ধ ভূমিকা। সাহিত্য-জগতের কোন্ মহারথী প্রাচীনের কোন্ অব্দ হইতে কিসের অনুকরণে গ্রন্থের পূর্ব্বাভাষ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, প্রত্নতত্ত্বরসিক সুধিগণ হয় ত তাহার উত্তর দিতে পারেন, আমি কিন্তু তাহা জানি না। আমি জানি গ্রন্থকারশ্রেণীর উহা একটা চিরাচরিত প্রথা। এ বিষয়ে সাধারণ পাঠকশ্রেণীরও বেশ একটা মজ্জাগত অভ্যাস আছে—তাহা গ্রন্থকারের ঐ প্রথাটী উপেক্ষা করিবার নির্দ্দোষ প্রচেষ্টা, অর্থাৎ উহা না পড়া। গ্রন্থকর্ত্তা হয়ত মনে করেন—ভূমিকাতে আমার পুস্তকের সারাংশ দিয়া শেষে লিখিব, 'ইহা দ্বারা পাঠকের কিছু মাত্র উপকার হইলে নিজকে ধন্য জ্ঞান করিব।' কিন্তু পাঠক মনে করেন, ভূমিকাটা যাত্রাওয়ালাদের হাফ্-আখড়াই বা কীর্ত্তনওয়ালাদের গৌরচন্দ্রিকারই মত, অর্থাৎ উহা গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন পত্রেরই সংস্কৃত রূপান্তর; উহার মধ্যে বিনয়-ভাব আছে ব্যাপ্ত, কিন্তু 'অহং' ভাব আছে গুপ্ত, সুতরাং অনেক স্থলে উহা হয়ত পড়িবার যোগ্য না-ও হইতে পারে। কিন্তু এই গ্রন্থের ভূমিকাতে আমি এমন কতকগুলি বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছি যাহাতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয়লাভের জন্যও ইহা পাঠ করা পাঠকের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি।

ধৈর্য্যশীল পাঠক, অনুরাগেই হউক আর বিরাগেই হউক, যখন প্রথম অনুচ্ছেদটী পাঠ করিয়াছেন, তখন বাকিটুকু যে পড়িবেন তাহা নিঃসন্দেহ। মনে হইতেছে, একটু গাম্ভীর্য্য ও অভিনিবেশ আসিয়াছে। ইং ১৯১২ সালে আমি Lord Ripon in India (An Historical Reminiscence) নামক পুস্তিকা লিখি, এবং তাহার দুই বৎসর পরে আর

একখানি পুস্তক লিখি, A Phase of Spiritualism (Table Tilting). উক্ত গ্রন্থদ্বয় লেখার মধ্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না, সখের ঝোঁকে লিখিয়াছিলাম, যেমন সখের ঝোঁকে মানুষ ফুল বাগান করে, বা থিয়েটারে 'অ্যামেটিওর' ভাবে অভিনয় করে। কিন্তু এই পুস্তকখানি লিখিবার মুখ্য উদ্দেশ্য, এতদ্দেশীয় লুপ্তপ্রায় জ্যোতিষ-বিদ্যার প্রসার করা এবং গৌণ উদ্দেশ্য, যাঁহারা বর্ত্তমানের বংশধর এবং ভাবী-জগতের উত্তরাধিকারী তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি এবং চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করা। আমি চাই জ্যোতিষ-সাহিত্যের একটা নূতন অভ্যুদয় হউক। পৃথিবীর সর্ব্বদেশে, বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্তে, আর্য্য-জ্যোতিষ-শাস্ত্র এরূপভাবে আলোচিত হউক যাহাতে প্রত্যেক পাঁচ শত মাইলের অনতিদূরে মানমন্দিরযুক্ত একটী করিয়া জ্যোতিষ-গবেষণাগার নির্ম্মাণ করিবার আবশ্যকতা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র যেন অবশ্য-পাঠ্য বিষয় হয়।

প্রতীচ্যে যাঁহারা Oriental Scholar বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিবেন তাঁহারা যেন স্বীয় দেশস্থ ছাত্রমণ্ডলীকে জ্যোতিষ-বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবার জন্য আগ্রহের সহিত শিক্ষা দানে ত্রুটী না করেন। কেহ হয় তো বলিবেন—যে যুগে মানুষ তর্ক ও বিজ্ঞান-মদে অজ্ঞান সে যুগে জ্যোতিষের তত্ত্ব আলোচনা করার আবশ্যকতা নাই। অর্থাৎ ইহা বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের অদৃষ্টবাদিগণেরই উপযুক্ত শাস্ত্র। সংক্ষেপে তাহার উত্তর এই যে, জ্যোতিষ কোন যুগবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া শাস্ত্র নহে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে দুইটী বিভাগ আছে, তাহার মধ্যে গণিত-ভাগের অল্পবিস্তর সাহায্য না লইলে ফলিত ভাগের সঠিক বিচার সম্ভবপর নহে। এই পুস্তকে গণিতাংশ সামান্য ভাবে লিখিয়া ফলিতাংশের প্রাথমিক তত্ত্বগুলি স্থূলভাবে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। স্থানে স্থানে কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াছি, কারণ ঐশ্বরিক প্রেরণা অথবা জন্মগত প্রতিভা যে স্থানে নাই বলিয়া বোধ হয়, সেখানেও অনুভব শক্তির মধ্য দিয়া বহু অজানা বিষয়েরও অনুসন্ধান ও সমাধান অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

গ্রহ নক্ষত্র লইয়াই জ্যোতিষ। কিন্তু উহাদের নির্ভুল বিবরণ বিস্তৃত-ভাবে এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই বলিয়াই কালক্রমে নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। যেমন চন্দ্রগ্রহ :—আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে অধুনা ভূতত্ত্ববিদ জ্যোতিষিগণ গ্রহ বিষয়ক আলোচনা করিতেছেন। চন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা, "There is no water, no ice, no protective blanket of atmosphere to soften the impact of the Sun's rays and prevent the escape of heat from the Moon's surface.

* * * *

Compared with mountains and crators of the earth, those on the Moon are unbelievably enormous. The heights of some mountains reach 25,000 ft. while atleast one crator is known to be 24,000 ft. deep." (*Studying the Geology of the Moon.* '*The Amrita Bazar Patrika,*' Sunday, 20th January, 1935, *Dak*).

George Parker তাঁহার Elements of Astronomy পুস্তকে চন্দ্রগ্রহে দুইটী পর্ব্বতচূড়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন; একটীর নাম Tycho (৫৪ মাইল ব্যাস), অপরটীর নাম Schickard (১৩০ মাইল ব্যাস); চতুর্দ্দিকে প্রায় ১০,০০০ ফিট্ প্রাচীর বা প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। সম্প্রতি আর এক তত্ত্বও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু পাশ্চাত্যদেশের কৃষকগণের এইরূপ ধারণা যে, চন্দ্র-কিরণ হইতে কোন কোন শস্য অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সতেজ হইয়া থাকে। কুমারসম্ভবে পার্ব্বতীর তপস্যার বর্ণন প্রসঙ্গে চন্দ্রকিরণকে বৃক্ষের জীবন ধারণ ও বৃদ্ধির উপায় বলিয়া কবি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "পুষ্ণামি চৌষধিঃ সর্ব্বা: সোমভূত্বা রসাত্মক?"—আমি রসাত্মক সোমরূপে সর্ব্ব ওষধিসমূহ পরিপুষ্ট করিতেছি।

শনি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, আমাদের পৃথিবী হইতে শনিগ্রহ অনেক ছোট। শনি গ্রহের বেষ্টনীতে লোক বাস করে। কিন্তু

তাহাদের সংখ্যা আমাদের এই পৃথিবীর লোকসংখ্যা হইতে অনেক কম। তথায় সাধারণতঃ লোকে চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বাঁচে না। সেখানকার চাল-চলন ও ভাষা অন্য প্রকার। সেই দেশে রাজা প্রজা নাই, লোক উলঙ্গ থাকে। তাহারা সত্যবাদী। তাহারা মূর্ত্তি পুজা করে না। এইরূপ হইল শনি গ্রহের বিবরণ। পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী প্রাণকৃষ্ণ তীর্থ প্রণীত 'ধবলগিরি ও নক্ষত্রলোক' নামক পুস্তকে উল্লিখিত প্রকারের বর্ণনা আছে।

মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে জ্যোতিষী Percival Lowell-এর পর অধ্যাপক W. H. Pickerking যে গবেষণামূলক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয়, মানবসৃষ্টির নিম্নস্তরের যে কোন জীব মঙ্গলগ্রহে থাকা অসম্ভব নহে, কিন্তু আমাদের পৃথিবীর মানুষকে যদি সেখানে প্রেরণ করা হয় তাহা হইলে সেও হয় ত সেখানে থাকিয়া বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। "Animal life may readily exist there. Human life, if transported to Mars, might exist and flourish there." তবে ভাবিবার বিষয় এই যে, মানুষগুলি সেখানে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হইবে, কি দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইবে। মানুষ যদি প্রাণ ধারণের জন্য প্রচুর পরিমাণে অম্লজান সেখানে না পায় তাহা হইলে কি হইতে পারে? গত বৎসর আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের প্রধান জ্যোতির্ব্বেত্তা Dr. Henry Norris Russel বলিয়াছেন, মঙ্গলগ্রহ ধীরে ধীরে অম্লজানশূন্য হইয়া আসিতেছে। সে যাহাই হউক, এই পুস্তকের প্রসঙ্গে সে তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই। ফলিত-জ্যোতিষ-প্রিয় পাঠকগণ এইটুকু বিশ্বাস করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভগবানের যে শক্তির লীলাবিকাশ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তাহারই একাংশ গ্রহগণের মধ্যে স্ফূর্ত্ত ও মূর্ত্ত হইয়া মানবকে তাহার শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগী করে। এই গ্রহগণেরও প্রভাবের অভিব্যক্তি নানা প্রকারে হইতে পারে। গ্রহগণ কখনও মানুষের মধ্য দিয়া, কখনও পশু-

সরীসৃপ, কখনও বা লতা-গুল্ম-বৃক্ষাদির ভিতর দিয়া, কখনও প্রাকৃতিক স্বাভাবিক ঘটনারূপে, কখনও ভীষণ অস্বাভাবিক ঘটনারূপে, এমন কি কখনও দেশব্যাপী সংক্রামক ব্যাধি অথবা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষরূপে সেই নট-নারায়ণ অনন্তেরই লীলা-খেলায় ব্যাপৃত।

জ্যোতিষিগণ এ কথা স্বীকার করেন যে, গ্রহগণই নৈসর্গিক উৎপাতের কারক। অর্থাৎ বিশেষ বিধির অন্তর্ভূত গ্রহসন্নিবেশ হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনা, যথা ঘূর্ণীবায়ু, জলপ্লাবন, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি হওয়া সম্ভব। অনেকে সন্দেহ করেন যে, জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা নৈসর্গিক উৎপাতের ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। এরূপ ধারণা ভ্রম ও অজ্ঞতামূলক। ১লা মাঘ, ১৩৪০, ইংরাজী ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৪, মুং ২৮ রমজান সোমবার অমাবস্যা বারবেলা ঘটিকা ২।৪৯।৫২ গতে ৪।১০।৯ সেঃ মধ্যে দেখা যায় রবি, মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি, রাহু—সকলেই মকররাশিস্থ এবং চন্দ্র সবেমাত্র মকরে প্রবেশ করিয়াছে বা করিতেছে। ভারতবর্ষে উচ্চ-শ্রেণীর মানমন্দির থাকিলে হয় ত বুঝা যাইত চন্দ্রও ঠিক বেলা দুইটা হইতে তিনটার মধ্যেই মকর রাশিতে সপ্তগ্রহ-সম্মেলনে * যোগদান করিয়াছিল। কেতু কর্কটে থাকিয়া নীচাভিমুখী, এবং বৃহস্পতি তাহার নৈসর্গিক শত্রু বুধের ক্ষেত্রে কন্যায় থাকিয়া শত্রুগ্রহ রাহু দ্বারা পূর্ণভাবে দৃষ্ট। এই গ্রহ-সম্মেলনকে কেন্দ্র করিয়া ইং ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩ সালের 'দৈনিক বসুমতী' সংবাদপত্রে ভূমিকম্প সম্বন্ধে জ্যোতিষিক গণনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়াছিলেন, "১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্নে ৭টী গ্রহ একত্র মিলিবে। ইহার ফল বিশ্বের পক্ষে ভীষণ। ইহার ফলে—ধ্বংস, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, মন্দির হইতে বিগ্রহ লোপ, প্লেগ ও কলেরা প্রভৃতি মারীভয়-বৃদ্ধি। এই সময় পূর্ব্ব ভারত ও উত্তর

* সাতটী গ্রহ একই রাশিতে থাকিলে 'গোলযোগ' নামক যোগ হয়। ফল, গোলযোগ, অর্থাৎ দুঃখ। এই প্রসঙ্গে ১৫ই কার্ত্তিক ১৩১৭ ইং ১লা নভেম্বর ১৯১০ তুলা রাশিতে যে সপ্তগ্রহ সম্মেলন হইয়াছিল উহা দ্রষ্টব্য।

ভারতে ভীষণ ভূমিকম্প হইবে।" ইত্যাদি। বর্ত্তমান কালের আবাল-বৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকেই জানেন যে, উত্তর ভারতের কাটমাণ্ড, দ্বারভাঙ্গা, সমস্তিপুর, পূর্ণিয়া, মজঃফরপুর, চম্পারণ, মতিহারী, ছাপরা, পাটনা, জামালপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি বড় বড় সহরে আনুমানিক বেলা সওয়া দুইটার সময় কি ভীষণ বেগের ভূমিকম্প সহস্র সহস্র নরনারীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া এবং কোটী কোটী টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ধূলিসাৎ করিয়া পলকের মধ্যে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মুঙ্গেরের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত শৈলমালার পাদমূল পর্য্যন্ত কি মহাপ্রলয়ের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল! ঐ দিনের উক্ত প্রকার গ্রহ-সন্নিবেশ এবং পরবর্ত্তী প্রায় দেড় বৎসর কালের বিভিন্ন দেশের উপর্য্যুপরি ভূমিকম্পের দিবসের গ্রহাবস্থান, বিশেষতঃ ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ সাল বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী তিথিতে গ্রহস্থিতি ফলে কোয়েটায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প, দেখিয়া চিন্তা করিলে মনে হয়, শনি-মঙ্গল-রাহু সর্ব্বতোভাবে যুক্ত হইলে, এবং রবি-চন্দ্র দুই একই নক্ষত্রাশ্রিত হইয়া বিধ্বস্ত হইলে অথবা ভিন্ন নক্ষত্রাশ্রিত হইয়া পাপদৃষ্ট হইলে, বৃহস্পতি শুভকারক হইয়াও যদি সদোষ হয়, তাহা হইলে নৈসর্গিক উৎপাতের ইঙ্গিত বা সূচনা পাওয়া যায়। আগামী বিংশতি বৎসরের মধ্যে যখন শনির সিংহরাশিতে সঞ্চার হইবে, সেই কালে যদি রাহু কুম্ভ রাশিতে থাকে, রবি-চন্দ্র দোষস্থ বা দুর্ব্বল হয়, বৃহস্পতি পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হয়, এবং মঙ্গল শনির সহিত যোগকারক হয় তাহা হইলে গ্রহ-বৈগুণ্য হেতু উত্তর বিহারে মানবের দুশ্চিন্তা ও দুর্ব্বার দৈন্য পরিলক্ষিত হইবে। গ্রহরূপী জনার্দ্দনের এই লীলা-খেলার তাৎপর্য্য কে বুঝিতে পারে? অশুচির অপসারণ করিয়া শুচির প্রসারণ করাই যদি সর্ব্বকালে ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে হয় ত মগধের মৃত্তিকা হইতেই ভাবী-যুগের বিশ্ব-মানবতার উদ্ভব হইবে। ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত, অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের দেশ হইতেই ক্ষুদ্র এক পল্লীবালকের মুখ হইতে বিশ্ব-সমাজ শুনিতে পাইবে ত্যাগ ও তিতিক্ষার বাণী।

বিহারের ভূমিকম্প সম্পর্কে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ইতিবৃত্ত বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। Encyclopædia Britannica হইতে পাওয়া যায়—প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে (ইং ১৭৩৭ সাল), ভারতবর্ষে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহার ফলে মুহূর্ত্তের মধ্যে ৩০০,০০০ ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই বিষয় আলোচনা করিয়া সোমবার, ১৫ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্প সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মহাবীর প্রসাদ সিংহ, বি, এ, মহাশয় (লাইব্রেরীয়ান, লেজিশ্‌লেটিভ্ কাউন্‌শিল্) লেখেন—"The most striking fact is that the recent earthquake seems to be an exact repetition of what happened in 1833. Again it took place on the same day of the week, *i.e.*, on Monday. The last earthquake of 1833 was seriously felt at Patna, Monghyr, Tirhoot, etc., and Katmandu in Nepal.' (The *Searchlight*, Friday, February 23, 1934, *Dak*).

১৭৩৭ ও ১৮৩৩ সালের গ্রহসন্নিবেশ দেখিলে যেরূপ নৈসর্গিক উৎপাত ও ভূমিকম্প যোগ পাওয়া যাইবে তাহার সহিত ১৯৩৪ সালের যোগফলের সম্ভবতঃ স্বল্পই তারতম্য পরিলক্ষিত হইবে।

মানবের জন্মকুণ্ডলীতে কিরূপ কু-যোগ থাকিলে নৈসর্গিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইতে পারে তাহার তালিকা এ স্থলে দেওয়া অসম্ভব। লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে রবি রাহুযুক্ত হইলে ঘূর্ণি-বায়ুতে বিপত্তি হয়। আর একটী প্রবল যোগের কথা এখানে উল্লেখ করিলাম। জ্যোতিষগ্রন্থে লিখিত আছে, যদি লগ্ন, পঞ্চম ও নবম স্থান দোষযুক্ত হয়, অর্থাৎ রবি, মঙ্গল ও শনি দ্বারা যুক্ত বা দৃষ্ট হয়, এবং ক্ষীণ চন্দ্র যদি উক্ত যে কোন পাপ গ্রহের সহিত যোগকারক হয়, তাহা হইলে জাতক দুর্ঘটনায় নিঃসহায় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। *

* লেখকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান মাণিকধনের জন্ম-কুণ্ডলীতে উক্ত যোগ ছিল। তিনি ২৮ বৎসর বয়সে, মারক-গ্রহের দশা পাওয়ায়, মুঙ্গেরের চক্ বাজারে ১লা মাঘ, ১৩৪০ সালের ভূমিকম্পে মারা যান। পরদিবস তাঁহার শবদেহ গৃহাদির ভগ্নস্তূপ হইতে পাওয়া যায়।

মানুষের জীবনে যেমন সুসময় আসিলে আমরা সাধারণ চলিত ভাষায় বলিয়া থাকি, 'অমুকের বৃহস্পতির দশা প'ড়েছে, নানাদিক থেকে তাই অত বাড়বাড়ন্ত' সেইরূপ কাহারও দুঃসময় পড়িলেও আমরা বলি, 'আহা, বেচারির এমনি শনির দশা প'ড়েছে যে সব উড়ে পুড়ে যাচ্ছে।' এই যে ব্যক্তিগত জীবনের শুভদশা ও অশুভদশা, ইহা জাতীয় জীবনেও আসিয়া ফলদায়ী হইয়া থাকে। জাতীয় জীবনের শুভদশার ফলে যেমন জাতির নানা বিষয়ে উন্নতি হয়, তদ্রূপ অশুভদশার ফলেও নানাপ্রকার অবনতি হইয়া থাকে। রাষ্ট্রগত ব্যাপারেও আমরা শুভদশা ও অশুভদশা দেখিতে পাই। কোথাও দেখি কোন দেশ বা মহাদেশ প্রচুর সমৃদ্ধিশালী হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, আবার কোন দেশ বা মহাদেশ যেন পাণ্ডব-বর্জ্জিত, লক্ষীছাড়া, ধর্ম্মহীন ভাব ধারণ করিয়া অধঃপতনের পথে নামিয়া যাইতেছে। তাহার কারণ, একটীর উপর কোন শুভগ্রহের প্রভাব পড়িয়াছে, আর অপরটীর উপর কোনও অশুভ গ্রহের প্রভাব পড়িয়াছে। এই উন্নতি অবনতির ভাব যদি ব্যাপকভাবে পৃথিবীর উপর প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় পৃথিবীর উপরও কোনও বিশেষ যুগে কোনও গ্রহের প্রভাবে মানব জাতির যে প্রকার রুচি বা কার্য্যপ্রণালী থাকে, বিভিন্ন যুগে ভিন্ন গ্রহের প্রভাবে তাহার পরিবর্ত্তন হয়। সত্য, ত্রেতা বা দ্বাপর যুগের কথা এখানে বলিবার অবকাশ নাই। শুধু এই কলি যুগেই ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে মানব জাতির যেরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, আয়ুঃ, সামাজিক রুচি বা রাষ্ট্রীয় কার্য্যপ্রণালী ছিল, এখন তাহার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! জ্যোতিষশাস্ত্র মতে যেমন মহাদশার মধ্যে অন্তর্দ্দশা আছে, এবং অন্তর্দ্দশার মধ্যে প্রত্যন্তর-দশা আছে, সেইরূপ মহা-যুগের মধ্যেও খণ্ডযুগ, এবং খণ্ডযুগের অন্তরে ক্ষুদ্রতম যুগ আছে। ১০০ বৎসরের মানুষ দেখিলে আমরা বলিয়া থাকি,—সে যুগের লোক, সেকালের লোক ইত্যাদি। এই যে সে যুগ বা সেকাল, উহা অনন্ত কাল-প্রবাহের খণ্ড প্রবাহ মাত্র; কলি-যুগেরই অন্তর্ভূত উহা খণ্ড-যুগ।

প্রত্যেক যুগে সময়োপযোগী কোন কোন গ্রহের বিশেষ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, এবং সেই যুগের বা কালের ধর্ম্মনীতি, সমাজ-নীতি ও রাষ্ট্রনীতি, অর্থাৎ প্রত্যেক বিভাগের lever of action বা কর্ম্মপ্রেরণা সেই গ্রহেরই প্রভাববশতঃ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। জ্যোতিষ হিসাবে এই মতবাদ যদি অগ্রাহ্য না হয়, তাহা হইলে সামান্য চিন্তা দ্বারাই উপলব্ধি করা যায় যে, বর্ত্তমানকালে একদিকে যেরূপ বিলাস-সম্ভোগ সত্ত্বেও অতৃপ্তির রুদ্ধ বেদনা, অন্য দিকে সেইরূপ অর্থ-সমস্যা, বেকার-সমস্যা, ও একটা বিরাট্ দৈন্যের করুণ হাহাকার। সমগ্র জগতে এখন চলিয়াছে আসক্তি-রূপী রাহু ও স্বার্থ-রূপী শনির পূর্ণ প্রভাব। এই প্রভাববশতঃ বিশ্ব বিশ্বেশ্বরের উপর আস্থাহীন, উদাসীন। ইহারই ফলে, আজ এই বিশ্বব্যাপী সংশয়বাদ বা নাস্তিকতা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আমরা যে মহাযুদ্ধের দৈনন্দিন ইতিবৃত্ত সংবাদপত্রে পাঠ করিতাম, উহা সংঘটিত হইয়াছিল সমানে-সমানে; অর্থাৎ উষ্ণ শোণিতের সহিত উষ্ণ শোণিতের, মহাশক্তির সহিত মহাশক্তির আভিজাত্যের ভীম-পরিচয়। এই রুদ্র শক্তিসংঘর্ষের ভিত্তিভূমি ছিল, একদিকে দম্ভ-দর্প-চূর্ণকারী তীব্র বাসনার উন্মত্ততা, আর একদিকে ছিল পদ-প্রতিষ্ঠা-লিপ্সার উত্তাল উন্মাদনা। শোণিতধারার বন্যার পর শক্তিক্ষয় বাধা পাইল তাৎকালিক সন্ধিস্থাপনের মধ্যে ভার্সাইয়ের শান্তি-সভায় আর তাহার বশীকরণ মন্ত্রে উদ্ভাবিত হইল President Wilson এর *League of Nations*। অস্ত্রী অস্ত্র রাখিল, বিশ্ব-জননীর সবাক্ ক্রন্দন নির্ব্বাক্ দীর্ঘশ্বাসরূপে অন্তর্মুখী হইল, বিশ্বগ্রাসী ধ্বংস-বহ্নি ক্ষণিক সুশীতল বারিপাতে ভস্মরাশিতে আবৃত হইল। 'কেলোগ প্যাক্ট' হইল, চড়াও হইয়া আক্রমণকারী বিবদমান জাতির বিরুদ্ধে আইন প্রস্তুত করা হইল, আরও কত কি হইল। প্রত্যেক জাতি তাহার জাতিগত-স্বরূপ কল্পনা-মুকুরে দেখিয়া তাহার পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। রাষ্ট্রনায়কগণ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে

Self-determination শব্দের মূল হইতে কাণ্ডপল্লব সমেত নানাভাবে বিশদ ব্যাখ্যা ও টীকা করিতে লাগিলেন। জগৎ বুঝিল, আত্মপ্রতিষ্ঠাতেই শান্তি। সেই আত্মপ্রতিষ্ঠা-রূপী মহা-শান্তির অন্বেষণে আত্মহারা পথিক চলিতে লাগিল গোধূলির অবসান-প্রায় দিবালোকে অরণ্যের বিপথে ও কুপথে। বিদেশ-বিদ্বেষ-বর্জ্জিত স্বদেশ-হিতৈষণার প্রশস্ত সুপথে কেহই গেল না। কে সে পথ দেখাইবে? উহা যে মহামানবতার পথ। কিন্তু কোথায় সে শান্তি, কোথায় সে সুখ, কোথায় সে স্বর্ণমৃগ? কেহ দেখিতে পাইল না—

"দীপ্ত রবির অযুত কিরণ
ইন্দ্র ধনুক করে বিরচন
স্বর্গলোকের সোনার তোরণ যেন গো খুলিয়া যায়,
সেইখান দিয়ে সাধের হরিণ ছুটে চঞ্চল প্রায়।"*

বিংশ শতাব্দীব দ্বিতীয় পাদে যে যুদ্ধ সূচিত হইতেছে উহা হইবে সবলের সহিত দুর্ব্বলের; অপরিসীম অর্থ-ক্ষমতার সহিত দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত অক্ষমতার যুদ্ধ। ইহার সাময়িক উন্মত্ততার যে প্রতিঘাত হইবে তাহাতে সংগ্রাম-বীরগণের বাহুবল ও রক্তের চাঞ্চল্য ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। এই যুদ্ধের স্থিতি খুব অল্প-সময়ব্যাপী কিন্তু লোকক্ষয়কারী পরিণাম সুদূর-বিস্তৃত। যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র হইবে বহুবর্ণের বহুনামধারী বিষময় বাষ্প ও মরণ-রশ্মি বা *Death-ray*, এবং তাহার সৃষ্টি হইবে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকগণের রসায়নাগারে। রণকৌশলে সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা-জ্ঞান এবং নৈতিক পদ্ধতি অন্বেষণ করিতে কাহারও প্রয়োজন বা অভিলাষ হইবে না। ইতিহাসকার যাহা পাইবেন তাহার নাম *Cant* এবং *Camouflage*. এই যুদ্ধের ফলে নীচ রাহুভাব খর্ব্ব হইবে। মানুষের যে ব্যক্তিগত অহমিকা আছে তাহা জাতিগত আত্মবোধ বা

* শ্রীরসময় দাস বিরচিত কবিতা। 'দেশ' ২৬শে মাঘ, ১৩৪১ সাল।

National self-consciousness রূপে বহুমুখী হইয়া পরিস্ফুট হইতে চেষ্টা করিবে। মাতৃমন্ত্রে-দীক্ষিত নবযুগের স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকগণ বিজ্ঞান-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের *syllabus* বা পাঠ-ক্রম বিজ্ঞান-শিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইবে। বৈজ্ঞানিকগণ একতাবদ্ধ হইয়া সামাজিক অবস্থার উৎকর্ষ-সাধনের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিবেন্। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বিজ্ঞানবিদ্গণ নূতন গবেষণাগার নির্ম্মাণ করিয়া নানা কার্য্যে উদ্ভাবনাশক্তির নিয়োগ করিবেন। বহু কল-কারখানার সৃষ্টি হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া কৃষিকর্ম্মের উন্নতি-সাধনের জন্য বহু পরিকল্পনা চলিবে। খনিজ-পদার্থ-বিদ্যায় বিশেষ মনোনিবেশ দেখা যাইবে। ভূতত্ত্ববিদ্ ইঞ্জিনিয়ারগণ নূতন ধরণের গৃহনির্ম্মাণ প্রণালী আবিষ্কার করিতে মনোযোগী হইবেন। টেলিফোন্, রেডিও, বে-তার বার্ত্তাযন্ত্র প্রভৃতি স্বল্পব্যয়ে প্রতি গৃহে যোজন করিবার ব্যবস্থা হইবে। মানব কষ্টসহিষ্ণু হইয়া যে কোন অর্থকরী ও কার্য্যকরী প্রচেষ্টায় প্রতিপত্তি লাভ করিতে যত্নবান হইবে। নারী-আন্দোলন প্রসার লাভ করিয়া বহু-ব্যাপক হইবে। বিদুষিগণ পল্লীর সংস্কার ও সংগঠন কার্য্যে বদ্ধপরিকর হওয়ায়, কর্ম্মী-সঙ্ঘ ও হিতকারী-সমিতির সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পাইবে। অল্পমূল্য পুস্তিকা ও সর্ব্বপ্রকার সংবাদপত্র পাঠ করিয়া এবং সময়োচিত আলোকচিত্রের সহিত স্বাস্থ্য ও গার্হস্থ্য বিষয়ক বক্তৃতা শুনিয়া বিজ্ঞান-সম্মত ধারায় চিন্তা করিতে সকলেই অধিকতর যত্নবান্ হইবে। আহারাদির ও বেশভূষার রীতি বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে। উচ্চশ্রেণীর মল্লগণ নানাপ্রকার ব্যায়াম ও মাংস-পেশীর ক্রীড়া দেখাইয়া শরীর-সংগঠন ও ব্যায়াম-চর্চ্চায় বালক বালিকাগণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন। সকল দেশে, সকল জাতির একটা মূলমন্ত্র হইবে, বিভিন্ন জাতির অর্থনীতির অনুসরণে স্বদেশের আর্থিক অবস্থার স্থায়ী উন্নতি বিধান করা। স্থূল কথা, শুভ মঙ্গলের কিরণ-প্রভাবে বিশ্বের রাজসিকতা নূতন প্রাণ লাভ করিবে, কিন্তু

রাহু ভাবের উচ্ছেদ না হওয়ায়, তাহাতে মানবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে না। এই নব রাজসিকতার প্রমত্ততায় পূজাপদ্ধতি, পৌরোহিত্যের গোঁড়ামি, প্রতিমাপূজা, যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম আড়ম্বরের-চাকচিক্য-বিহীন হইয়া শিথিল হইয়া পড়িবে। ধর্ম্মগ্রন্থাদির 'রূঢ়' শাসনে প্রতিষ্ঠিত বিলুপ্তপ্রায় মধ্য-যুগোচিত 'বাহ্যপূজা' এবং আচার-ব্যবহার মানুষকে আর ভগবৎ-চিন্তায় আস্থাবান্ রাখিতে পারিবে না। ধর্ম্মানুষ্ঠান—(সংশ্লিষ্ট) ক্রিয়াকলাপ, তাৎকালিক সামাজিক ও রাজনৈতিক বেষ্টনীর প্রয়োজন অনুসারে নূতনের সন্ধান করিবে। বৈজ্ঞানিক-সূত্রের মধ্য দিয়া মানবজাতি ধর্ম্মের স্বরূপ ও বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিবে। দুগ্ধপোষ্য বালকও উচ্চকণ্ঠে বলিবে—*Prove God*—চাক্ষুষ প্রমাণ চাই। পরিবর্ত্তে পাইবে, নির্ম্মম নিরাশা, দেবতার অভিশাপ। *Utilitarianism* এর বিজয়-বাহিনী সব দিতে পারিবে, দিতে পারিবে না শুধু সত্যের সন্ধান।

এক-বিংশতি শতাব্দীর প্রথম পাদে যে যুদ্ধ হইবে তাহার মূল কারণ হইবে *Yellow peril,* অথাৎ প্রাচ্যের নিকট প্রতীচ্যের পরাভবের ত্রাস। একদিকে দেখা যাইবে চড়াউ হইয়া আক্রমণ করিবার প্রবৃত্তি, শত্রুজ্ঞানে শান্তিপ্রিয় জনসমুদায়কে আঘাত করিবার দুর্দ্দমনীয় অভিলাষ; অপর দিকে দেখা যাইবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা, জ্বালা-যন্ত্রণা-ভোগজনিত অধীরতা—অর্থাৎ 'আমি তোমার প্রাণ নিতে চাই না, কিন্তু দোহাই তোমার আমায় বাঁচতে দাও।' মুমূর্ষুর এই যে কাতর কণ্ঠস্বর ইহাই হইবে তাহার প্রতিষ্ঠার সঞ্জীবনী; আর উদ্দীপ্ত দাম্ভিকের যে উপেক্ষাভঙ্গী উহাই হইবে তাহার অমোঘ মৃত্যুবাণ। যে নৈতিক শক্তিতে শক্তিমান তাহারই জয় হইবে। ঐ যুদ্ধের ফলে নীচ রাহু ও নীচ শনি ভাবের দম্ভ-দর্প চূর্ণ হইবে। মঙ্গলের বর্দ্ধনশীল প্রভাবে মানব প্রকৃতি নূতন ছাঁচে গঠিত হইবে। দূরদর্শী রাজনীতিবিশারদগণ সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উদারনৈতিক নিয়মে শাসন-প্রণালী রচনা করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন। আন্তর্জ্জাতিক মনোভাবের আদান-প্রদান চলিবে। কৃষ্টির ঐক্য লক্ষ্য

করিয়া যুগ-সংস্কারের জন্য নবীন সাহিত্য নূতন ভাষায় লিখিত হইবে। সেই সাহিত্য-লব্ধ আদর্শে মানব পশুবলের বিলোপ করিয়া সত্যের এবং নীতির রঙে সভ্যতার নবীন রূপ গড়িতে স্বতঃই মনোনিবেশ করিবে। চতুর্দ্দিকে বেদান্ত-সঙ্ঘ স্থাপিত হইবে। অবিদ্যা বাধা পাইবে প্রেম ও ভক্তির কাছে। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য জগতের স্বজাতি-কল্যাণকামী 'চারণ-বালক' ও নরনারীগণ কায়মনোবাক্যে জড়-জগতের বিভব-বাসনা ত্যাগ করিয়া বিশ্বমাতৃকার সেবার্থে নিজেদের প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিবে। বিশ্বের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা যথোচিতরূপে বৃদ্ধি পাইবে। সকলের কানে কে যেন বলিবে, "Go forth to battle, but be sure that you are fighting the battle of the God of Israil, not of the Devil." (*Blackie's Self-culture*)। —অর্থাৎ আবার সেই মহাভারতীয় যুগের ধর্ম্মযুদ্ধ! বিদেশ-বিদ্রোহ-বর্জ্জিত স্বদেশ-প্রেমিকতা মানবকে দিব্য-দৃষ্টি প্রদান করিবে। সমাজের Epecurian tone বা ভোগলোলুপতা অপসারিত হইয়া ধর্ম্মভাবের আকস্মিক প্লাবনের সূচনা না করিলেও, পূত ও পরিমার্জ্জিত চিন্তাধারার মৃদু হিল্লোল আপামর জনসাধারণকে ধীরে ধীরে নবীন স্ফূর্ত্তির পথে টানিয়া লইয়া যাইবে। সত্ত্বভাবের প্রভাব অগ্র-গতির সহায়তা করিবে, কিন্তু বিশ্বের রণ-দেবতা ইহাতেও পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন না।

পরবর্ত্তীকালের যে মহাযুদ্ধ, উহা হইবে দুর্ব্বলের সহিত দুর্ব্বলের। দুই পক্ষ দুর্ব্বল হইলেও, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে একদিন যে শঙ্খ, ভেরী, পনব, আনক, গোমুখাদির তুমুল সামরিক ধ্বনি আকাশ ও ধরাতল মুখরিত করিয়াছিল, দ্বাপরের সেই রণোন্মাদনা আবার প্রাচ্যভূমি পরিপূর্ণ করিয়া প্রাচ্যেরই সমর-প্রাঙ্গণে মহা-ধনুর্দ্ধর যুদ্ধাভিলাষিগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিবে। শক্তির হ্রাস না হইলে ধর্ম্মভাব আসে না, মানুষ ধর্ম্মভীরু না হইলে বোঝা-পড়া, আপোষ-করার প্রবৃত্তি হয় না। সেইজন্য ঐ যুদ্ধে অশক্ত

যুদ্ধার্থিগণের শক্তি যতই ক্ষীণ হইবে ততই তাহারা তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের মত, শান্তি-সুধা পানের জন্য তীব্রতর পিপাসা অনুভব করিবে। তৎকালে একটা আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবল উল্কা-বেগে আসিয়া জগৎকে নিজের রূপ দেখাইবে। নররক্ত-পিপাসু সমরপ্রয়াসী জাতিগণ অনিমিষ নয়নে তাহার দিকে মন্ত্রমুগ্ধ পশুরাজের মত চাহিয়া থাকিবে। ইতিহাসকার দেখিবে নরহত্যার মধ্যে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক। রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি অথবা রণনীতির রঙ্গমঞ্চে একটা মিলনান্ত-গীতিনাট্যের অভিনয় বটে! সেই সময়ে আরম্ভ হইবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মঙ্গলের কার্য্য, আর তাহার পূর্ণতা ও সাফল্য লাভ হইবে বৃহস্পতির প্রভাবে। দূরদর্শী দার্শনিকের স্বর্ণ-লেখনীর আবশ্যক হইবে না; কৃষ্ণবর্ণ, পীতবর্ণ অথবা গৌরবর্ণ সৈনিকদলের রক্তাক্ত-অসির আস্ফালনের প্রয়োজন হইবে না—প্রয়োজন হইবে শুধু বীর-হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-বাণীর ও কৃষ্টির একতার। প্রত্যেক জাতি অন্তরে অন্তরে বুঝিবে, যুদ্ধের পরিণাম হয় আন্তর্জ্জাতিক পক্ষপাতিতা, আর সমাজ-স্তরে যাহারা দারিদ্র্যের কঙ্কালমূর্ত্তি তাহাদেরই দুর্দ্দশা লইয়া বিদ্রূপের পুতুল-খেলা।

এই যুদ্ধের ফলে, জগতে হইবে একটা নব জাগরণ, ঊষার আলোক-চ্ছটায় সদ্যোজাত শিশুর প্রথম স্পন্দনের মত, জগন্মাতার উদ্দেশ্যে জ্ঞানের ওঁকার ধ্বনি—ও৩ম্‌+মা ৩।* সেই অনাগত দূর-যুগে পুরাতন ব্যবস্থার আমূল সংস্কৃতি হইবে; বিভিন্ন জাতির জাতীয়-পতাকার সমন্বয় করিয়া একটা সার্ব্বভৌমিক শ্বেত-পতাকার শীতল ছায়াতলে এক মহা সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। সেই সর্ব্বজনাভীষ্ট সভাস্থলে অস্ত্রাগারের গোলক-ধাঁধার বিচার-বিবেচনা কাহারও মনীষা ভারাক্রান্ত করিবে না, সেখানে প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইবে জগতের অর্থনৈতিকতন্ত্রে স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ঐ সম্মেলনের অধিবেশন দীর্ঘকালব্যাপী হইলেও, কূটনীতির

---

* বর্ণশীর্ষে প্রদত্ত সংখ্যা প্লুতস্বরের তিন মাত্রা সূচিত করিতেছে। সংস্কৃতে এইরূপ বিধি আছে—যথা **আ ৩ ম্‌। কৃষ্ণা ৩ এহি**—ও ৩ ম্‌। কৃষ্ণ ৩ এহি।

চাতুরী-বর্জ্জিত ভাষায় বিশ্ব-সাম্রাজ্যে চির-শান্তি স্থাপনের সহজ বোধগম্য পন্থা উদ্ভাবিত হইবে। মানুষের সহিত মানুষের প্রাণের মিলন হইবে। সাম্রাজ্যবাদীর সহিত করমর্দ্দন করিবে গণতন্ত্রবাদী, ধনতন্ত্রীর সহিত কোলাকুলি করিবে শ্রমতন্ত্রী, মুষ্টিমেয় ধনীর সহিত অসংখ্য নির্ধনের হইবে বিরোধ ও মতভেদের স্থায়ী সমাধান। সমানে-সমানে ভাবের আদান-প্রদানের ফলে, সম-বেদনার মধ্য দিয়া, জগতে স্থাপিত হইবে আন্তর্জ্জাতিক ভ্রাতৃভাব যাহা সার্ব্বজনীন সাম্য লক্ষ্য করিয়া একদিকে বিশ্ব-প্রেমিকতা ও ঈশ্বর-ভক্তি, এবং অপরদিকে জ্ঞান ও সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ষাত্র-বীর্য্য সংযত হইবে। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যতার পুনরভিষেক হইবে। ঘনঘটা কাটিয়া গিয়া ধরার নির্ম্মল, উদার গগণতলে মহা-সমারোহে উড্ডীন হইবে মানবীয় কল্যাণের পূর্ণ-প্রতিচ্ছবি সেই শুভ-মঙ্গলের বিজয়-বৈজয়ন্তী। বর্ত্তমানে যাঁহারা মাতৃক্রোড়ে ক্রীড়াশীল সরল শিশু, ভবিষ্যতে তাঁহাদেরই বংশধরগণ হইবেন বিশ্বমাতৃকার সেবায় নিরত সমাজনীতি অথবা রাষ্ট্রনীতির কর্ম্মবীর, এবং আধুনিক গণতন্ত্রবাদিতার মূল আদর্শ যে সার্ব্বজনীন ঐক্য তাহারই প্রতিষ্ঠাতা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনের সমন্বয় হইয়া ভাবের ত্রিধারা যেদিন একধারায় মানবহৃদয়ে প্রবাহিত হইবে সেই দিন

"আত্মার সাথে আত্মার হবে নবীন আত্মীয়তা,
মিলনধর্ম্মী মানুষ মিলিবে,—এ নহে স্বপ্ন কথা।"

দূর ভবিষ্যের সেই মহীয়ান্ আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্য সুদূর গগণের বেতার বার্ত্তাবাহী, বিদ্যুৎপুঞ্জ সমপ্রভ সেই উদার পূর্ণ ব্রহ্মচারী শুভ-মঙ্গল আজ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে—ধনী এবং নির্ধন, পল্লীবাসী এবং নাগরিক—সকলকেই নির্ব্বিশেষে স্বাগত বলিয়া আমন্ত্রণ করিতেছে। বর্ত্তমান জগৎ যাহা দেখিতেছে, শুনিতেছে বা করিতেছে, অথবা করিবার প্রস্তাব করিতেছে, ইহা নীহারিকার কুহেলী-সমাচ্ছন্ন একটা অস্পষ্ট মহা কার্য্যেরই প্রারম্ভ মাত্র। ক্রম-বিবর্ত্তনের

মহাপথে বর্ত্তমান হইল পূর্ব্বাভাস। ইহার পরিণতি বা পরিপুষ্টি হইবে কোন্ যুগে তাহা সসীম-বুদ্ধি আমাদের কল্পনাতীত। যে যুগে আসক্তি ও দ্বেষমুক্ত মানুষ চিত্তশুদ্ধি ও তপস্যার দ্বারা সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার হইয়া সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত থাকিবে, সে যুগে বুঝিতে হইবে শুভ শনিরও পূর্ণ-প্রভাবের ফল আরম্ভ হইয়াছে। উহাই হইবে নূতন কল্প; অসীমের মধ্যে হইবে তাহার পরিসমাপ্তি। যে ভবিষ্যতের দিনে এ যুগের এ-দেহী আমরা কেহই থাকিব না তাহার কথা এই পর্য্যন্তই থাক্। পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির অবকাশ না দিয়া তাই এইখানেই আমার ভূমিকাও সমাপ্ত করিলাম।

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, মুঙ্গের 'ডায়মণ্ড জুবিলী' কলেজের অধ্যাপক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মৈত্র, এম্ এ, (ডব্‌ল্), সাহিত্য-শাস্ত্রী, বিশারদ মহাশয় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি বিশেষ যত্নসহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে আবশ্যকমত ভাষার সংশোধন এবং পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিয়া আমায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী।

বিনীত নিবেদক
গ্রন্থকার।

বেলুনবাজার, মুঙ্গের।
৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৪৩, সোমবার
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।
১৬ই নভেম্বর, ১৯৩৬

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাথমিক জ্যোতিষতত্ত্ব

'He that can set hypothetical possibility against acknowledged certainty, is not to be admitted among reasonable beings'.

Sam Johnson's RASSELAS.

জ্যোতিষশাস্ত্র কি ?

পরম-পুরুষ বিধাতা জীবের ললাটে যে সুখদুঃখ-জ্ঞাপিনী অক্ষরমালা লিখিয়া থাকেন, সেই নিগূঢ় পরমতত্ত্ব যে শাস্ত্রের অনুশীলনের দ্বারা অবগত হওয়া যায় তাহাই জ্যোতিষ। দেবগণের পিতামহ ব্রহ্মা তপস্তা দ্বারা এই শাস্ত্র নির্ম্মাণ করেন, এবং ইহার সারতত্ত্ব যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, মহা-মানব ত্রিকালদর্শী আর্য্য ঋষিগণ, বংশপরম্পরায় এই আর্য্যাবর্ত্তে বিলাইয়া গিয়াছেন। সেই কারণে আজ, এই বিংশ শতাব্দীতেও, সমুজ্জল রত্নমেখলার মত ইহা সমগ্র জগৎ বেষ্টন করিয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কাল তাহা বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত করিতে পারে নাই।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে বর্ণিত আছে, এক গন্ধর্ব্ব অর্জ্জুনকে 'চাক্ষুষী বিদ্যা' নামক এক আশ্চর্য্য বিদ্যা শিখাইয়া ছিলেন। সেই বিদ্যাদ্বারা ত্রিভুবনের মধ্যে যে বস্তুই দেখিতে ইচ্ছা হউক তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যাইত। জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে যদি উচ্চ শ্রেণীর চাক্ষুষী-বিদ্যা বলা হয়, তাহা হইলে হয়ত নামের অবৈধতা হইবে না, কারণ জ্যোতিষিগণ ইহা হইতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের প্রায় সকল বিষয়ই অনুধাবন করিতে পারেন।

মানব মাত্রেরই জীবনে একটা আদর্শ আছে। মায়ার বশীভূত হইয়া মানব স্বীয় প্রাক্তন-কর্ম্মোদ্ভূত ফলে লক্ষ্য বা আদর্শ বিচ্যুত হইলেই তাহার পতন হয়। কিন্তু জ্ঞানের উদ্বোধন হইলে আবার আরম্ভ হয় আদর্শের দিকে তাহার অভিযান। অনন্তকাল হইতে এই লীলাই চলিয়া আসিতেছে।

"*   *   ওই দীপালোক মত
মানবজীবনালোক জলি অনুক্ষণ,
যায় মিশাইয়া পুনঃ গভীর আঁধারে
আপনার কর্ম্মফলে।"   (৺নবীন সেন)।

বিষয়টী খুব সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দ বুঝাইয়াছেন। 'The human soul is eternal and immortal, perfect and infinite, and death means only a change of centre from one body to another. The present is determined by our past actions, and the future will be by the present. The soul will go on evolving up or reverting back from birth to birth and death to death. It is like a tiny boat in a tempest raised one moment on the foaming crest of a billow and dashed down into a yawning chasm the next, rolling to and fro at the mercy of good and bad actions—. a powerless, helpless wreck in an ever-raging, ever-rushing, uncompromising current of cause and effect; a little moth placed under the wheel of causation which rolls on crushing everything in its way, and waits not for the widow's tears or the orphan's cry." (Swami Vivekananda's lecture before *the Parliament of Religions* held at Chicago in 1890).

জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বারা মানবাত্মার গতিবিধি জানিতে পারা যায়। এ দেশের যাহারা মোটামুটি সোজাসুজি ধরণের সাধারণ লোক—তাহাদের মধ্যে চিন্তাশীলতা নাই, থাকিলেও তাহারা চিন্তা করিতে চাহে না, চাহিলেও হয়ত পারে না, কারণ মনোবৃত্তি সেভাবে গঠিত নহে, মনঃশক্তি একাগ্রতাহীন, দুর্ব্বল। নচেৎ যে কোন ব্যক্তি চিন্তাশীলতা দ্বারা নিজের আদর্শ জানিয়া তদনুসারে নিজের কর্ম্মপথ গঠন করিতে সমর্থ হইত। বর্ত্তমান অবস্থায় বিচারনিপুণ জ্যোতিষীর সাহায্য ব্যতীত বিধাতার সে নির্দ্দেশ বুঝিবার সহজ পথ কোথায়?

রাশিচক্র (Zodiac)

সূর্য্যদেব গ্রহগণের কেন্দ্রস্বরূপ। সেই 'দশশতকরধারী' সূর্য্যের প্রভাব যতদূর বিস্তৃত, সেই কল্পিত বৃত্তই রাশিচক্র। ইহা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক ভাগ বা রাশিচিহ্ন (Sign of the Zodiac) ত্রিশ অংশে (degree) সীমাবদ্ধ; সুতরাং রাশিচক্রের পূর্ণমান ৩৬০ অংশ। এই দ্বাদশ রাশির যথাক্রমে নাম মেষ (Aries), বৃষ (Taurus), মিথুন (Gemini), কর্কট (Cancer), সিংহ (Leo), কন্যা (Virgo), তুলা (Libra), বৃশ্চিক (Scorpio), ধনু (Sagittarius), মকর (Capricorn), কুম্ভ (Aquaris) এবং মীন (Pisces)।

সাধারণতঃ চর্ম্মচক্ষুতে আমরা ৬০০০ নক্ষত্র দেখিতে পাই। সেই সকল নক্ষত্রের কতকগুলি একত্রীভূত হইয়া এক এক প্রকার আকৃতি ধারণ করিয়াছে। সেই সকল নক্ষত্রপুঞ্জ (Constellation) তৎ তৎ আকৃতি হইতে তৎ তৎ নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা—মেষ রাশি; নীল নদের তীরবর্ত্তী উপত্যকার আদিম মিসরবাসিগণ পূর্ব্বাকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ

দেখিয়া মনে করিত উহা সুরধেনু (Celestial Cow), পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমরাও উহাকে পশ্চিমমুখী বলিয়াই স্বীকার করি, তবে উহার মেষাকৃতি কল্পনা করিয়া নামকরণ হইয়াছে মেষরাশি। পুরাকালের গ্রীকগণ Aries শব্দ ব্যবহার করিত, উহাও মেষেরই বাচক শব্দ।

দিগধিপতি (Lords of the Directions)

ভিন্ন ভিন্ন রাশি বিভিন্ন দিকের অধিপতি। মেষ, সিংহ ও ধনু পূর্ব্বদিকের, তুলা, কুম্ভ ও মিথুন পশ্চিমদিকের, কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন উত্তরদিকের, এবং বৃষ, কন্যা ও মকর দক্ষিণ দিকের অধিপতি।

দ্বাদশরাশির নির্ণয় কাল
Surveying the Signs of the Zodiac.

খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এশিয়া-মাইনরে থেলিজ নামক জনৈক দার্শনিক ও জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত বাস করিতেন, তিনি প্রাচীন গ্রীসের সাত জন প্রাজ্ঞের অন্যতম ছিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যসূত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীর গতাগতি ছিল, সুতরাং থেলিজ আর্য্য জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে যে জ্যোতিষ্ক-বিদ্যার প্রেরণা পান তাহা বিচিত্র নহে। তবে থেলিজ বা তাঁহার পরবর্ত্তী জ্যোতিষী পাইথাগোরাস যে রাশিচিহ্ন মেষবৃষাদি আবিষ্কার করেন নাই তাহা ধ্রুব সত্য। তাহার পর খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দে হিপারকাস এবং খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি গ্রীক জ্যোতিষশাস্ত্র বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু ভারতে বৈদিক যুগেও জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হয়। সেইকালে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, পরাশরসিদ্ধান্ত প্রভৃতি সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ লিখিত হয়। সম্ভবতঃ সেই যুগে জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ আকাশমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের আকার নিরীক্ষণ করিয়া উহাদিগকে ভৌগোলিক দ্বাদশ কোষ্ঠে বিভক্ত করেন। এবং ইহাও সম্ভব যে উক্ত জ্যোতিষিক কল্পনার উদ্ভাবক বা স্রষ্টা ছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা অথবা পরাশর বা অন্য কোনও ঋষি।

অগ্নি, পৃথ্বী ইত্যাদি

মেষ, অগ্নিরাশি (Heat, Fiery substance), বৃষ, পৃথ্বীরাশি (Earth, Solid matter,), মিথুন, বায়ুরাশি (Air, Gaseous matter), কর্কট, জলরাশি (Liquid, Watery substance)। এইরূপে গণনা করিলে শেষে মীন হইবে জলরাশি।

ইহাদের মধ্যে শত্রু-মিত্র ভাব আছে। অগ্নিরাশি বায়ুরাশির মিত্র এবং পৃথ্বীরাশি জলরাশির মিত্র, অর্থাৎ অগ্নি ও বায়ুরাশি এবং পৃথ্বী ও জলরাশি পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন। চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে এই শত্রু-মিত্রভাবের একটা কারণ আছে। অগ্নিকে মনে করা হউক সূর্য্যের কিরণসমূহ, অর্থাৎ উহার কাজ রৌদ্রের দ্বারা মানবদেহে তেজের সঞ্চার করা, কিন্তু পৃথ্বী বা মাটীর ক্ষমতা আছে অগ্নি বা উত্তাপকে গ্রহণ বা শোষণ করা। মাটী জ্বলন্ত অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে, কাজেই পৃথ্বী অগ্নির শত্রু। অগ্নি পৃথ্বীর সংযোগে স্থল বিশেষে ফল হয় মৃত্যুবৎ। মরুভূমিতে সূর্য্যের কিরণমালা পতিত হইয়া যে মরীচিকার সৃষ্টি হয়, উহা তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণীর পক্ষে মৃত্যুর কিঙ্করীসদৃশ। সেইরূপ, রোগীর জ্বরভোগ কালে, উত্তাপ মাথায় উঠিলে জলপটি বা Ice-bag দিবার ব্যবস্থা আছে, কারণ উহা উত্তাপ কমাইতে পারে। এখানে উত্তাপের প্রতিপক্ষ জল; জল যে শুধু অগ্নিকে নীচে নামাইল তাহা নহে, উহার তেজ খর্ব্ব করিল, সেইজন্য অগ্নির শত্রু এস্থলে জল।

এবার অগ্নি ও বায়ুর কার্য্যকারিতা দেখা যাউক। যে স্থানে অগ্নি আছে অথচ বায়ুর প্রবাহ রোধ করা হইয়াছে, সেখানে অগ্নি তেজহীন, দুর্ব্বল ও ক্রমে নির্ব্বাপিত। যেমন বায়ুর সংযোগ হয়, অমনি আসিয়া পড়ে উহাতে উল্লাসের স্পন্দন, অগ্নি সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। শুধু তাহাই নহে, বায়ুর সাহায্য না পাইলে অগ্নি শূন্যমার্গে বা ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। অগ্নির মধ্যে সঞ্জীবনী-শক্তি সঞ্চার করা, বা উহাকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া একটা বৃহদাকার দেওয়া বায়ুর কার্য্য। অগ্নি ও বায়ু সৃষ্টি করে পশ্চিমের

শুষ্ক বাতাস,—তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় উপকারী ; বায়ু ও জল সৃষ্টি করে জলীয় বাতাস—'পূবে হাওয়া,'—তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় অপকারী।

এবার পৃথ্বীরাশি ও জলরাশি সম্বন্ধে দেখা যাউক। মাটী জলের আধার, মাটীর সঙ্গে জল মিশিতে পাইলে আহ্লাদে উহার সহিত এক হইয়া যাইতে চাহে। উভয়ের মিলন ফলে সৃষ্ট হয় এমন এক পদার্থ যাহা অতি কোমল, অতি শীতল। মুহূর্ত্তের বায়ু উহাদের কিছুই করিতে পারে না। বরং উহারা আরও দৃঢ়তর ও অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠে। প্রজ্জলিত অগ্নিরাশি জলের সংঘাতে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। ঐ যে বিরাট আটলান্টিক (অতলান্ত) বা অপর কোন সমুদ্র,—যাহার উপমা দিতে হইলে কবি বলেন, 'সাগরঃ সাগরোপমঃ',—কিসে উহার গৌরব? সাগরের আধেয় হইল জল, আধার হইল পৃথ্বী। কিন্তু পরস্পরবিযুক্ত হইয়া সমুদ্র পৃথ্বী-কুহর মাত্র। এ স্থলে পৃথ্বীর মিত্র জল।

অধিক দৃষ্টান্ত দ্বারা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। রাশি-গণের শত্রু-মিত্র ভাব আছে বলিয়াই, অগ্নিরাশিজাত ব্যক্তির সহিত, বিশেষ যোগাযোগ না থাকিলে, পৃথ্বীরাশিজাত ব্যক্তির প্রীতি হয় না, কারণ প্রীতির মূলীভূত প্রকৃতিগত শক্তির সামঞ্জস্য এ দুয়ের মধ্যে সম্ভবে না। এই শত্রুমিত্রভাবাপন্ন রাশিচতুষ্টয়ের এক একটীতে গ্রহাবস্থান হেতু জাতকের গ্রহফলও এক এক প্রকার হইয়া থাকে। যেমন, দোষযুক্ত শুক্র পৃথ্বীরাশিতে থাকিলে জাতকের মেহ, শুক্রতারল্য, বহুমূত্রাদি রোগ সূচিত করে, কিন্তু উক্ত শুক্র জলরাশিতে থাকিলে কোষবৃদ্ধি, হার্ণিয়া প্রভৃতি রোগ হওয়া সম্ভব। ইহাদের কোন্ রাশিতে কোন্ গ্রহ আছেন তাহা বিচার করিয়া ফল নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। উদাহরণ স্বরূপ, জলরাশির কয়েকটি গ্রহফল নিম্নে দেওয়া হইল। (নবীন শিক্ষার্থিগণ একবার গ্রন্থখানি পড়িয়া দৃষ্টান্তগুলি দেখিলে বিষয়টী আরও সহজে বোধগম্য হইবে)। নবমস্থ জলরাশিতে বৃহস্পতির অবস্থান বা পূর্ণদৃষ্টি থাকিলে জাতক তীর্থপর্য্যটন করিয়া থাকে। শনি দ্বাদশে জলরাশিতে থাকিলে,

কিংবা রাহু দ্বাদশস্থ জলরাশিতে থাকিয়া ক্ষেত্রাধিপ দ্বারা পূর্ণভাবে দৃষ্ট হইলে, অথবা পাপগ্রহের দৃষ্টি বা অবস্থিতি দ্বাদশে জলরাশিতে হইলে জাতকের সমুদ্রযাত্রা হইয়া থাকে। সপ্তমে কেতু জলরাশিস্থ হইলে জাতকের জলমগ্ন হওয়া সম্ভব। পাপবিদ্ধ চন্দ্র দুর্ব্বল হইয়া জলরাশিতে (যেমন বৃশ্চিকে) অষ্টমস্থ হইলে জলমজ্জনে মৃত্যু সূচিত করে। জন্মলগ্ন জলরাশি হইলে এবং লগ্নাধিপতি জলরাশিতে থাকিলে জাতক দেখিতে মোটা বা স্থূল হয়।

চর, স্থির ইত্যাদি কথন

মেষ, চররাশি (Moving sign); বৃষ, স্থিররাশি (Fixed sign); মিথুন, দ্ব্যাত্মক রাশি (Common sign, Mean)। এইরূপ ভাবে পরে পরে গণনা করিলে মীন হইবে দ্ব্যাত্মক রাশি। ইহা হইতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, জাতকের জন্মস্থান হইতে বিবাহ, কর্ম্মস্থান ও ভ্রমণ কতদূরে হইতে পারে অনুমান করা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, ইহা হইতে জাতকের প্রকৃতি কতকটা নির্ণয় করা যায়। চররাশিতে জাত ব্যক্তি স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির হইয়া থাকে; স্থিররাশিতে জাত ব্যক্তির প্রকৃতি ধীর হয় ও জাতক দীর্ঘসূত্রী হইয়া থাকে। দ্ব্যাত্মক রাশি জাত ব্যক্তির প্রকৃতি মধ্যভাবাপন্ন হয় এবং জাতক ত্যাগশীল হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, চরলগ্ন জাত ব্যক্তির আয়-পতি, স্থিরলগ্ন জাত ব্যক্তির ভাগ্য-পতি এবং দ্ব্যাত্মক লগ্ন জাত ব্যক্তির জায়া-পতি জাতকের অশুভপ্রদ এবং অনিষ্টকর হয়।

ইহা হইতে কয়েকটি শাস্ত্রোক্ত যোগও অনুমেয়। যেমন:—লগ্নপতি ও অষ্টমপতি দুই-ই চররাশিতে থাকিলে জাতক দীর্ঘায়ু হয়। কিন্তু এ স্থলে একটী চররাশিতে ও অপরটী স্থিররাশিতে থাকিলে দীর্ঘায়ুযোগ নষ্ট হইয়া যায়। বহুগ্রহ চররাশিতে থাকিলে দূর-ভ্রমণ সূচিত হয়। লগ্নপতি ও অষ্টমপতি স্থিররাশিতে থাকিলে কক্ষা-হ্রাস হয়। বিশেষতঃ লগ্নপতি

যদি রবির শত্রু হয় তাহা হইলে বালারিষ্ট সূচিত করে। শনি দ্ব্যাত্মক রাশিতে থাকিয়া, লগ্নস্থ হইলে এবং অষ্টমপতি ও দ্বাদশপতি দুর্ব্বল হইলে জাতকের আয়ু পঁচিশ বৎসর মাত্র হইয়া থাকে। অষ্টমস্থান চররাশি হইলে জাতকের তীর্থস্থানে মৃত্যু সম্ভব। লগ্নের দ্বাদশে শনি চররাশিতে থাকিলে জাতকের মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ পাওয়া যায়।

চর হইতে স্থিররাশি বলবান্, তদ্রূপ স্থির হইতে দ্ব্যাত্মক রাশি। গ্রহের বলাবল জানিবার জন্য যে "নবাংশ চক্র" প্রস্তুত করা হয় তাহাতে চর, স্থির ও দ্ব্যাত্মক রাশি হইতেই গণনা হইয়া থাকে। (এইগুলি এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইলে, পাঠক পরিশেষে ইহা পুনরায় পাঠ করিবেন)।

বিষম, সম ও হোরা কথন।

মেষ, বিষম রাশি, বৃষ, সমরাশি—এইভাবে পর্য্যায়ক্রমে গণনা করিলে কুম্ভ হইবে বিষম এবং মীন হইবে সম রাশি। বিষম ও সম নিম্নলিখিত-ভাবেও বুঝিয়া লওয়া যায়ঃ—Negative, Positive ; Centrifugal force, Centripetal force ; Odd number, Even number ; প্রতিঘাত, ঘাত ; বিকর্ষণ, আকর্ষণ ; বিযোড়, যোড় ; ওজরাশি. যুগ্মরাশি।

ইহার উপর জ্যোতিষ বিষয়ক অনেক বিচার নির্ভর করে ; যেমন, **হোরা বিচার।** লগ্নের অর্দ্ধভাগের নাম হোরা। **বিষম** লগ্নের প্রথমার্দ্ধে মানবের জন্ম হইলে রবির হোরা, এবং শেষার্দ্ধে জন্ম হইলে চন্দ্রের হোরা হয়।* কিন্তু **সম** লগ্নে জন্ম হইলে, নিয়ম ঠিক বিপরীত,* অর্থাৎ প্রথমার্দ্ধ চন্দ্রের হোরা। চন্দ্রের হোরায় জন্ম হইলে জাতক জীবনে সুখী হওয়া সম্ভব। রবির হোরায় জন্ম হইলে জাতক জীবনে অসুখী হওয়া সম্ভব। বিষম রাশিতে তৃতীয়পতি পুরুষ গ্রহের ক্ষেত্রগত হইয়া পুরুষ গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে, বা উহার দ্বারা দৃষ্ট হইলে, ভ্রাতৃলাভ সম্ভব।

---

* কোষ্ঠীতে 'ত্রিংশাংশ' অর্থাৎ লগ্নের পাঁচ অংশ করিয়া ভাগ করিয়া যে বিচার করা হয়, উহা নির্ভর করে উপরোক্ত দুই প্রকার রাশির উপর ; যেমন সমলগ্নে জন্ম হইলে প্রথম পাঁচ অংশ শুক্রের ত্রিংশাংশ, এবং বিষম লগ্নে জন্ম হইলে উক্ত পাঁচ অংশ মঙ্গলের।

সমরাশিতে তৃতীয়পতি স্ত্রীগ্রহ দ্বারা যুক্ত হইলে বা তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভগিনীলাভ সম্ভব। শনি বৃহস্পতিকে সম-সপ্তমে দেখিলে রাজযোগ কারক হয়। রবি সমরাশিতে থাকিয়া বিষম রাশিসহ মঙ্গলের সহিত দৃষ্টি-বিনিময় করিলে জাতকের ইন্দ্রিয় শৈথিল্য হওয়া সম্ভব।

আর একটী বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মেষ পুরুষ রাশি, বৃষ স্ত্রী রাশি। এই প্রকারে গণনা করিলে মীন হইবে স্ত্রী রাশি।

নবগ্রহের সংজ্ঞা ও বিবরণ (Planets)

(১) **রবি** বা সূর্য্য (The Sun), কশ্যপ-তনয়, শনির পিতা। বলা নিষ্প্রয়োজন যে সূর্য্য গ্রহগণের কেন্দ্রস্বরূপ। ইহার ব্যাস আট লক্ষ মাইল।

(২) **চন্দ্র** বা তারাপতি (The Moon), বুধের মাতা। ইহা আমাদের পৃথিবীর খুব নিকটে,—অর্থাৎ কেবলমাত্র ২৪০০০০ মাইল দূরে,—অবস্থিত বলিয়া ইহাকে পৃথিবীর পার্শ্বচর (satellite) বলা হয়। চন্দ্রের নিজের জ্যোতিঃ না থাকিলেও সূর্য্যালোকে (by the borrowed light) জ্যোতির্ম্ময় হইয়া প্রভাব বিস্তার করে। সূর্য্যের পরই চন্দ্রের প্রভাব অনুমেয়। শীতকালে চন্দ্রালোক, অন্য ঋতু অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী হয়।

(৩) **মঙ্গল** বা কুজ, ভৌম (Mars)। ইহা সূর্য্য হইতে ১৪ কোটি ২০ লক্ষ মাইল (অধ্যাপক George Parker এর মতে ১৫ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল) দূরবর্ত্তী। ইহা আমাদের পৃথিবী হইতে মাত্র পাঁচ কোটি আশী লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। (দৈনিক বসুমতী ২৭-১-১৩৪২)। সেইজন্য মঙ্গলেরও প্রভাব মানবের চিত্তবৃত্তির উপর অধিক মাত্রায় পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ইহার দুইটী পার্শ্বচর বা মোসাহেব আছে। একটীর নাম Deimos, অপরটীর নাম Phobos; প্রথমটী হইতে ত্রাস ও দ্বিতীয়টী হইতে বিশৃঙ্খলতা অনুমেয়।

(৪) **বুধ** বা শশিপুত্র (Mercury)। ইহা সূর্য্য হইতে তিন কোটী সত্তর লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত।

(৫) **বৃহস্পতি** বা গুরু, সুরাচার্য্য (Jupiter)। কথিত আছে, ইনি শুক্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহা সূর্য্য হইতে ৪৯ কোটী মাইল দূরে অবস্থিত।

(৬) **শুক্র** (Venus) বা সিত। ইনি ভৃগুর তনয়, অপর নাম দৈত্যগুরু বা দৈত্যাচার্য্য। ইহা সূর্য্য হইতে ছয় কোটী আশী লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত।

বুধ এবং শুক্র অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা সূর্য্যের সন্নিহিত বলিয়া উহাদিগকে সূর্য্যের পার্শ্বচর বল' হয়। মঙ্গল, বুধ এবং শুক্র পৃথিবীর সন্নিকট, সেইজন্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন, 'The Earth has three fellow-dwarfs.'

(৭) **শনি** বা শনৈশ্চর, সৌরি বা মন্দ (Saturn), রবির পুত্র। ইহা সূর্য্য হইতে ৯০ কোটী মাইল দূরে অবস্থিত।

বৃহস্পতি এবং শনি ইংরাজীতে Planetary giants নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহার কারণ উহারা বৃহদাকার এবং তদ্রূপ ক্ষমতাসম্পন্ন।* দূরত্বহেতু, অধুনা উহাদের পূর্ণপ্রভাব পৃথিবীতে বিস্তৃত হইতে পারে না।

(৮) **রাহু** বা পাত (The Dragon's head)।

(৯) **কেতু** বা শিখী (The Dragon's tail)।

---

* Jupiter is always covered with thick clouds, so that the body of the planet itself cannot be seen. It is the largest of the planets, its diameter being about twelve times that of the Earth. It has eight moons revolving round it. Saturn has ten large moons and is surrounded by 'rings' which seem to be made up of countless tiny moons. Marsden's Geography.

এতদ্ব্যতীত আরও তিনটী গ্রহ বা উপগ্রহ আছে :—

(ক) **অরুণ** বা প্রজাপতি (Uranus)। ইহা সূর্য্য হইতে ২০০ কোটী মাইল দূরে অবস্থিত এবং ৮০ বৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। কথিত আছে, ইংরাজী ১৭৮১ সালে Herschel সাহেব ইহা আবিষ্কার করেন।

বরুণ (Neptune)। ইহা সূর্য্য হইতে ৩০০ কোটী মাইল দূরে অবস্থিত, এবং ১৬৫ বৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে Europe-এ ইহা প্রথম দৃষ্ট হয়।

অরুণ-বরুণ পৃথিবী হইতে বহু ব্যবধানে অবস্থিত বলিয়া আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে উহারা গণ্য হয় না; না হইবার কারণ বোধ হয় ইহা হইতে পারে যে মানবজীবনে উহাদের প্রভাব থাকিলেও, প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই উহারা সম্যক্ ফলদাতা।

প্লুটো নামক আর একটা গ্রহ ৪।৫ বৎসর হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। Dr. Lowell নামক জ্যোতির্ব্বিদ্ ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। সূর্য্য হইতে ইহা বহু দূরে, Neptune হইতে আরও দূরে, অবস্থিত। আমেরিকার Mount Wilson মানমন্দিরের জ্যোতির্ব্বেত্তা Dr. Edwin Hubble-এর মতে প্লুটো হইতে পৃথিবীর ব্যবধান ৩,৮০০,০০০,০০০ মাইল। বর্ত্তমান যুগের বা জগতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা দেখিয়া মনে হয় এই প্লুটো স্ত্রীজাতির প্রতিভাবিকাশের পথে রশ্মি নিক্ষেপ করিয়া নারীকল্যাণের বিশেষ সহায়তা করিবে। ক্রমবিকাশের পথে এই নব জাগরণের অগ্নিশিখা হয়ত অনেক প্রগতি-পন্থীকে দগ্ধ করিবে, কিন্তু উত্তর কালে প্লুটো মহিলাকুলের দৃষ্টি শান্ত, ধীর অথচ সুদূরপ্রসারী করিয়া বিশ্বমাতৃত্ব বা বিশ্ববাৎসল্য সৃষ্টি করিবে। সেই দিনই জগত দেখিবে প্রকৃত নারী-স্বাধীনতা বা সামাজিক মুক্তি। এইরূপ নারী-স্বাধীনতাই ছিল ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার বিশিষ্ট সম্পদ্— তখন শালীনতা ও শ্রদ্ধার আবেষ্টনের মধ্যে নারী ও পুরুষ স্বচ্ছন্দে

মেশামেশি করিতেন অথচ কেহ কাহারও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেন না। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ সংস্কৃত কাব্যনাটকে আমরা দেখিতে পাই।

গ্রহগণের স্বক্ষেত্রাদি

রবি, চন্দ্র, রাহু ও কেতুর কেবলমাত্র একটী করিয়া স্বক্ষেত্র, অবশিষ্ট গ্রহগণের দুইটী। রবির সিংহ রাশি, চন্দ্রের কর্কট, মঙ্গলের মেষ ও বৃশ্চিক, বুধের মিথুন ও কন্যা, বৃহস্পতির ধনু ও মীন, শুক্রের বৃষ ও তুলা, শনির মকর ও কুম্ভ, রাহুর কন্যা এবং কেতুর মীন রাশি—ইহাই গ্রহগণের স্বক্ষেত্র।

তুঙ্গ স্থান (The Exaltation Sign)

রবির মেষ, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মকর, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির কর্কট, শুক্রের মীন, শনির তুলা, রাহুর মিথুন (মতান্তরে বৃষ), কেতুর ধনু (মতান্তরে বৃশ্চিক)।

নীচ স্থান (The Depression Sign)

উক্ত রাশির বিপরীত সপ্তম রাশি গ্রহগণের নীচ স্থান, যেমন রবির তুলা, শনির মেষ।

সুতুঙ্গ, সুচ্চ বা

মেষ	রাশির	১০	রবির।
বৃষ	"	৩	চন্দ্রের।
মিথুন বা বৃষ	"	২০	রাহুর।
কর্কট	"	৫	বৃহস্পতির।
কন্যা	"	১৫	বুধের।
তুলা	"	২০	শনির।
বৃশ্চিক বা ধনু		২০	কেতুর।
মকর	"	২৮	মঙ্গলের।
মীন	"	২৭	শুক্রের।

স্থুনীচ বা পরমনীচ স্থান

উক্ত রাশির বিপরীত সপ্তম রাশির উক্ত অংশ গ্রহগণের স্থুনীচ স্থান, যেমন তুলা রাশির ১০ অংশ, রবির ; মেষের ২০ অংশ, শনির।

মূল ত্রিকোণ কথন

মেষ রাশির	১ — ১২	অংশ পর্য্যন্ত	মঙ্গলের।
বৃষের	৪ — ৩০	”	চন্দ্রের।
সিংহের	১ — ২০	”	রবির।
ঐ	২১ — ৩০	”	কেতুর।
কন্যার	১৬ — ৩০	”	বুধের।
তুলার	১ — ১৫	”	শুক্রের।
ধনুর	১ — ১০	”	বৃহস্পতির।
কুম্ভের	১ — ২০	”	শনির।
ঐ	২১ — ৩০	”	রাহুর।

স্থিতিবল

স্বক্ষেত্রস্থ গ্রহ অর্দ্ধবলী, মূলত্রিকোণগত গ্রহ ত্রিপাদবলী, তুঙ্গগ্রহ পূর্ণবলী। নীচস্থ গ্রহ বলহীন, (শুভ করিতে অক্ষম)। **তুঙ্গচ্যুত** বা অবরোহ গ্রহ প্রথমে শুভ করে, **তুঙ্গাভিমুখী** গ্রহ শেষে ভাল করে। কোন কোন ব্যক্তি কোন কার্য্যে প্রথমে বাধা প্রাপ্ত হইয়া শেষে সফল হয়, আবার কাহারও বিপরীত হয়। এরূপ ফল উক্ত প্রকার গ্রহস্থিতি হেতু হইয়া থাকে।

গ্রহগণের স্বাভাবিক শত্রু-মিত্র ভাব চক্র।

গ্রহ	নৈসর্গিক মিত্র	নৈসর্গিক শত্রু	সম
রবি	চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহঃ	শুক্র, শনি, রাহু	বুধ
চন্দ্র†	রবি, বুধ	রাহু	অবশিষ্ট গ্রহগণ
মঙ্গল	রবি, চন্দ্র, বৃহঃ	বুধ	শুক্র, শনি
বুধ	রবি, শুক্র	চন্দ্র†	অবশিষ্ট গ্রহগণ
বৃহস্পতি	রবি, চন্দ্র, মঙ্গল	বুধ, শুক্র, রাহু	শনি
শুক্র	বুধ, শনি	রবি, চন্দ্র	মঙ্গল, বৃহস্পতি
শনি	বুধ, শুক্র	রবি, চন্দ্র, মঙ্গল	বৃহস্পতি
রাহু	শুক্র, শনি	রবি, চন্দ্র, মঙ্গল	অবশিষ্ট গ্রহগণ
কেতু	রবি, চন্দ্র, মঙ্গল	শুক্র, শনি	ঐ

† বুধের শত্রু চন্দ্র হইলেও চন্দ্রের শত্রু বুধ নহে। ছাগের শত্রু ব্যাঘ্র হইলেও ব্যাঘ্রের শত্রু ছাগ নহে।

তাৎকালিক মিত্র (Time-server)

কোন্ গ্রহ হইতে অপর গ্রহ ২।৩।৪।১০।১১।১২ স্থানে থাকিলে তাৎ-কালিক মিত্র হয়। মিত্রগৃহী, বা মিত্রদৃষ্ট বা মিত্রযুক্ত গ্রহের এক পাদ বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং শত্রু হইলে বল হ্রাস হইয়া থাকে। কিন্তু সম-গ্রহ উদাসীন, সুতরাং বিশেষ শুভদায়ী হয় না। বরং 'পরোক্ষে কার্য্য-হন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্,' এই ভাব। কোন কোন সরলমতি পক্ষপাতশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান কৃত্রিম মিত্র যেরূপ কপটাচরণ দ্বারা স্বকৃত অনিষ্ট গোপন করিয়া সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া থাকে—সমগ্রহের প্রকৃতিও প্রায় তদ্রূপ—যেন 'by doctrines fashioned to the varying hour'—আর কৃত্রিম মিত্রের যে এই আচরণ তাহাতেও সম-গ্রহেরই প্রভাব পরিস্ফুট।

নিম্নলিখিত তালিকাটী কোষ্ঠী বিচার কালে কতকটা সহায়তা করিবে।

নৈসর্গিক মিত্র × তাৎকালিক মিত্র = অধিমিত্র।

নৈসর্গিক শত্রু × তাৎকালিক শত্রু = অধিশত্রু।

সম × সম
শত্রু × সম } = সম
শত্রু × মিত্র

মিত্র × শত্রু = শত্রু

গ্রহগণের দৃষ্টি (Aspect)

এই পুস্তকে কেবলমাত্র পূর্ণ দৃষ্টির কথাই উল্লেখ করা হইল, তাহার কারণ, পূর্ণ দৃষ্টির ফলে একের তেজ পূর্ণভাবে অপর গ্রহে বিকীর্ণ হয়, উভয়ের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা। শত্রু গ্রহের দৃষ্টিতে এক পাদ বা চতুর্থাংশ বলের হ্রাস হয়, এবং মিত্র গ্রহের দৃষ্টিতে উক্ত পরিমাণ বলের বৃদ্ধি হয়। Star to star vibrates light!

জন্মপত্রিকায় বৃহস্পতি যেখানে আছে, সেই স্থান হইতে ৫।৭।৯ ঘরে পূর্ণ দৃষ্টি। তদ্রূপ মঙ্গল ৪।৭।৮ ; শনি ৩।৭।১০ ; রাহু ৫।৭।৯।১২ ; বাকি সব গ্রহের কেবলমাত্র সপ্তমে দৃষ্টি। কেতুর দৃষ্টি নাই।

দৃষ্টি দুই প্রকার ঃ—(১) স্নেহ দৃষ্টি, অর্থাৎ যে গ্রহ যে রাশিতে আছে সেখান হইতে ৩।৫।৯।১১ ঘরে দৃষ্টি শুভ ; (২) বৈর দৃষ্টি, অর্থাৎ উক্ত স্থান ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্টি। মনে রাখা প্রয়োজন, গ্রহগণ বামাবর্ত্তে (anti-clockwise) গমন করে, কিন্তু রাহু ও কেতুর গতি ঘড়ির কাঁটার মত, অর্থাৎ গ্রহদ্বয় দক্ষিণাবর্ত্তে গমন করে। দৃষ্টি সকল গ্রহেরই একই দিকে, অর্থাৎ সম্মুখ দিকে।

ত্রিপাদ দৃষ্টি, অর্দ্ধদৃষ্টি ও একপাদ দৃষ্টির বল যৎসামান্য, সুতরাং সেদিকে লক্ষ্য রাখা বা উপেক্ষা করা গণকের ইচ্ছাধীন।

জাত্যধিপতি।

বৃহস্পতি সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ জাতির বা শ্রেণীর অধিপতি।

শুক্র রাজসিক ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অধিপতি।

রবি ও মঙ্গল ক্ষত্রিয় জাতির অধিপতি।

চন্দ্র বৈশ্য জাতির অধিপতি।

বুধ শূদ্র জাতির (তন্মধ্যে আধুনিক হরিজন বা অন্ত্যজ জাতিও অন্তর্ভুত) অধিপতি।

শনি, রাহু, ম্লেচ্ছজাতির, অর্থাৎ অহিন্দু জাতির অধিপতি।

গ্রহগণের স্ত্রী-পুরুষ বিভাগ ও বয়স।

চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রীগ্রহ, প্রৌঢ়া। বুধ ও শনি নপুংসক গ্রহ। বুধ বালক, শনি প্রাচীন।

বাকি সব পুরুষ গ্রহ। মঙ্গল চিরকুমার, যুবা ; রবি ও বৃহস্পতি বৃদ্ধ। (কেহ কেহ বৃদ্ধ হইলেও কথাবার্ত্তা বালকের মত কহিয়া থাকে, আবার কেহ কেহ বালক হইলেও কথাবার্ত্তা বৃদ্ধের মত কহিয়া থাকে।

উক্ত শ্রেণীর বৃদ্ধকে কেহ বলে বোকা, কেহ বলে সরল; আর উক্ত শ্রেণীর বালককে কেহ বলে বুদ্ধিমান, কেহ বলে এঁচড়ে পাকা বা 'ডেঁপো'। সে যাহা হউক, এরূপ বৃদ্ধ-বালক বা বালক-বৃদ্ধের স্রষ্টা গ্রহ ভিন্ন আর কে হইতে পারে ?)

গ্রহগণের বর্ণ ও রূপ।

রবি = মহাদ্যুতিময়, রক্তশ্যামবর্ণ, মস্তকে অল্প কেশ।

চন্দ্র = শ্বেত বা গৌরবর্ণ, কেশপাশ কুঞ্চিত এবং দেহ নাতি পুষ্ট।

মঙ্গল = বিদ্যুৎপুঞ্জ-সম-প্রভ, রক্ত গৌরবর্ণ।

বুধ = শ্যামবর্ণ, সহাস্য বদন।

বৃহস্পতি = গৌরবর্ণ, দীর্ঘ কেশ, দীর্ঘ শ্মশ্রু।

শুক্র = কুন্দমৃণালাভ, শুভ্রবর্ণ, কুটিল কেশধারী।

শনি = কৃষ্ণবর্ণ, সরোমদেহ বিশিষ্ট।

রাহু = কৃষ্ণবর্ণ, ভয়ঙ্কর শরীর।

কেতু = ধূম্রবর্ণ, বিশাল দেহ।

(সূর্য্যালোকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের বিভিন্ন প্রকার বর্ণ হইয়াছে। গ্রহ প্রভাবে মানবের বর্ণ, রূপ, আকৃতি, এমন কি কেশের দীর্ঘতা ও খর্ব্বতা এবং তাহাদের গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে।)

কেন্দ্রাদি কথন।

কেন্দ্র (Quadrangular sign, Angles) = লগ্ন অর্থাৎ ১ এবং ৪।৭।১০ স্থানের নাম।

ত্রিকোণ (The triangular sign, Trine) = ১।৫।৯

অপোক্লিম = ৩।৬।৯।১২

পনফর = ২।৫।৮।১১

উপচয় = ৩।৬।১০।১১

ত্রিষড়া বা দুঃসহান = ৬।৮।১২

রন্ধ্র = ৮

পনফরগত গ্রহ অপেক্ষা অপোক্লিম বলবান্। অপোঃ অপেক্ষা ত্রিকোণ ; ত্রিঃ অপেক্ষা কেন্দ্রী। কেন্দ্রপতিগণের মধ্যে দশমপতি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, এবং ত্রিকোণ পতিগণের মধ্যে নবমপতি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। উপচয়গত গ্রহ, অপচয়ের বা অনিষ্টকারীগ্রহের অন্তরায় হইয়া ভাবের শুভ করে।

লগ্ন (১) হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘরে কোন্ গ্রহ থাকিলে কিরূপ ফলদায়ী হয় তাহা এ পুস্তকে বিস্তারিতভাবে লেখা সম্ভবপর নহে। এইটুকু মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে কেন্দ্রস্থগ্রহ স্থিতি হিসাবে বিশেষ শুভ বা বিশেষ অশুভ হইয়া থাকে।

তুঙ্গ ফল কথন। *

রবি উচ্চে অর্থাৎ মেষে থাকিলে জাতক শান্ত প্রকৃতি, ধর্ম্মযুক্ত, ধীর, নীরোগ দেহ, বহু লোকের পোষণকারী, দাতা, রাজতুল্য, বহুভোগী, মাঙ্গলিক কার্য্যাসক্ত হয়।

চন্দ্র উচ্চ স্থানে (বৃষে ৩ অংশে) থাকিলে ভোগযুক্ত, বহুবাহন বিশিষ্ট, বিদ্যানুরক্ত, বহু লোকের পোষণকারী, মিষ্টান্নভোগী, কীর্ত্তিমান্ ও ধনী হয়।

মঙ্গল উচ্চে (মকরে) থাকিলে কীর্ত্তিমান্, রাজতুল্য, ধীর, মাণিক্য, মুক্তা, মণি ও রত্নযুক্ত, পোষ্যগণের সহিত নৌকা, হস্তী প্রভৃতি বাহনযুক্ত ও রাজতুল্য হয়।

বুধ উচ্চে (অর্থাৎ কন্যার ১৫ অংশে) থাকিলে সন্তানগণের উপার্জ্জিত রত্নযুক্ত, রাজপূজ্য, রাজ্যের এক দেশে রাজতুল্য, বিদ্যাবিনোদী ও শুভ ফল ভোগী হয়।

বৃহস্পতি তুঙ্গ স্থানে (অর্থাৎ কর্কটে) থাকিলে রাজা বা রাজমন্ত্রী, বলবান্, প্রধান, প্রচণ্ড রাগী, ধনেশ্বর, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি যানাদিযুক্ত ও বহু লোকের পোষণকারী হয়।

* শ্রীশ্রীনাথ ভট্ট বিরচিত "কোষ্ঠী প্রদীপঃ" নামক পুস্তকের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ স্মৃতি ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ কৃত টীকানুবাদ।

শুক্র তুঙ্গ স্থানে (অর্থাৎ মীনে) থাকিলে মিষ্টান্নভোগী, গুণদ্বারা সিদ্ধিযুক্ত, রাজমন্ত্রী, বৃদ্ধত্ব পর্য্যন্ত দীর্ঘায়ু, দাতা, দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তিমান এবং ভোগশালী হয়।

শনি তুঙ্গে (অর্থাৎ তুলায়) থাকিলে কান্তা-বিলাসী, কীর্ত্তিভাজন, লক্ষ্মীবান্, চিরায়ু, রাজ্যের এক দেশের অধিপতি, পণ্ডিত, দাতা ও ভোক্তা হয়।

সিংহ, বৃষ, কন্যা, বা কর্কটে রাহু থাকিলে জাতক বিপুল ঐশ্বর্য্যযুক্ত, রাজ-শ্রেষ্ঠ, ধনবান্, হস্তী, ঘোটক, ভৃত্য ও নৌকাযুক্ত, পৃথিবীপতি ও শত্রুঘাতী হয় আর তুঙ্গে অর্থাৎ মিথুনে থাকিলে চিরায়ু হয়।

কেতুর ফলও রাহুর ন্যায় কিন্তু যে যে স্থানে রাহুর শুভফল উক্ত হইল তাহার সপ্তমে কেতু থাকিলে উক্তবিধ শুভফল হইবে। ধনুরাশি কেতুর উচ্চস্থান, সে স্থানে কেতু থাকিলে রাহুর উচ্চের ন্যায় ফল হয়।

গ্রহাস্ত, বক্রী ইত্যাদি কথন।

গ্রহগণ অস্ত হয় যখন রবির সহিত একই নক্ষত্রভুক্ত থাকে। অস্তগত বা দগ্ধ গ্রহের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

রবির ১৫ অংশ মধ্যে শনি।
,, ১৭ ,, মঙ্গল।
,, ১৪ ,, বুধ।
,, ১০ ,, শুক্র।
,, ১১ ,, বৃহস্পতি।

বক্রী গ্রহগণ মন্দ বা মৃদুগতি (sub-normal or retrograde motion) হইলে বক্রী হয়; নিম্নের তালিকা দ্রষ্টব্য ঃ—

রবির স্ফুট* (degree) হইতে শুক্র ৮ অংশের মধ্যে থাকিলে, এবং বুধ ১২ অংশের মধ্যে থাকিলে, বক্রী হয়। অপর গ্রহগণ, অর্থাৎ মঙ্গল,

* রবি-স্ফুটের পূর্ব্বে ও পরে ৯ অংশের মধ্যে শনি দীপ্তাংশগত হয়। পঞ্জিকায় দৈনন্দিন গ্রহস্ফুট দেওয়া থাকে।

বৃহস্পতি ও শনি রবির স্ফুট হইতে ১২০ অংশ অতিক্রম করিয়া ১২১° হইতে ১৮০° মধ্যে থাকিলে বক্রী হয়। স্থূল গণনায় রবি হইতে ৫।৬।৭।৮ ঘরে উক্ত গ্রহত্রয় অবস্থিত হইলে বক্রভাব অনুমেয়।

অতিচারী—অতিচার গতি (fast or abnormal motion) হয় যদি গ্রহগণ শীঘ্রগামী অর্থাৎ রবি হইতে ২।১১।১২ স্থানগত হয়।

সরল বা সমগতি (normal or direct motion) হয় যদি গ্রহগণ রবি হইতে তৃতীয়ে থাকে, অথবা বক্রী বা অতিচারী না হয়।

বাল্যাবস্থা ও বৃদ্ধাবস্থা।

গ্রহগণ উদয়ের পরও কয়েক দিন বাল্যভাবাপন্ন এবং অস্ত হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বেও বৃদ্ধভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

রবির গতি সর্ব্বদাই সরল। চন্দ্র, রাহু ও কেতু—এই তিনটীরও গতি সর্ব্বদাই সরল।

গ্রহ হইতে ব্যবসায়ের ইঙ্গিত।

(উদাহরণ মাত্র)

রবি হইতে বস্ত্রব্যবসায় বা তাম্রনির্ম্মিত বাসন বিক্রয় করিয়া জাতক উন্নতিলাভ করিতে পারেন। চন্দ্র হইতে ইক্ষু, গুড়, চিনি, গোধুম, আটা, ময়দা এবং জলজ পদার্থের ব্যবসায়ে লাভবান্ হওয়া সম্ভব।

মঙ্গল হইতে ভূমি, গৃহ, ইষ্টক, খনিজ পদার্থ, কোন প্রকার মতলব বা speculation ও দ্যূত ক্রীড়া।

বুধ হইতে পুস্তকালয়, ঔষধালয়, শিল্পকার্য্য।

বৃহস্পতি হইতে রত্ন, কাঞ্চনাদি।

শুক্র হইতে পুষ্প, উদ্যান, চিত্র, লৌহ, রত্নালঙ্কার।

শনি হইতে তৈল, বস্ত্র, কাষ্ঠ, কয়লা, লৌহ।

রাহু হইতে দ্যূত ক্রীড়া, মৎস্য, মাংস ক্রয়-বিক্রয়।

কেতু হইতে চর্ম্ম, হোটেল-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি।

(কোন্ ব্যক্তির পক্ষে কোন্ ব্যবসায় উন্নতিকারক হইতে পারে তাহা জন্মপত্রিকার সপ্তম ভাব হইতে বিচার্য্য)।

শুভ ও পাপগ্রহ ও তাহাদের গুণ।

রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু ও কেতু—এই গুলি পাপগ্রহ (Malefics); বুধ পাপগ্রহ হয় যদি পাপযুক্ত হয়; বাকি গুলি শুভগ্রহ (Benefics)। গ্রহ পাপ-ই হউক আর শুভ-ই হউক, স্থিতি ও ক্ষেত্র হিসাবে উহাদের কার্য্যকারিতা বিচার্য্য। পাপগ্রহ শুভ ভাবস্থ হইলে শুভদায়ী এবং শুভগ্রহ অশুভ ভাবস্থ হইলে, অশুভদায়ী হইয়া থাকে। তবে কলিযুগ পাপের যুগ সুতরাং এ যুগের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা পাপগ্রহের কাজ। "কলৌ পাপফলং পূর্ণং শুভোত্থং পাদতো ভবেৎ।" পাপগ্রহগণ বলবান হইলে শুভগ্রহগণ অপেক্ষা চতুর্গুণ, অর্থাৎ প্রবলতর ফলদায়ী হইয়া থাকে। এই ফল জাতকের পক্ষে মঙ্গলদায়ী হইতে পারে, অমঙ্গলদায়ীও হইতে পারে। শুভগ্রহ যে ব্যক্তির মধ্যে প্রবল, সে হয় ত কাহারও কঠিন অপরাধও অগ্রাহ্য, উপেক্ষা বা মার্জ্জনা করিতে পারে, কিন্তু অশুভগ্রহ যে ব্যক্তির মধ্যে প্রবল, সে কাহারও অল্প অপরাধ পাইলেই বৈরিতা করিতে উদ্যত হয়। সে তিতিক্ষা বা forbearance জানে না। 'বৃহৎ পারাশরী' মতে "যদি শুভগ্রহের গৃহে পাপগ্রহ থাকেন এবং পাপগ্রহের গৃহে শুভগ্রহ থাকেন, তাহা হইলে জাতকের অন্নাভাব হয় ও বস্ত্রের নিমিত্ত সর্ব্বদা চিন্তিত থাকে।"

(গুণবর্ণনা **Temperament**)

রবি পাপগ্রহ এবং ব্যাবহারিক জগতে রাজসিক। চন্দ্র ও বৃহস্পতি সাত্ত্বিক গ্রহ। বুধ রাজসিক গ্রহ। শুক্র মধ্যভাবাপন্ন, অর্থাৎ সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভাব মিশ্রিত গ্রহ। মঙ্গল, রাহু ও কেতু তামসিক গ্রহ। শনি সাত্ত্বিক গ্রহ, তবে ব্যাবহারিক জগতে তামসিক।

মানবের মধ্যে কখনও সত্ত্বগুণ, কখনও রজোগুণ, কখনও তমোগুণ প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার কারণ এই যে তৎকালে তদ্রূপ গ্রহের প্রাবল্য তাহার মধ্যে হইয়া থাকে। রজোবল (Motion) প্রবল হইলে সর্ব্বদা কার্য্য-প্রবৃত্তি, বীরত্বপ্রকাশ, আমিত্ব, এই সব লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তামসিক বল (Inertia) প্রবল হইলে বিবেকভ্রংশ ও হিংসাভাব লক্ষিত হয়। সত্ত্ববল (Rhythm বা Harmony) প্রবল হইলে মানব তামসিকতা ও রাজসিকতার ঊর্দ্ধে চলিয়া যায়, সে শান্তপ্রকৃতির হয় এবং প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের দ্বারা সুখলাভের বাসনা করে।

মানবদেহ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, যাহার মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব প্রবল তাহার আকৃতিও জ্যোতির্ম্ময়, এবং যাহার মধ্যে তামসিক ভাব প্রবল তাহার আকৃতি যেন ক্রূর, শ্রীহীন।

কোন্ গ্রহ হইতে কিরূপ পীড়া অনুমেয়।

মানবদেহে যে সকল পীড়ার উৎপত্তি হয়, জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে গ্রহগণই উহার কারক। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল।

রবি হইতে টাক্, মস্তিষ্কের পীড়া, চক্ষু-পীড়া (পুরুষের দক্ষিণ চক্ষু এবং স্ত্রীলোকের বাম চক্ষু), হৃৎকম্প, অস্থিবৈকল্য (Deformity, Rickets) প্রভৃতি কল্পনীয়।

চন্দ্র হইতে বাতশ্লেষ্মা, উদরাময়, শূল, বামচক্ষুর পীড়া, পাগলামি, জলাতঙ্ক, মূত্রাশয়ের পীড়া, গণ্ডমালা, যক্ষ্মা প্রভৃতি কল্পনীয়।

মঙ্গল হইতে কোন প্রকার বিষোৎপন্ন পীড়া, গ্রন্থি (Gland) ঘটিত পীড়া, কটিদেশ ও গুহ্যদেশের পীড়া, বহুমূত্র, রক্তামাশয়, রক্তস্রাব, পিত্তরোগ, চর্ম্মরোগ, দদ্রু, খোস-পাঁচড়া, ঘা-ফোড়া, মজ্জার কোনও পীড়া কল্পনীয়।

বুধ হইতে চর্ম্মরোগ, মৃগী, জিহ্বা রোগ, শিরঃপীড়া কল্পনীয়।

বৃহস্পতি হইতে শ্বাস যন্ত্রের ব্যাধি, কফ, পেট ফাঁপা, গুল্ম, উদাবর্ত্ত প্রভৃতি উদর মধ্যস্থ গূঢ় রোগ, পাকস্থলীর বেদনা, মৃগী, ত্বক্ ও চর্ম্মঘটিত পীড়া কল্পনীয়।

শুক্র হইতে কফ, গর্ভাশয়ের পীড়া, ধাতুসংক্রান্ত পীড়া, হার্নিয়া কল্পনীয়।

শনি হইতে যে কোন প্রকার স্নায়ু (Nerves, Veins and Arteries) সংক্রান্ত পীড়া, শ্লেষ্মা, বাত, পক্ষাঘাত, কম্প, উদরী, শূল, প্লীহা, পঙ্গুতা ও খঞ্জতা কল্পনীয়।

রাহু হইতে কম্প, বাত, দন্ত রোগ, চক্ষু-পীড়া, কৃমি রোগ, অর্শ, গুহ্যস্থানের পীড়া, গাত্র-কণ্ডূয়ন কল্পনীয়।

কেতু হইতে বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ, হাত-পা-ফাটা, হাজা, পাকুই, অর্শ, গর্ভসংক্রান্ত পীড়া কল্পনীয়।

গ্রহগণের দেবতা ও গ্রহশান্তি।

ভগবান্ বলিয়াছেন, "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" (গীতা—২—২৭)। সুতরাং এইখানে জন্মান্তরের কথা আসিয়া পড়ে। ইহা রহস্যময় হইলেও, আকাশ-বাণীর মত, আবহমান কাল হইতে আস্তিকজনকে আশ্বাস দিয়া আসিতেছে। মানবের পূর্ব্বজন্মের কৃত-কর্ম্মানুসারে গ্রহগণ প্রতিকূল বা অনুকূল হইয়া থাকেন।* গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে জপ, পূজার্চ্চনা, দান, ব্রাহ্মণ ভোজন ও দরিদ্র-সেবা বিধেয়। শাক-দ্বীপীয় অথবা অন্য কোন গ্রহ-বিপ্র দ্বারা কার্য্য করাইলে অচিরে শুভফল লাভ করা

* পিতামাতার সুকর্ম্ম বা অপকর্ম্মের প্রবৃত্তি, এমন কি তাঁহাদের দৈহিক ব্যাধিও পুত্রকন্যার মধ্যে প্রকাশ পায়, ইহাকে hereditary transmission বলা যায়। তবে মানবের স্বীয় সংস্কার সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য মানবাত্মা যে দেহে প্রবেশ করিলে স্ফূর্ত্তি পায় সেই দেহে প্রবেশ করে। দেহ না পাইলে মানবাত্মাকে অপেক্ষা করিতে হয়—তাহা দ্যুলোকেই হউক বা কুম্ভীপাক নামক নরককুণ্ডেই হউক।

সম্ভব। শাস্ত্রানুসারে কবচ ধারণ করিলে বিরুদ্ধ গ্রহ প্রীত হইয়া থাকেন। অন্ততঃ এই বিশ্বাসেরও একটা সুফল আছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রেও faith cure অনেক সময় কাজ করিয়া থাকে।

অধিকাংশ ব্যক্তিরই কোষ্ঠীতে দেখিতে পাওয়া যায় শনি বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন, অর্থাৎ অশুভস্থানগত, না হয় শুভ হইয়াও অশুভ। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রীশনৈশ্চর পূজা, কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রাদি ব্যবহার, দরিদ্র নিঃসহায় ম্লেচ্ছজাতীয় ব্যক্তিকে সাহায্য দান, দক্ষিণা কালীর কবচ ধারণ প্রভৃতি শুভ কর্ম্ম ভক্তিসহকারে করিলে বিরুদ্ধ ভাবের হ্রাস হইয়া গ্রহ সুপ্রসন্ন হওয়া সম্ভব। কোন কোন ব্যক্তির জন্ম-কুণ্ডলীতে দেখা যায় পুত্রলাভ যোগ নাই, অথবা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব যোগ আছে। এরূপ স্থলে সন্তান লাভের প্রতিবন্ধক গ্রহের অর্চ্চনা করিলে এবং শাস্ত্রসিদ্ধ মাদুলি ও ধাতুদ্রব্য এবং রত্নাদি শোধন করাইয়া ধারণ করিলে কুপিত গ্রহের প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া অসম্ভব নহে। কেহ হয় ত বলিবেন ইহা অযৌক্তিক কুসংস্কার, কিন্তু এরূপ কুসংস্কারেও মূল্য আছে, কারণ ইহারও মূলে আছে বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাস দেহ ও মনের উপর যথেষ্ট ক্রিয়া করে।

কোন কোন গ্রহের তৃপ্ত্যর্থে কাহার অর্চ্চনা ও কি কি ধাতুরত্নাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নিম্নে লিখিত হইল :—

গ্রহের নাম	গ্রহের দেবতা	রত্ন	ধাতু দ্রব্য
সূর্য্য	মাতঙ্গী	বৈদূর্য্যমণি	তাম্র
চন্দ্র	কমলা	নীলকান্ত	শঙ্খ
মঙ্গল	বগলামুখী	প্রবাল	?
বুধ	ত্রিপুরাসুন্দরী	পদ্মরাগ	স্বর্ণ
বৃহস্পতি	তারা	মুক্তা	?
শুক্র	ভুবনেশ্বরী	হীরক	রৌপ্য
শনি	দক্ষিণা কালী	ইন্দ্রনীল	সীসক

গ্রহের নাম	গ্রহের দেবতা	রত্ন	ধাতুদ্রব্য
রাহু	ছিন্নমস্তা	গোমেদ	লৌহ
কেতু	ধূমাবতী	মরকত মণি বা রাজপট (নিকৃষ্ট হীরক)	?

গ্রহশান্তি প্রভৃতি কার্য্যাদিতে যাঁহারা আস্থাহীন তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে মানবকে পরিপূর্ণতা লাভ করাইবার জন্যই ভগবান্ জ্যোতিষ্কগণের মধ্য দিয়া নিজকে প্রকটিত করিতেছেন। কাজেই আমাদের দুঃখ-কষ্ট এক প্রকার Ordeal বা অগ্নি পরীক্ষা। অস্থিরমতি মানব পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথে বা কুপথে গমন করিতে থাকিলে তাহার সুপ্ত বা তন্দ্রালু চৈতন্যকে জাগ্রত করিবার জন্য এই অগ্নিপরীক্ষা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন গ্রহ-শান্তি করণীয় কার্য্য-কারণ ভগবৎ-কৃপা লাভের ইহা তাৎকালিক পন্থা। ঈশ্বরের দয়া না হইলে কর্ম্ম-বিপাকের খণ্ডন হইতে পারে কি ?

কেহ হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন ভগবান্ কোথায় ? তাহার উত্তর— অন্তরে-বাহিরে। তিনি খুবই নিকটে, আবার খুবই দূরে—এত দূরে যে সে স্থান হইতে তড়িৎ অপেক্ষাও দ্রুতগতি মানবক-চিন্তা সন্ধান না পাইয়া, বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসে। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।' আবার হয় ত' প্রশ্ন হইতে পারে ভগবান কি ? এই 'কি'-এর উত্তরে প্রতিপ্রশ্ন—কি নহে ? হয় ত' তিনি সাকার, প্রচণ্ড-স্বভাব একটা ভয়াবহ মূর্ত্তি, মহাকাল কবন্ধ রাক্ষস যাহাকে অশুদ্ধচিত্ত ও মহাপাপী প্রতি মুহূর্ত্তে দেখিতে পায় ; অথবা তিনি শান্তিময় দিব্যমূর্ত্তি যাহা কেবল সাধক ও যোগিগণ অহরহঃ অবলোকন করেন। হয় ত' তিনি নিরাকার, অথচ নির্ব্বিকার নহেন, জ্ঞান-ধ্যান-ধারণার অতীত কোন একটা ভাব বা Metaphysical abstraction, কিংবা তিনি এক অনাদির আদি Co-ordinate Force যাহা ত্রিদিববাসিগণেরও না পড়ে কল্পনার পথে, না হয় বোধগম্য। তিনি যাহাই হউন, ক্ষুদ্র জগতের ক্ষুদ্র মানব আমরা তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করি—তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন অবতারের মধ্যে বা

জগতের নানা মহিমান্বিত উর্জ্জস্বল সত্ত্বের মধ্যে তাঁহার অনন্ত শক্তির একাংশের প্রকাশ দেখিয়া। এই জন্যই গায়ত্রী মন্ত্রে সৌরজ্যোতির ধ্যান করিতে করিতেই সেই বিরাটের উপলব্ধি হয়। সেই মূলাধার অবাঙ্-মনসগোচর (the universal cosmic intelligence)-এর উদ্দেশ্যে মস্তক নত হইলে কোথায় থাকে গ্রহবৈগুণ্য ? কিন্তু দেশপ্রথা, বংশগত, জাতিগত সংস্কার, শাস্ত্রের বচন, মানব-প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার, সবই সূচিত করিতেছে—সাকার হইতে নিরাকারের, স্থূল হইতে সূক্ষ্মের উপাসনা। সুতরাং গ্রহশান্তি, গ্রহস্তোত্র পাঠ, পূজার্চ্চনা, শোধিত রত্নাদি ধারণ ইত্যাদি বিধি অধিকারভেদে আমাদের প্রধান অবলম্বন। 'সংসারতারণার্থায় গ্রহরূপী জনার্দ্দনঃ' যদিও 'আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বা।'

রবেঃ— জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥

চন্দ্রস্য— দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবং।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্ম্মুকুটভূষণং॥

মঙ্গলস্য— ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভং।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহং॥

বুধস্য— প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতং॥

বৃহস্পতেঃ— দেবতানামৃষীনাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভং।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিং॥

শুক্রস্য— হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং॥

শনেঃ— নীলাঞ্জনচয়প্রক্ষাং রবিসুতং মহাগ্রহং।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরং॥

রাহোঃ— অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকং।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহং॥

কেতোঃ— পলালধূমসঙ্কাশং তারা গ্রহবিমর্দ্দকং।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহং॥

নবগ্রহের কারকতা ও তাহাদের যোগফল।

এক গ্রহ যাহা করে, অপর গ্রহটী হয়ত সেইরূপই কার্য্য করিয়া তাহাকে সাহায্য করে। কিংবা, একটী গ্রহ যাহা করে আর একটী গ্রহ হয়ত তাহার বিপরীত কার্য্য করিয়া সম্পন্নপ্রায় কার্য্য নষ্ট করিয়া দেয়। জগতে এই যে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় লইয়া জগদীশ্বরের বিরাট্ কারখানায় অনাদি কাল হইতে কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, ইহার কারক যে তাঁহারই শক্তি-উদ্ভূত গ্রহগণ তাহা জ্যোতিঃশাস্ত্রানুরাগী কেহই হয় তো অস্বীকার করিবেন না। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের লীলার মধ্যে এমন একটী সুশৃঙ্খল অজ্ঞাত নিয়ম আছে। তাহার স্রষ্টা ভগবান্ নিজে এবং তাহার অনুভূতি হয় সেই সব মহামানবের প্রাণে--যাঁহারা মুক্ত। মায়ায় জড়িত ক্ষুদ্র মানব ব্যাবহারিক বস্তু-জগতের হাসি-কান্নাই উপলব্ধি করে, কিন্তু যে সুরে, যে তন্ত্রে উহা বাঁধা তাহা বুঝিবার ক্ষমতা কই? গ্রহগণ মানবকে তাহা বোধগম্য করিবার চেষ্টা করে, কারণ তাহারাও একই সুরে ঐক্যতানে দিবারাত্র বিশ্বেশ্বরেরই কীর্ত্তিগাথা গাহিতেছে। প্রতীচ্যের প্রাচীন ভাবুকগণও এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। Pythagoras based all creation upon the numerical rules of musical harmony and held that the heavenly spheres roll on their courses in musical rhythm."* জ্যোতিষের দিক্ হইতে কথাটী ভাবিবার বিষয়। এই প্রসঙ্গে একটী ভিন্ন প্রবন্ধ বা thesis লিখিলে হয়ত বিষয়টী আরও সরল ও সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইত। এস্থলে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গ্রহগণের মধ্যে ধ্রুব লক্ষ্যের প্রতি মূলীভূত ঐক্য বা fundamental unity

*Sanderson's World's History.

থাকিলেও কার্য্যপ্রণালী বা procedure বিভিন্ন প্রকার। এক গ্রহ নিজে যাহা করে অপরের সংসর্গে আসিলে, বা তাহার সহিত যুক্ত হইলে, তাহার ফলের তারতম্য, এমন কি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার গুণ ও ক্রিয়া সম্ভব হইয়া থাকে। নিম্নে গ্রহগণের কারকতা ও তাহাদের যোগফল সম্বন্ধে, উদাহরণ স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

রবি সৃষ্টির কারক,* সুতরাং উহা হইতে পিতা এবং পিতৃলোকের আশীর্ব্বাদ অনুমান করা যায়। রবির উত্তাপযুক্ত রশ্মি জীবের দেহ সবল করে, এমন কি উহার উত্তাপহীন নীলাভ-রশ্মি দ্বারা আধুনিক ultra-violet চিকিৎসা মানবদেহের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। সুতরাং রবি হইতে জাতকের জীবনীশক্তি এবং সকল কার্য্যে উদ্যম ও যোগ্যতা কল্পনা করা যায়।† রবি পালনকর্ত্তা, সুতরাং উহা হইতে সাম্রাজ্যবাদিতা, রাজসম্মান, উপাধি ও সনদ লাভ, রাজা, রাজপ্রতিনিধি, ধর্ম্মাধিকরণ, রাষ্ট্রীয় মহাসভা ও ব্যবস্থাপকসভার সদস্য প্রভৃতি পদপ্রাপ্তি অনুমেয়। এতদ্ব্যতীত, নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও জ্যোতিষ মতে গণনা করা যায়:—ভাগ্য, উচ্চাভিলাষ, প্রতিষ্ঠা, গাম্ভীর্য্য, মানাপমান-বোধ, চরিত্রের উৎকর্ষ ও ধৈর্য্যশীলতা। যাঁহার মধ্যে রবির প্রভাব বেশী, তিনি উদার ও ক্ষমাবান্ হইয়া থাকেন। রবির মধ্যে ঔদার্য্য আছে বলিয়াই রবি মানুষকে রাজা বা রাজতুল্য করিয়া থাকে, অথবা সমাজে বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বড় করিতে পারে। রবিরই প্রভাবে মানুষ রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী, ধর্ম্মক্ষেত্রে পূর্ব্বানুগতি ও রক্ষণশীলতা প্রিয়, সমাজে উচ্চাভিলাষী ও প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়া থাকে। দিবাকর দিবাভাগে বলবান্

---

* আকাশে আমরা কখনও কখনও যে সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে পাই তাহারই অধিষ্ঠিত দেবতা বিশ্বব্যাপী কিরণশালী সূর্য্য। ভগবান বলিয়াছেন, আমিই "জ্যোতিষাং রবিরংশুমান"—গীতা ১০।২১ ; সুতরাং সূর্য্যই চৈতন্যপুরুষ, জড়জগতের নিমিত্ত কারণ।

†The Master Key System প্রণেতা চার্লস্, এফ্, হ্যানেল বলেন, "All energy on this earth, organic or inorganic, is directly or indirectly, derived from the Sun."

হইয়া থাকে। সুতরাং জগতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বা স্থায়ী তাহা রবির প্রভাবে দিবাভাগেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

রবি পাপমধ্যগত হইয়া লগ্নস্থ হইলে জাতকের শ্বেতকুষ্ঠ হয়। রবি উপচয়গত হইলে বা দশমে দৃষ্টি করিলে জাতক রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়া রাজকর্ম্মচারীর পদ লাভ করিতে, অথবা কোন ষ্টেটের ম্যানেজার বা নায়েব হইতে পারেন। রবির দ্বিতীয়ে বুধ বা শুক্র থাকিলে জাতকের পুরাতন বিষয়ের স্মৃতিশক্তি অটুট থাকে। রবি মঙ্গলসহ একই রাশিতে (in conjunction) থাকিলে জাতক রসায়নবিৎ হয়। রবি বৃহস্পতির যোগফলে জাতক ধনী হইয়া থাকে। রবি শনি এক রাশিতে থাকিলে, অথবা দৃষ্টি-বিনিময় করিলে, জাতকের জ্যোতিষজ্ঞ বা গণক হওয়া সম্ভব। কিন্তু রবি ও শনির যোগফলে, এবং পাপদৃষ্ট হইলে, বিশেষভাবে জাতক শত্রু দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে। রবি যে রাশিতে অবস্থিত উহার দ্বিতীয় এবং দ্বাদশে গ্রহাবস্থান হইলে জাতকের ধনলাভ অনুমেয়। "যদি রবি লগ্নে না দেখে, বাপের আগে মরণ লেখে।" জাতকের জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চমে রবি নীচস্থানে (তুলার ১০°) ও অষ্টমে মঙ্গল দারিদ্র্যের অনুগামী। "বলবান্ রবি চন্দ্রকে দেখিলে ও অষ্টমে শনি থাকিলে অগ্নিদগ্ধ হইয়া জাতকের মৃত্যু হয়।"

চন্দ্র—চির যৌবন সম্পন্ন গ্রহ। উহা হইতে মাতৃত্বের অভিব্যক্তি কল্পনা করা যায়। চন্দ্র হইতে মাতা, আতিথ্য, সহানুভূতি, রাজানুগ্রহ, উচ্চাভিলাষ অর্থাৎ বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা বা বড় হওয়া অনুমেয়। চন্দ্র হইতে জাতক সাহিত্যসেবী এবং অধ্যাত্মবাদী হইতে পারে। চন্দ্র হইতে Romantic poetry কল্পনা করা যায়, যেমন Grey's Elegy, Wordsworth-এর প্রায় সমস্ত রচনা। চন্দ্র হইতে গীত-বাদ্য অথবা সঙ্গীত-কলায় প্রগাঢ় অনুরাগ, আমোদ-প্রমোদ, মদ্যপান, সন্তরণ-ক্রীড়া, কল্পনা করা যায়। বিদ্যা দ্বারা অর্থলাভ, অথবা ভূগর্ভোৎপন্ন দ্রব্য হইতে ধনলাভ এবং কৃষিকর্ম্মে উন্নতি বা অবনতির কারক কতকটা চন্দ্র।

চন্দ্র মনের উপর এবং ষড়রিপুর উপর কার্য্য করিয়া থাকে, সুতরাং মনের গঠন, এবং মানসিক গতি, বিশেষভাবে চন্দ্রের উপর নির্ভর করে। কিম্ভূতকিমাকার ব্যক্তির মনের কারক চন্দ্র। উন্মত্ত বা চন্দ্রাহত (moon-struck) ব্যক্তির মানসিক অবস্থা, বাতুলতা, মানসিক বিষাদ বা অবসাদ, জড়মতিত্ব, নিদ্রিতাবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ান (somnambulism), অশ্লীল বা কুৎসিৎ বিষয় চিন্তা, আশার ছলনায় প্রগাঢ় ভাবপ্রবণতা বা ভাববিহ্বলতা, অথবা নৈরাশ্যে 'এ জগৎ দুঃখময়, বাঁচিয়া সুখ নাই' এইরূপ চিন্তা বা pessimism, চন্দ্র হইতেই অনুমেয়। দুঃস্থানগত অশুভ যোগকারক চন্দ্রের প্রভাবে জাতিকা মদনাতুরা গণিকার মত সর্ব্বনাশকারিণী হইতে পারে। আবার সুস্থানগত শুভযোগকারক চন্দ্রের প্রভাবে জাতিকা জগদ্ধাত্রীরূপা পালন-কর্ত্রী, অথবা সিদ্ধি-বিধাত্রী অন্নপূর্ণাসমা হইতে পারেন। শুভ চন্দ্রের প্রভাব থাকিলে জাতিকা সৎ গৃহিণী ও আদর্শ জননী হইতে পারেন। তিনি কখনও ঈশ্বরবিমুখ বা ক্ষুদ্রচেতা হইতে পারেন না। তাঁহার জননীত্ব প্রেম-ধর্ম্মের মধ্য দিয়া বিশ্ব-প্রেমিকতায় পরিণত হইতে পারে। 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে 'সুভদ্রা' একস্থানে বলিয়াছেন,

> "মাতৃস্নেহ-পূর্ণ বুকে, আজি দেখিতেছি সব,
> অভিমন্যু-উত্তরা আমার।"

ইহা বলবান চন্দ্রের পরিচায়ক। শুভ-চন্দ্রের প্রভাব থাকিলে Florence Nightingale এবং ধাত্রী পান্না, বাঙ্গলার রাণী ভবানী ও মহারাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতির মত প্রাতঃস্মরণীয়া মহীয়সী মহিলার চরিত অনুমান করা যায়।

> "দীন দয়াময়ী দেবী দয়া কর দীনে।
> দারিদ্র্য দুর্গতি দূর কর দিনে দিনে॥"
>
> (ভারতচন্দ্র)

চন্দ্র হয় রাত্রিতে বলবান্, সুতরাং চন্দ্রভাবাপন্ন ব্যক্তি যে কোন্ শ্রেণীর কার্য্য নিশাযোগে করিতে ভালবাসে। মানবের জন্মপত্রিকায় চন্দ্র মেষ রাশিতে থাকিলে জাতকের উচ্চস্থান হইতে পতন বা জলমজ্জন ভয় অনুমেয়। মিথুন রাশিতে চন্দ্র থাকিলে জাতকের দুইটী বিবাহ হওয়া সম্ভব। বৃশ্চিকে চন্দ্র থাকিলে জাতক সুরাপায়ী হয়। চন্দ্র-রবি একই রাশিতে থাকিলে জাতক বৈতালিক অথবা সঙ্গীতজ্ঞ এবং যন্ত্রজ্ঞ হইয়া থাকে। স্বক্ষেত্রে চন্দ্র রবির পূর্ণদৃষ্টি পাইলে জাতক রাজনৈতিক আন্দোলনকারী হয়। চন্দ্র রবির সহিত ক্ষেত্রবিনিময় করিলে জাতকের যক্ষ্মা রোগ হইতে পারে। চন্দ্র মঙ্গল দ্বারা দৃষ্ট হইলে জাতকের গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া সম্ভব। চন্দ্র বুধ এক-রাশিস্থ হইয়া পাপগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হইলে জাতকের কঠিন শত্রুভয় হইয়া থাকে। চন্দ্রের দ্বাদশে বুধ থাকিলে জাতক মদ্যপায়ী হয়। চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শুক্র এক রাশিতে যুক্ত হইলে ধনাগম কল্পনীয়। চন্দ্র শনিযুক্ত বা শনি-দৃষ্ট হইলে জাতক অহরহঃ চিন্তাভিভূত হইয়া মনে শান্তি পায় না, বিশেষ করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ 'অন্ধকার' দেখে। চন্দ্রের সহিত চারিটী গ্রহ একত্র থাকিলে 'চতুর্গ্রহ যোগ' বা 'দোলাযোগ' হয়, ইহা ধনলাভের যোগ। চন্দ্র শনি একসঙ্গে ৬।৮।১২ শে থাকিলে দারিদ্র্যসূচক হইয়া থাকে। চন্দ্রের পঞ্চমে পাপগ্রহ পুত্রহানি যোগ। চন্দ্র হইতে সপ্তমে পাপগ্রহ অবস্থিত হইলে ভর্ত্তার পূর্ব্বে ভার্য্যার মৃত্যু কল্পনীয়। কিন্তু চন্দ্রের সপ্তমে শনি থাকিলে জাতিকা পতিহন্ত্রী হইতে পারে। চন্দ্র হইতে সপ্তমে বা অষ্টমে শুভগ্রহ থাকিলে জাতক ধনবান্ হয়; কিন্তু শুভগ্রহ পাপগ্রহ দ্বারা পীড়িত হইলে ঋণদায়ী হয়। চন্দ্র হইতে দশম স্থানে রবি অথবা বৃহস্পতি অথবা শুক্র থাকিলে জাতক ধনবান্ হইয়া থাকে, এবং মঙ্গল থাকিলে সাহসী, ও শনি থাকিলে উদ্বিগ্নচিত্ত হয়। কিন্তু চন্দ্রের দশমে রবি শনি একত্র থাকিলে, কিংবা শুধু দুর্ব্বল শনি অবস্থান করিলে, জাতকের অর্থকষ্ট ও দারিদ্র্য হয়। চন্দ্রের দশমে রাহু ও লগ্নের দশমে শনি জাতকের অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ

সূচিত করে। চন্দ্র দুর্ব্বল হইয়া রাহুর দ্বারা দৃষ্ট হইলে জাতকের উচ্চাশা নষ্ট হয়। জাতকের মনে হয়—

"কেবল আমার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হ'লো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে প'ড়ে ভ্রমর ভুলে র'লো॥"

রামপ্রসাদ।

মঙ্গল—নামকরণ হইতেই মঙ্গলের কারকতা বুঝা যায়। যাহা কিছু মানবের বা দশের অমঙ্গলকর ও অশুভপ্রদ মঙ্গল তাহার পরম শত্রু। Place the lancet where blood is the most congested—মঙ্গলের এই ভাব। জগতে সাম্যভাব (equilibrium) রক্ষা করা মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য। যুগে যুগে সাম্যের নবীন সাম্রাজ্য স্থাপন করা এবং সেই সাম্রাজ্য গঠন করা মঙ্গলের কাজ। ধর্ম্মরাজ্যে শুভ মঙ্গল বা সু-মঙ্গল মানবকে আনুষ্ঠানিক করে, ফলে জাতক ব্রহ্মচর্য্য-পালনশীল ও প্রাণায়ামসিদ্ধ হইয়া থাকে। সু-মঙ্গলের প্রভাবে জাতক ধর্ম্মপ্রচারক, এমন কি উৎকট ধর্ম্মোন্মাদী হইতে পারে, বিশেষ বৃহস্পতির সহিত যুক্ত হইলে মঙ্গলের প্রভাবে জাতকের ধর্ম্মরাজ্যে যুগাবতার হওয়াও সম্ভব, এমন কি ধর্ম্মের জন্য জীবনাহুতিও প্রদান করিতে পারে। কিন্তু কু-মঙ্গলের প্রভাবে জাতক ধর্ম্মবিদ্বেষী অথবা নাস্তিক বা agnostic হইতে পারে, অথবা পরধর্ম্মবিদ্বেষী হইয়া দেবালয় এবং আরাধনার পবিত্র স্থান ও বিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে পারে।

রাজনীতিক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে মঙ্গল চাহে, Liberty, Fraternity, Equality ; এবং যেখানে সাম্রাজ্যবাদিতা বনাম গণতন্ত্রবাদিতা, অথবা ধনজীবীর সহিত শ্রমজীবীর দ্বন্দ্ব সেখানে মঙ্গল দুর্ব্বলের সহায়। দুর্ব্বলের সহায়তার জন্য মঙ্গল যুদ্ধ বিগ্রহের সৃষ্টি করে, এবং ঐ যুদ্ধেই তাহার শক্তির বহিঃস্ফুরণ। সেখানে সে অতি ভীষণ মহাশক্তি-সম্পন্ন আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা, অথবা তীব্র বিষবাষ্প প্রয়োগ করিয়া দম্ভীর দম্ভ চূর্ণ করিয়া থাকে। মঙ্গল রাজনীতিক পদ্ধতি বা কূট শাসননীতি জানে না, সেইজন্য মঙ্গল-

ভাবাপন্ন ব্যক্তি সৈন্য-নায়ক বা সেনাপতি অথবা রণতরি-সমূহের অধ্যক্ষ হইতে পারে। মঙ্গল অর্থশাস্ত্র-বিশারদ। জগতের অর্থনীতি stabilise করা ইহার কাজ। জগতে যখনই সবলের অর্থনৈতিকপ্রণালী বা Fiscal policy স্বজাতিগত স্বার্থ কেন্দ্র করিয়া অপরকে তাহার চাতুরী-জালে জড়িত করিতে চেষ্টা করে, তখনই মঙ্গল রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া জগতে ঘোর অনর্থ ঘটায়। মঙ্গল বুঝে অর্থই অনর্থের মূল।

সাহিত্য জগতে মঙ্গল বড় বেশী কিছু দান করিতে পারে না, বা দান করিবার অবসর পায় না। যদি এ-কথা সত্য হয় যে গ্রহগণের রসবোধ আছে, তাহা হইলে এই মাত্র বলা যায় যে মঙ্গল বীররস ও রৌদ্ররস ভিন্ন আর কিছু পছন্দ করে না, বা আর কিছু থাকা যে আবশ্যক তাহাও স্বীকার করে না। মঙ্গল হইতে কবিতা-চিন্তা না হইয়া বরং নীরস গদ্য-চিন্তা সম্ভব হইয়া থাকে। যাহা বাস্তব, স্থূল ও প্রত্যক্ষ, ব্যাবহারিক জগতে যাহার কিছু মূল্য আছে, যাহা হইতে একটা নূতনের গঠন হইতে পারে—এই সকল বস্তুর মঙ্গল প্রয়াসী। ক্ষুদ্র একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল—যেমন পুষ্করিণীর পদ্মপুষ্প। পদ্ম দেখিতে সুন্দর, জগতের কত নয়ন ও আননের উপমানভূত, আর বিষ্ণুর নাভি হইতে উৎপন্ন এই যে পদ্ম তাহাতেই জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার উদ্ভব হইয়াছিল—ইত্যাদি কবিজনোচিত কাল্পনিক বিষয় মঙ্গল ভাবিতে চাহে না। ঐ পদ্মপুষ্প সম্পর্কে মঙ্গল ভাবিতে পারে, জলগর্ভে নিহিত নাললগ্ন কণ্টক, এবং মৃণালে বিজড়িত বিষধর, অথবা পদ্মমধুর উপকারিতা, কোথায় কিরূপ ভাবে উহার চাষ করিলে মানবের উপকার হইতে পারে। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে যাহা পরিহার্য্য তাহা পরিত্যাগ করা, এবং যাহা অপরিহার্য্য তাহার পরিপুষ্টি সাধন করা মঙ্গলের কাজ। মঙ্গল জানে, জীবনের সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্য সেইখানে যেখানে মানবের কর্ম্মক্ষেত্র। সেই জন্য মঙ্গল বুঝে কার্য্য, শুধুই কার্য্য। তাহার মতে প্রকৃতি তিন গুণের দ্বারা আবদ্ধ থাকায় জীব কর্ম্ম করিতে বাধ্য। সুতরাং এই কর্ম্মময় জগতে কর্ম্মই আস্তিকতা, কর্ম্মই

ধর্ম্ম, কর্ম্মই জ্ঞান, কর্ম্মই সাধনা, আর কর্ম্ম-বিমুখতার নামই নাস্তিকতা, ঔদাসীন্যের অপর নাম জড়তা—অমার্জ্জনীয় অধার্ম্মিকতা, বৃদ্ধির ও উন্নতির পরিপন্থী। কর্ম্মক্ষেত্রে মঙ্গল Realism-এর পূর্ণ অবতার। আর সেইখানেই তাহার মহানুভাবতার বিকাশ।

সমাজ-ক্ষেত্রে মঙ্গল সমতা ও ভ্রাতৃভাবের পক্ষপাতী। মঙ্গল অত্যন্ত প্রতাপী,—বীর্য্যবান্, শক্তিশালী, অকৃতদার যুবক,—পূর্ণ ব্রহ্মচারী, সুতরাং ভীরুতা, কাপুরুষতা, স্ত্রৈণতা, মঙ্গলের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সৎ-সাহস (chivalry), সদ্ বন্ধুলাভ, বিশেষতঃ ভ্রাতা এবং ভূমিজ ও খনিজ পদার্থলাভ, মঙ্গল হইতেই অনুমেয়। মঙ্গলভাবাপন্ন ব্যক্তি সমাজ-নীতির পক্ষপাতী এবং কথিত বা লিখিত বাক্যের মর্য্যাদা বুঝে। যদি কেহ সমাজের রীতি-নীতির বিরুদ্ধে কোন গর্হিত কার্য্য করে, অথবা কথামত যথাসময়ে কার্য্য না করে, কিংবা প্রবঞ্চনা করিয়া বা মিথ্যা কথা বলিয়া সময়মত কার্য্য করিতে অবহেলা করে, তাহা হইলে মঙ্গলভাবাপন্ন ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া অশ্রাব্য, অবাচ্য বাক্য প্রয়োগ করিতে, এমন কি মারামারি ও মোকদ্দমা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। ফৌজদারী আদালতে যত প্রকার অভিযোগের উপস্থিতি হয়, এবং তাহার প্রমাণ ফলে অথবা মিথ্যা-রচনা ফলে যত প্রকার অর্থদণ্ড ও সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয় তাহার মূল কারণ সমাজ-নীতি বা Sociologyর ব্যতিক্রম ; এবং মঙ্গল তাহার দণ্ডদাতা।

মঙ্গলের আত্মাভিমান ও আভিজাত্য যেখানে অক্ষুণ্ণ থাকে, মঙ্গল সেখানে ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়। এই প্রসঙ্গে ক্ষুদ্র একটী ঐতিহাসিক উদাহরণ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে। খ্রীষ্টাব্দের প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীক সম্রাট সিকন্দর সাহ ভারত-বিজয় করিতে আসিয়া পুরু বা পোরস নামক রাজাকে বন্দী করেন। বন্দী পুরুরাজ সম্রাটের নিকট আনীত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি আমার নিকট কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?" আত্মাভিমানী পুরুরাজ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "আমি রাজা, সুতরাং রাজার নিকট রাজার যোগ্য ব্যবহারই আমার প্রাপ্য।" মুগ্ধ

সেকেন্দর সাহ তাঁহাকে মুক্তি দিয়া তাঁহার বিজিত রাজ্য পুনঃপ্রদান করিলেন। কি মহিমময় দৃশ্য ! হয় ত ইহার অন্তরালে কোন প্রকার রাজনৈতিক কৌশল নিহিত ছিল, কিন্তু জ্যোতিষ হিসাবে তাহা এখানে বিচার্য্য নহে। এখানে বিচার্য্য শুভ মঙ্গলের duality of character, দ্বিভাব চরিত্র। পুরু-রাজের শত্রু সৃষ্টি করিয়া শত্রু নাশ করা এবং সেকেন্দর সাহের উপর বিজয়ী হওয়া মঙ্গলের intellectual conquest, আর সেকেন্দর সাহের ক্ষমতার কাছে মাথা নীচু করা আর সেই নত মস্তক উদার-হস্তে উত্তোলন করা মঙ্গলের moral victory। উভয়েরই মঙ্গল অশুভ হইয়াও শুভ, সুতরাং উভয়েরই বিজয়-গৌরব মঙ্গলের প্রভাব-সম্ভূত।

মঙ্গল চায়, 'যাক্ প্রাণ, থাক্ মান।' সুতরাং যেখানে প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদার হানি হয়, মঙ্গল সেখানে রক্তবর্ণ, ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি কু-মঙ্গল, চলিত বাংলা ভাষায় যাহাকে বলে, 'বাপের কুপুত্র।' শত্রু সৃষ্টি করিতেও মঙ্গল, শত্রু ধ্বংস করিতেও মঙ্গল। চরিত্রের এই দ্বিভাব এত সুস্পষ্টভাবে অপর গ্রহে অভিব্যক্ত হয় কি না সন্দেহ। মানবদেহে রক্ত দূষিত হইয়া, অর্থাৎ কোন প্রকার বাহ্য বস্তু প্রবেশ করিয়া, ক্ষত, বিস্ফোটক ইত্যাদি নানা নামের ব্যাধির সৃষ্টি হয় ; ঐ পীড়ার স্রষ্টা এবং ধ্বংসকর্ত্তা একাই মঙ্গল। সুতরাং মঙ্গল হইতে রক্তঘটিত পীড়া, অস্ত্রচিকিৎসা, অস্ত্রাঘাত, রসায়ন-শাস্ত্র অনুমেয়। যে কোন প্রকার সাহস, পরাক্রম, মঙ্গল হইতে কল্পনীয়। হিতাহিত-জ্ঞান শূন্য গোঁয়ার, 'মরিয়া'-গুণ্ডা দুঃস্থানগত বলবান মঙ্গলের প্রভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। শুভ মঙ্গল হইতে পুরাকালের আদর্শ-বীর লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, স্পার্টার বীর, বা মধ্যযুগের Knight, কিংবা ষোড়শ শতাব্দীর রাজপুত বা অষ্টাদশ শতাব্দীর মারাঠা-বীর, কিংবা এ কালের স্যাণ্ডো, রামমূর্ত্তি, শ্যামাকান্ত ব্যানার্জ্জী, ভীম-ভবানী, গোবর, গামা প্রভৃতির মত মহাবলশালী ব্যক্তি অনুমান করা যায়। বিবাহিত-জীবন বা বহু বিবাহ মঙ্গলভাবাপন্ন ব্যক্তি চাহে না, সুতরাং মঙ্গল স্বামী বা স্ত্রীর হানিকর। ইহা অবশ্য স্থানবিশেষে অনুমেয়। যেমন লগ্ন হইতে সপ্তমে (in opposition)

যাহার মঙ্গল স্থিত তাহার স্ত্রী-বিয়োগ হয় বা স্ত্রী রুগ্না হইয়া থাকে। এইরূপ জাতক অধিক ক্ষেত্রেই পত্নী হইতে লাঞ্ছিত বা অনাদৃত হইয়া থাকে।

মঙ্গলের ক্ষমতার বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াইলে বা বাধা দিলে সে শতগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠে, সুতরাং মঙ্গল হইতে আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মমর্য্যাদা, প্রতিদ্বন্দ্বীর আহ্বান স্বীকার করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি, (Power to accept the challenge), অহঙ্কার, গর্ব্ব, ক্রোধ, বাগ্‌বিতণ্ডা, তর্ক, যুদ্ধ, হত্যা, রাজশত্রুতা, বিপ্লববাদিতা, কারাবাস, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি কল্পনা করা যায়। Draco, Nero, Herod, সেক্ষপীয়রের Lady Macbeth প্রভৃতি ধরণের লোক এক শ্রেণীর মঙ্গলভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে। Hercules মঙ্গলভাবাপন্ন কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের। আজকালের মধ্যে ক্রিকেট্ খেলোয়াড় পরলোকগত 'রঞ্জী' এবং ফুটবল খেলোয়াড় ৺শিবদাস ভাদুড়ী মঙ্গলের ক্রীড়াশীলতার পরিচায়ক। ব্যায়াম, ক্রীড়া-যুদ্ধ, Gymnastics, নানাপ্রকার পরিশ্রম-জনিত খেলাধূলা ও ক্রীড়াকৌশল, এবং লাঠি-ভাঁজা, অসি-চালনা, যে কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে অভিজ্ঞতা মঙ্গল হইতেই কল্পনীয়। অশুভ মঙ্গলের প্রভাবে জাতক মিথ্যাবাদী, গাঁটকাটা, চোর, ডাকাত, দস্যু, মোকদ্দমায় মিথ্যা-সাক্ষী, আসামী, রাজসাক্ষী, (approver) এবং ঘোর স্বার্থপর হইতে পারে। অশুভ মঙ্গল ধনলোলুপতাবশতঃ ধনীর অজ্ঞাতসারে তাহাকে মন্দ ক্রিয়াশীল অথবা ক্ষিপ্র ক্রিয়াশীল বিষ প্রয়োগ করিয়া তাহাকে অবসন্ন করিয়া সব লুণ্ঠন করিতে পারে। সুতরাং বস্তুতান্ত্রিকতা ও জড়বাদিতা, দ্বেষ, হিংসা এবং পরশ্রীকাতরতা অশুভ মঙ্গল হইতে কল্পনা করা যায়। সু-মঙ্গলের প্রভাবে মানব সুশৃঙ্খলতা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার পক্ষপাতী হয়। সে ক্ষমতার অপব্যবহার বা শক্তির ব্যভিচার সহ্য করে না। পরন্তু অশুভ বা দুঃস্থানগত মঙ্গল জাতককে ঐরূপ কার্য্যে ব্রতী করিতে সহায়তা করে। মঙ্গল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ—একদিকে যেমন সমাজের Watch Dog অপর দিকে তেমনি ভীষণ ক্রূর Blood

hound ; নিম্নলিখিত সত্য ঘটনার বিবরণ * হইতে বিষয়টী সম্যকরূপে উপলব্ধি হইবে :—

SHOT HIS SON

GERMAN POLICE INSPECTOR'S ORDEAL

Berlin, Dec. 24.

A police inspector had a painful duty of arresting his own son on a charge of implication in a burglary at Cassel. He handcuffed the boy but the latter managed to struggle free and attacked his father.

The inspector was obliged to treat the assailant as a desperate criminal and drew his revolver and fired. It is expected that the son will succumb to his wound.

—*Reuter*.

মঙ্গল কখন কখনও হঠকারিতায় উন্মত্ত হইয়া থাকে, সুতরাং উদ্দেশ্যহীন কলহ, যেমন গায় পড়িয়া ঝগড়া করা এবং যে কোন প্রকার কলহঘটিত উত্তেজনা মঙ্গল হইতেই কল্পনীয়। দুষ্টের হস্তে শিষ্টের পীড়ন, এমন কি অকস্মাৎ দুর্ঘটনা, নীচ মঙ্গলেরই চক্রান্ত। কোন কোন উদ্ধত প্রকৃতির মানব মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সদাই 'যুদ্ধং দেহি' ভাবে "খড়্গো খড়্গো ভীম-পরিচয়" দিবার জন্য প্রস্তুত থাকে; দুষ্ট মঙ্গলের প্রাধান্য তাহার মধ্যে না থাকিলে হয়ত সে শান্তশিষ্ট হইতে পারিত। নিজের প্রাধান্য বা কল্পিত আভিজাত্য বজায় রাখা এবং তাহা ক্ষুণ্ণ হইলে, বা হইবার উপক্রম হইতেছে অনুমান করিলে, প্রতিশোধ-স্পৃহা পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্ত করা মঙ্গলের কার্য্য। তখন Cato-র মত Delenda Est Carthago (কার্থেজ নগরী ধ্বংস করিতেই হইবে), ইহাই হয় তাহার একমাত্র ইষ্টমন্ত্র। প্রতিবাদ বা বিরোধ মঙ্গল একেবারেই সহ্য করিতে পারে না। 'আমার কাছে তুমি দোষী, অতএব তোমার বিচারকর্ত্তা আমি। আমার দণ্ডাদেশ তোমার বিরুদ্ধে শেষ কথা, ইহার মধ্যে অন্য

*The Statesman, dated the 27th December, 1928 (Dak).

কোনও বিবেচনা বা মীমাংসা নাই, আর যদি প্রয়োজন হয় ত সে পরে'—First the execution, then the investigation and lastly the accusation—এই শ্রেণীর প্রকৃতি, অর্থাৎ অত্যাচার ও যথেচ্ছাচারিতা—যাহার 'মা. বাপ নাই'—সুনীচ মঙ্গলের পরিচায়ক। জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে মঙ্গলের কার্য্যকারিতার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অথচ এই মঙ্গল মঙ্গল-বিধায়ক। কয়েক শতাব্দী হইতে জগতের কার্য্যকলাপ যেরূপ বিশৃঙ্খলতার দিকে ধাবমান হইতেছে তাহাতে মনে হয় বলবান্ বক্রী মঙ্গলের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়া, বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া পরিণামে শুভকর হইবে।

নিম্নের কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত নীতিগর্ভ বলিয়া মনে হয়। ইহা হইতে মঙ্গলের দ্বিভাব চরিত্র ও কার্য্য-প্রণালী বিশদরূপে বোধগম্য হইবে :—

1. "Tamerlane was one of the most cruel and ferocious tyrants that the world has ever seen. He put to death a lakh of Hindu prisoners whom he had captured on his way to Delhi. Delhi itself was sacked and plundered for three days. 'When the carnage began, people killed their wives and children with their own hands to save them from disgrace, and then rushed out to meet their doom at the hands of Timur's soldiers. But soon this opposition died down and people were slaughtered like animals. The streets of Delhi were dyed with the blood of her innocent citizens.' These dreadful scenes were repeated in the city of Meerut." (*History of India*, by Dr. Ramesh Chandra Majumdar, M.A., Ph.D., P.R.S.).

এস্থলে ক্রোধ ও মোহের বশবর্ত্তী শক্তিমদকে শক্তিহীন জনতার বাধা দিবার প্রচেষ্টা, পশুবলের সহিত অ-পশুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সাহসিকতা, কিরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ হয় নীচ মঙ্গল মূর্ত্ত হইয়া জগতকে তাহা দেখাইতেছে।

(২) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চিঙ্গিজ খাঁ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ধন রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে যে সকল দেশের মধ্য দিয়া বীর পুরুষকে যাইতে হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে "Balkh, Bokhara, Samarkand, Herat, Ghazni and many other cities of renown fell under his merciless hand and were reduced to ruins. The vanquished inhabitants, men, women and children, were slain literally in millions." (Vincent Smiths' *India in the Muhammadan Period*).

এখানে বিজয়ী নীচ মঙ্গল অনিবার্য্য মৃত্যুরই রূপ ধরিয়া দণ্ডায়মান। এক দিকে অপহরণ করিবার পরও আরও অপহরণ করিবার তীব্র বাসনা, অপরদিকে অপহৃত দ্রব্য আক্রমণকারীর কবল হইতে রক্ষা, অর্থাৎ 'চোরের উপর বাটপাড়ি' হইতে না দিবার কঠোর সাবধানতা—এই দ্বিবিধ স্বার্থ-সম্ভূত লোভ ও ক্রোধ শক্তিমানকে উন্মত্ত করিয়াছে।

3. "It makes one's flesh creep to go through the dark chambers of the old state prison of Holland with the old instruments of torture carefully arranged therein. Finger-screws, thumb-screws, and arm-screws—benches on which unfortunate prisoners were laid while their legs and arms were broken by an iron bar stroke by stroke, spiked girdles which held them fast while they were put under the lash, chains, and swords, and axes and the knife of the guillotine of more recent times are all arranged in one dark chamber. Another chamber in which prisoners were starved to death is shown to visitors and by an exquisite refinement of cruelty the window of this chamber is made face to face with the kitchen of the prison, so that the prisoners might see and smell the food through the iron grating of their chamber while they were being starved to death. Upstairs I saw the chamber in which the well-known torture of the water-drops was inflicted on prisoners. The prisoner was fast-

ened to a seat and water drop by drop fell on his head. The sensation was not unpleasant at first but soon the drops caused an exquisite torture under which the prisoner groaned and yelled until he died after three or four days. A hole in the stone below, caused by the dripping of the water is shown to visitors," (*Three years in Europe* by R. C. Dutt).

চণ্ড-নীতিবাদিগণের উদ্ভাবনী-শক্তির কি চমৎকার পরিচয়! মানুষ মানুষকে তিলে তিলে পীড়ন করিয়া কিরূপ ভাবে তাহাকে বধ করিতে পারে, আত্মশক্তি বাধা প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইলে মানুষ কতদূর নৃশংস হইয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির ভীষণ মূর্ত্তিতে বাধাপ্রদানকারীর প্রতিহিংসা সাধন করিতে পারে, শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টার কি জ্বালাময় প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, Spanish Inquisition যুগের উক্ত ইতিবৃত্ত তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। হয় ত উহার নাম—লঘু পাপে গুরু দণ্ড। কিন্তু সে বিধানের বিচারকর্ত্তা স্বয়ং মঙ্গল। মদ, মোহ, ক্রোধ ও মাৎসর্য্য রূপে তাই সে অরাতির সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই লোমহর্ষণকর মূর্ত্তি দেখিলে শুধু গাত্রশিহরণ কেন, শোণিত শীতল হইয়া যায় বলিলেও সম্পূর্ণ বলা হয় না।

দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করায় জ্যোতিষ-শিক্ষার্থীর বিশেষ লাভ নাই। ফল কথা এই যে, মঙ্গল অশুভ হইলে যেমন ভীষণ অনিষ্টকারী হয়, মঙ্গল শুভ হইলে তেমনি সৌম্য, ইষ্টকারী হয়। রক্তপাতাদির মধ্য দিয়া, অথবা আবশ্যক হইলে, সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া, এমন কি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ও ধ্বংস-লীলা সৃষ্টি করিয়া জগতের অনাচার, অশুদ্ধতা, মলিনতা প্রভৃতি সকল পাপ ধৌত করা বোধ হয় মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। আরও মনে হয়, যখনই জগৎ তন্দ্রালু হইয়া পড়ে তখনই তাহাকে সচেতন করিবার জন্য সজোরে একটা নাড়া দেওয়া বা ধাক্কা দেওয়া মঙ্গলের প্রধান ধর্ম্ম। দশম শতাব্দীতে জগতের বহু পরিবর্ত্তন

হইয়াছিল। সহস্র বৎসর পরে এই বিংশ-শতাব্দীতে, পুরাতনের মুমূর্ষু অবস্থার সহিত নবীনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সামঞ্জস্য অর্থাৎ readjustment করার যে প্রয়োজন তাহারই ফলে হয় ত মঙ্গল সৃষ্টি করিলেন ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ। ঐ যুদ্ধের ভীষণতা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করা যায় লোকক্ষয় সংখ্যা হইতে। নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

বগত মহাযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গিয়া ছল ১০৬৭৭০০০ জন লোক। আহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল ১৭০৫৩০০০ জন। যাহাদের কোনও সন্ধান মিলে নাই তাহাদের সংখ্যা ৫০ লক্ষ। ইহাদিগকেও মৃত বলিয়া ধরিয়া লইলে মৃতের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ১ কোটি ১০ লক্ষ। এই সমস্ত মৃত ব্যক্তি যদি ফিরিয়া আসিয়া ২০ জন করিয়া পাশাপাশিভাবে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় এবং সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ দেবতাকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে পূর্ণ চারিমাস সময় লাগিবে। এই সমস্ত মৃত ব্যক্তিদিগের যে শবাধারে করিয়া সমাধি দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি একটির পর একটী করিয়া বসাইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে ফ্রান্সের রাজধানী হইতে সাইবেরিয়ার ব্লাডি-ভোষ্টক পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে।*

এই সঙ্গে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য অসংখ্য অর্থব্যয় আর অসংখ্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ধ্বংস। এই সবের কি কোন প্রয়োজন ছিল না? রুদ্রশক্তির করাল মূর্ত্তি দেখা দিল তবে কেন? হে লোহিতাঙ্গ চিরকুমার, হে যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ মহারথ! একদিন তোমায় দেখিয়াছিলাম কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মযুদ্ধে। আর একবার তোমায় দেখিয়াছি প্রতীচ্যের সমর-প্রাঙ্গণে। বারবার তোমার ঐ লোহিত-বর্ণ বিশ্ববিজয়ী যুবক-বেশ জগৎ যে আর চাহে না। এবার তুমি বিশ্বব্যাপী শান্তির দূতরূপে তারস্বরে জগৎকে জানাও, 'ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ'। হে শৌর্য্যবীর্য্যবান্ জিতেন্দ্রিয় যুবক! হে নব-যুগের নবীন তাপস! জানাও

* 'বঙ্গবাসী', ৮ই পৌষ ১৩৪০ সাল, ইং ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩ সাল, (চতুর্থ পৃষ্ঠা)।

তুমি জগৎকে তোমার আদর্শ **বিশ্বমৈত্রী**—মানবের মানস-মন্দিরে ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা করাই তোমার ব্রতোদ্‌যাপনের মহাকার্য্য ! অবিদ্যা-রূপ ব্যাধির ঔষধ আন্তর্জ্জাতিক ভ্রাতৃত্ব, আর তাহার পরমৌষধ ভগবৎ-প্রেম, ও বিশ্ব-প্রীতি-সম্ভূত জ্ঞান ও শক্তির সাধনা।

মঙ্গল হইতে কয়েকটি জ্যোতিষিক ফলনির্ণয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মঙ্গল হইতে জাতক শারীর-বিদ্যা বা Anatomy, নিদান বা ব্যাধি-বিজ্ঞান বা Pathology, জীবাণুবিজ্ঞান বা Bacteriology, অস্ত্র-চিকিৎসা বা Surgery-তে পারদর্শী হইতে পারেন। দেহের আভ্যন্তরীণ-গ্রন্থি, বিশেষভাবে গলগ্রন্থির উপর মঙ্গলের ক্রিয়া খুব বেশী। সুতরাং লগ্নের দ্বিতীয়ে মঙ্গল থাকিলে জাতকের সামান্য কারণে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইতে পারে।

বুধ—নাম শুনিলেই যেন মনে হয় বুদ্ধির আকর। সুতরাং বুদ্ধি, বিবেচনা-শক্তি, বিদ্যা, বিদ্যা-বুদ্ধি-জনিত নানাপ্রকার সুখ ও বাক্‌শক্তি বুধ হইতে কল্পনীয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা যে কোন বিষয়ের জটিল সমস্যায় বুধ পরামর্শদাতা। বুধ * হইতে বন্ধু, লেখক, গ্রন্থকার, কবিত্বশক্তি, গণিত ও অর্থ-বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও ভৈষজ্য-বিদ্যা, বাক্যস্ফূর্ত্তি, চপলতা, প্রগল্‌ভতা, অন্তর্ভাষণ-বিদ্যা (Ventriloquism), আইন-বিদ্যা, লোক-ব্যবহার বিদ্যা, বাজীকরের মত চাতুর্য্য বা হস্তকৌশল এবং আরও অনেক প্রকার অর্থকরী বিদ্যা অনুমান করা যায়। বুধ চঞ্চল বালক, সুতরাং বুধ হইতে কার্য্য-তৎপরতা বা কার্য্যস্ফূর্ত্তি (activity) কল্পনীয়। বুধের মধ্যে ব্যক্তিত্ব বা individuality কম, সুতরাং যে গ্রহের সহিত বুধ যুক্ত হয় বা সম্বন্ধ করে সে তাহারই স্বভাব, প্রকৃতি, কার্য্যকারিতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইজন্য কেবলমাত্র

---

* বুধ বলবান না হইয়া চররাশিতে থাকিলে জাতক স্বভাবতঃ চঞ্চল প্রকৃতির হইয়া থাকে, তাহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি হয় না, সুতরাং তাহার একাগ্রতা ও ধারণাশক্তি না থাকায় সে পারমার্থিক বিষয় অনুভব করিতে পারে না।

বুধ হইতে যশোলাভ বা যশোহানি, জয়-পরাজয়, ব্যুৎপত্তি অনুমান করা যায় না ; বুধ বিকাশ পায় গ্রহ-সংযোগ হেতু। বুধ চন্দ্রের সহিত যুক্ত বা চন্দ্রের দ্বারা দৃষ্ট হইয়া সুস্থানগত হইলে মানবকে তর্কবুদ্ধি (discursive faculty) দান করিয়া তাহাকে বড় করে। বুধ মঙ্গল সহ একত্র থাকিলে জাতক অস্ত্র-চিকিৎসক হয়। মঙ্গল, বুধ, শনি একত্র থাকিলে জাতক উন্মাদগ্রস্ত হয়। বুধ-বৃহস্পতি একত্র থাকিলে জাতক সুলেখক ও তন্ত্র-শাস্ত্রজ্ঞ হয়। রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও শনি জাতকের জন্মকুণ্ডলীতে একই ক্ষেত্রে থাকিলে জাতকের কারাভয় সূচিত করে। বুধের একটা বিশেষত্ব এই যে কোন কার্য্য বা কথা হইবার পূর্ব্বেই জাতকের মনে তাহার পূর্ব্বাভাস অর্থাৎ presentiment জাগাইয়া তোলে। কুণ্ডলীতে সুস্থানগত বুধ যোগকারক হইলে বুধ হইতে Portia-র মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কল্পনীয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বুধ বালক ; স্থান বিশেষে বুধ সরলতার সহজ প্রতিচ্ছবি, ঠিক যেন, সেক্ষপীয়রের Miranda বা বঙ্কিমবাবুর 'কপাল কুণ্ডলা'। কালিদাসের শকুন্তলাও বুধ হইতে অনুমেয়।

বৃহস্পতি—দেবগুরু বৃহস্পতি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা, ধন এবং পুত্রের কারক। ইহার রোম্যান্ নাম 'জুপিটর'। প্রাচীন গ্রীকগণ ইহাকে জিয়স্ (Zeus) নাম দিয়া পূজা করিত। উহাদের মতে বৃহস্পতি—'The political god', 'the protector of morals and hospitality'। রাজনীতিক্ষেত্রে বৃহস্পতি সাম্রাজ্যবাদ ও স্বায়ত্তশাসন-তন্ত্রের পক্ষপাতী। বৃহস্পতিভাবাপন্ন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি সুনিয়ন্ত্রিত রাজ্য-তন্ত্রবাদী হইয়া থাকেন, এবং তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর একটা আদর্শ থাকে, দশের উপকার, দেশের উপকার, বিশ্বের উপকার। শাসনকার্য্যে বৃহস্পতির প্রভাব না থাকিলে শাসনপ্রণালী বা মন্ত্রণা-কৌশল কখনও প্রজারঞ্জনকর ও প্রজাহিতকারী হইতে পারে না, ফলে অত্যাচার, পারস্পারিক অবিশ্বাস, শাসনকার্য্যে অসহযোগ, বিশৃঙ্খলতা, এমন কি

বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বৃহস্পতি হইতে দূরদর্শী রাজপুরুষ এবং উদারপ্রকৃতি রাজনীতি-বিশারদ মহাপুরুষ কল্পনীয়। যে কোন বিষয়ের প্রেরণা, ভাবুকতা, মৌলিক গবেষণা বা উদ্ভাবনী শক্তি বৃহস্পতির অনুগ্রহে ঘটিত হওয়া সম্ভব। বৃহস্পতি বিনয়ী, নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ এবং স্বাধীনচেতা, সুতরাং বৃহস্পতির কৃপায় মানব ধীর-স্বভাব, রাজপূজ্য, পণ্ডিত, পুরোহিত, আচার্য্য বা অধ্যাপক, শিক্ষাগুরু বা দীক্ষাগুরু, বৈজ্ঞানিক, কথক ও কবি হইতে পারেন। বৃহস্পতি-ভাবাপন্ন কবি Sonnet বা Lyric লেখক না হইয়া মহাকাব্য বা খণ্ড-কাব্য লেখক হওয়া সম্ভব। পরন্তু বর্ত্তমান কাল Classicism বা কাব্যের-যুগ নহে বলিয়া জাতক উচ্চশ্রেণীর বাস্তব-বাদী নাট্যকার অথবা ব্যাবহারিক জগতের উপযোগী উপন্যাস লেখক হইতে পারেন; এবং সেই লেখায় হয়ত এমন ভাব থাকিতে পারে যাহা হইতে মানব জীবনের লক্ষ্যের সন্ধান পায়, খ্যাপা পরশপাথর খুঁজিয়া লয়। লগ্নে বৃহস্পতি, সপ্তমে চন্দ্র এবং চন্দ্রের অষ্টমে রবি থাকিলে **কুসুমযোগ** হয়। উক্ত যোগফলে জাতক জমীদার ও জনপ্রিয়, ধনবান্, জ্ঞানবান্ ও সুকর্ম্মশীল হইয়া থাকে। বৃহস্পতি তীর্থপর্যাটক, সুতরাং বৃহস্পতি হইতে দূর তীর্থভ্রমণ অনুমেয়। জাতকের কুণ্ডলীতে মকর ব্যতীত যে কোন রাশিতে বৃহস্পতি অষ্টমস্থ হইলে জাতকের তীর্থস্থানে দেহত্যাগ হওয়া সম্ভব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বৃহস্পতি পুত্রের কারক; সুতরাং বৃহস্পতি হইতে, এবং বৃহস্পতির পঞ্চম হইতেও, (যেমন লগ্নের পঞ্চম হইতে) পুত্রভাব বিচার্য্য। বৃহস্পতি হইতে জাতকের পিতামহ-সংক্রান্ত বিষয় গণনা করা যায়। বৃহস্পতি শ্লেষ্মার কারক সুতরাং উহা হইতে যক্ষ্মা ও ফুস্ফুস্ সংক্রান্ত যাবতীয় পীড়া অনুমেয়। বৃহস্পতি আয়ুর কারক, সুতরাং জাতকের কক্ষার হ্রাস-বৃদ্ধি বৃহস্পতির বলাবল ও স্থিতিফলের উপর নির্ভর করে। বৃঃ দুর্ব্বল হইলে জাতক ক্রমেই তমোগুণী হইয়া পড়ে। তাহার প্রাণশক্তি তমোগুণ প্রাপ্ত হইলে জীবাত্মা স্থূল দেহ পরিত্যাগ

করে। বৃহস্পতি কেন্দ্রপতি হইয়া দ্বিতীয় বা সপ্তম স্থানে থাকিলে প্রবল মারক হয়, কিন্তু কেন্দ্রপতি না হইয়া কেন্দ্রে থাকিলে উহার মারকত্ব নষ্ট হয়। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সৃষ্টির স্থিতি ও রক্ষণশীলতা বিশেষভাবে নির্ভর করে সুরাচার্য্যের শক্তির উপর। রাষ্ট্র ও জাতির উপর বৃহস্পতির শুভপ্রভাবে জাতীয় উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদির আবিষ্কার হইয়া থাকে। বোধ হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, অর্থাৎ George III-এর রাজত্বকালে শুভ মঙ্গল ও বৃহস্পতির কৃপা-দৃষ্টি শ্বেতদ্বীপের উপর পতিত হইয়াছিল। বৃহস্পতি দুর্ব্বল হইলে জাতক কতকটা 'মেরুদণ্ডহীন' হইয়া পড়ে। বৃহস্পতি নীচস্থ হইলে জাতক কৃত-কর্ম্মের জন্য অধিক ব্যাপারেই অনুতপ্ত হয়, এবং ভীরু-স্বভাব হইয়া থাকে। একাকী নির্জ্জনে থাকা বা একাকী কোনস্থানে যাতায়াত করা জাতকের দ্বারা অসম্ভব। ভূতের ভয়, চোর ডাকাতের ভয়, জন্তু ভয়—এই সব প্রকার অলীক ভয়ের সঞ্চার হইয়া তাহার চিত্ত দুর্ব্বল করে। মানসিক দুর্ব্বলতার ফলে, জন-সমাজে বা কর্ত্তব্যস্থলে জাতক প্রকৃত কথা জোর করিয়া বলার প্রয়োজন বুঝিলেও বলিতে পারে না। নীচস্থ বৃহস্পতি জাতককে নীচ কর্ম্মে বা নীচ প্রবৃত্তির দিকে টানিয়া লইয়া যায়, এবং তাহাকে ব্যয়ী ও ঋণগ্রস্ত করে। বৃহস্পতি নীচস্থ বা পাপমধ্যগত হইয়া অষ্টমস্থ হইলে জাতক পানাসক্ত হওয়া সম্ভব। অষ্টমে বৃহস্পতি-শনি একত্রে থাকিলে দদ্রু রোগ হয়। বৃহস্পতির মহাদশায় শনির অন্তর্দ্দশা পড়িলে জাতকের দীনতা ও দুশ্চিন্তা হইয়া থাকে; এবং পুত্র হইতে জাতকের ধনক্ষয় অনুমেয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বণিক-পুত্র সুমঙ্গলের উপাখ্যানে আছে :—

"দুর্দ্দশায় দীপ্ত প্রায় তাতে গুরোর্দ্দশা।
যেন্নি দশা তাতে উপজিল শনির দশা॥
যে দশাতে স্বয়ং বিষ্ণু অস্থির হইয়া।
গণ্ডকী পদেতে ছিল শিলারূপী হইয়া॥

কীটরূপে ছায়াসুত প্রবেশি প্রস্তরে।
খণ্ড খণ্ড করি দণ্ড করিল বিষ্ণুরে ॥”

নিম্নে বৃহস্পতিযুক্ত গ্রহফলের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল :—

লগ্নস্বামী ও বৃহস্পতি একত্র থাকিলে জাতকের অজীর্ণ রোগ হয়। বৃহস্পতি ও রাহু একই রাশিতে থাকিলে ‘গুরু-চণ্ডাল’ যোগ হয়, ফলে জাতকের স্বজন-হানি ও অন্যান্য অশুভ ভাব কল্পনীয়। দুই সহোদর (বৃ-শু) যুক্ত হইয়া লগ্ন হইতে ৬৮।১২ শে থাকিলে জাতক ভাগ্যহীন হয়। বৃহস্পতি পঞ্চমস্থ হইয়া ধনু, মীন বা কর্কট রাশিতে থাকিলে জাতকের পুত্রের অশুভ করে। বৃহস্পতি অশুভ হইলে ব্রাহ্মণের অভিশাপ কল্পনা করা যায়; সুতরাং যাহার কোষ্ঠীতে বৃহস্পতি দুর্ব্বল সে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বৃহস্পতি রাজযোগ-কারক হইলে জাতককে অমর অর্থাৎ চিরস্মরণীয় করিতে পারে; জ্ঞান ও সাধনার মধ্য দিয়া জাতকের সদ্বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সমসাময়িক এতদ্দেশীয় এবং রোমাঁ রোলাঁ প্রভৃতি বিদেশীয় মনীষিগণের কথা এস্থলে বিবৃত করিতে হইলে ভাবি-কালের গ্রন্থকর্ত্তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়, তবে একথা অবাধে বলা যায় যে, Socrates, শঙ্করাচার্য্য, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, স্বামী বিবেকানন্দ, President Wilson, ইঁহাদের মধ্যে বৃহস্পতির প্রভাব প্রচুর পরিমাণে ছিল। বৃহস্পতির প্রভাবে, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে, ধর্ম্মসংস্কার ও বিশ্বহিত মহাব্রতে যে সকল মহামানব ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে আত্মোৎসর্গ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা স্বল্প হইলেও, ইতিহাসকার বা জীবনীলেখকগণ উহা নিতান্ত স্বল্প হইতে দেন নাই। বৃহস্পতিভাবাপন্ন অতিমানবগণের প্রত্যেকেরই জীবনে আদর্শ, Plato-র সেই অমর বাণী The truth, the good, the beautiful—সত্যং শিবং সুন্দরম্। বৃহস্পতি চাহে, সত্যের অনুসন্ধান, সত্যের

প্রচার, সত্যের প্রতিষ্ঠা। শনি ভাবাপন্ন ব্যক্তির জীবনের শেষভাগে বৈরাগ্যের উদয় হয়, ইংরাজীতে যাহাকে বলে Cynicism, কিন্তু বৃহস্পতি ভাবাপন্ন ব্যক্তি আজীবন মায়ার মধ্যে থাকিয়াও মায়াজালে জড়িত হন না, মায়ার সহিত ক্রীড়ায় ব্যাপৃত থাকেন মাত্র—প্রায় জীবন্মুক্ত।

ধর্ম্ম এবং সমাজ সংস্কারে দেবাচার্য্য বৃহস্পতি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, অর্থাৎ স্বদেশীয় সংস্কৃতি ও পূর্ব্বপুরুষানুগতির পক্ষপাতী, এবং এইখানেই শনির সহিত তাঁহার বিজাতীয় বিরোধ, কারণ শনি উন্মার্গ-পন্থী এবং বর্ণাশ্রম-বিদ্বেষী। কলিযুগে 'পুণ্যমেকপাদং পাপং ত্রিপাদং'—সুতরাং কেবল যে মানবের পুণ্য এক পাদ এবং পাপ তিন পাদ তাহা নহে, শুভ গ্রহের প্রভাবও এক পাদ এবং পাপ গ্রহের প্রভাব ত্রিপাদ। কাজেই আজ বৃহস্পতি দুর্ব্বল। যুগবৈশিষ্ট্য ও প্রগতির গতিরোধ করিতে দেবাচার্য্য অসমর্থ। জগৎ ক্রমেই প্রায় বর্ণাশ্রম-বর্জ্জিত হইবে; পিতৃপিতামহ-কৃত আচার, অনুষ্ঠান, ক্রিয়াপদ্ধতির উচ্চ স্তর হইতে অধোদিকে নামিয়া আসিবে, জ্ঞানের অল্পতা হেতু শঠতা ও প্রবঞ্চনা প্রবল হইবে, নীতিশিক্ষার অভাব হেতু যৌনাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইবে এবং "ম্লেচ্ছাকারা ভবিষ্যন্তি বর্ণাশ্চত্বার এব চ।" কিন্তু উত্তরকালে এমন সময় আসিবে যখন বৃহস্পতির পূর্ণ শুভপ্রভাববশতঃ মহাঋষি ও মহামানবগণ পুনরায় ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন। তখন এ যুগের মানবগণকে নৈতিক ও কায়িক তুলাদণ্ডে ওজন করিলে, মনে হইবে যেন Gulliver's Travels-এর 'Liliputs', অথবা মানবসৃষ্টির পকেট সংস্করণ—অতি ক্ষুদ্রকায়, অতি সংকীর্ণমনা মানুষের আকার মাত্র। কালের কুহেলিকা ভেদ করিয়া সেই সুদূর ভবিষ্যতের কল্পনাও হয়ত এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের চিন্তার অগোচর, কিন্তু সেকাল যখন আসিবে, তখন উহাই হইবে জগতের Millennium; অবস্থার পরিবর্ত্তনে জগৎ তখন আবার দেখিবে তন্দ্রালু অনুভূতির জাগ্রত প্রকাশ; জগৎ তখন আবার শুনিবে মহাকবির সঙ্গীত, এবং প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে চিরপরিচিত সেই স্বপ্নলোক—সেই ইতিহাসবিশ্রুত সত্যযুগ।

শুক্র নৈতিক বিষয়ে খুব বেশী প্রতাপশালী। শুভভাবস্থ নির্দ্দোষ শুক্র হইতে জাতক ধার্ম্মিক ও উপদেষ্টা হইতে পারে। পুরাকালের গ্রীকগণ শুক্রকে দেবী মনে করিত। হিন্দু জ্যোতিঃশাস্ত্রেও ইহা স্ত্রীগ্রহ। গ্রীকগণ ইহার নাম দিয়াছিল Aphrodite এবং প্রেম ও সৌন্দর্য্যের 'দেবী' রূপে ইহার পূজা করিত। আমাদের শাস্ত্রেও শুক্র হইতে প্রেম ও সৌন্দর্য্য কল্পনা করা হয়। এমন কি সংস্কৃত কোষগ্রন্থেও শুক্র কাব্য ও কবি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (শুক্রো দৈত্যগুরুঃ কাব্য উশনা ভার্গবঃ কবিঃ—অমরকোষ।) এই প্রেমপরায়ণতা ও সৌন্দর্য্যরসলিপ্সা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুভূত হইয়া বিভিন্ন প্রকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে। শুক্রের প্রভাব মানব-হৃদয়ে না থাকিলে জগৎ একটা ঊষর মরুভূমিতে পরিণত হইত। জাতকের জন্মকুণ্ডলীতে শুক্র যেরূপ ভাবে স্থিত, সেই ভাবেই তাহার অভিব্যক্তি হয়। শুক্র Idealism বা Realism চাহে না, সে চাহে Romanticism, সুতরাং শুভ-শুক্রের প্রভাবে জাতক উচ্চশ্রেণীর ঔপন্যাসিক, নাট্যকার অথবা কবি হইতে পারেন। এই কবি-হৃদয়ে বলবান্ শুক্র রস ও সৌন্দর্য্যের মধুচক্র রচনা করিয়া জগতে উহা বিলাইয়া দিতে চাহে। সেইজন্য কোন শ্রেষ্ঠ সরস কাব্য, বা কোন শ্রেষ্ঠ কবি, কোন জাতিবিশেষ বা কোন দেশ বিশেষের নহে। কবির রসবোধের এই যে তন্ময়তা বা সহজসংস্কার তাহা তাঁহার নিজস্ব, কিন্তু তাহার লেখনী-প্রসূত নীতিগর্ভ ও ধ্বন্যাত্মক বা রহস্যময় (mystical) ভাবরাজি সর্ব্ব যুগের ও সর্ব্ব জাতির সমভাবে স্বত্বাধীন। সাহিত্য-জগতে ইহাই শুক্রের দান। নাট্যজগতেও শুক্রের প্রভাব খুব বেশী। Shakespeare, Garrick, কালিদাস, গিরিশচন্দ্র, ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি প্রথিতযশা মনীষিদিগের উপর শুভ-শুক্রের প্রভাবফলে আজ তাঁহারা অমর। যে কোন প্রকার গভীর ভাবপূর্ণ পঞ্চাঙ্ক নাটক, ক্ষুদ্রতম সঙ্গীত পূর্ণ melodrama হাস্যোদ্দীপক প্রহসন, Serio-comic, Love Comic, ব্যঙ্গ কাব্য প্রভৃতির লেখক,

এবং থিয়েটার, যাত্রা, অপেরা প্রভৃতির প্রধান নায়ক নায়িকা হইতে বিদূষক, গায়ক, নৃত্যকর, যন্ত্রী বা বাদ্যকর, প্রত্যেকের উপর শুক্রের প্রভাব বিশেষভাবে অনুমেয়।

শুক্র অতি মিষ্টভাষী, চতুর ও বার্ত্তালাপ প্রিয়, সুতরাং উহা হইতে পটুতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, রসিকতা, বাচালতা ও রঙ্গরস, হাস্যকৌতুক কল্পনা করা যায়। ভাষার পারিপাট্য ও অলঙ্কার শুক্রের কারকতাধীন। Macaulay, Burke, বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি ভাবুকগণের ভাষা—অলঙ্কার ও সৌন্দর্য্যের আকর; শুভ শুক্রের উহা পরিচায়ক। শুক্র মনস্তত্ত্ববিৎ; মানব চরিত্র বুঝিবার, এবং যে কোন বিষয় স্বল্পকালের মধ্যে মনে ধারণা করিবার শুক্রের অসীম শক্তি, সুতরাং শুক্র হইতে জাতক উচ্চশ্রেণীর সমালোচক এবং বিশ্লেষক ও টীকাকার হইতে পারেন। শুক্র হইতে ভূ-তত্ত্ব ও জ্যোতিষ্ক-বিদ্যা এবং সরল-বিজ্ঞান কল্পনা করা যায়। দুর্ব্বোধ্য বিষয় শুক্র আয়ত্ত করিতে পারে না, সেইজন্য কারুবিদ্যা ও কলাবিদ্যায় সে বিশেষভাবে পারদর্শী।

শুক্রভাবাপন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভাবুকতার আতিশয্য, অর্থাৎ ultra-emotionalism, এত বেশী যে জড়জগতে তাহার কুফলে জাতক অত্যধিক স্নেহপ্রবণ, এমন কি কামপীড়িতও হইয়া থাকে। সেই কারণে, যে কোন প্রকার প্রণয় ও অবৈধ সম্বন্ধ, অথবা তাহার ইঙ্গিত, যেমন লজ্জানম্রা রমণীর আরক্ত অধরের অস্ফুট ভঙ্গিমা, Shakespeare-এর ভাষায় যাহাকে বলা যায় speechless message, দুষ্ট শুক্র হইতেই কল্পনীয়। শুক্রের প্রভাবে চিন্তাধারা অধোগামী ও কুপথগামী হইয়া জাতককে উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মত্ত করে এবং সৌন্দর্য্যের কুৎসিৎ নগ্নতার দিকে টানিয়া লইয়া যায়,—যেন বিল্বমঙ্গলের মত 'টানে প্রাণ যায় রে ভেসে, কোথায় নে যায় কে জানে?' অশুভ শুক্রের প্রভাবে জাতক পুরুষ হইলে কতকটা Childe Harold-এর মত 'Sore given to revel and ungodly glee', এবং স্ত্রীলোক হইলে given to flirtation

and coquetry বা প্রণয়াভিনয়মত্তা হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বাহ্যবস্তুতে যে প্রীতির আকর্ষণ হয় তাহার কারক অশুভ শুক্র। সেইজন্য কোন কোন দেশে কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে, 'বনেট্' মাথায় দিয়া এবং skin-colour মোজার সহিত ফ্রক্ পরিয়া অর্দ্ধনগ্ন দেহকে নানাছলে অনাবৃত দেখাইতে শুক্রভাবাপন্ন রমণীকুল বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করে না। বাহ্যেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-লালসায় নরনারীর মধ্যে যেখানেই অনাবশ্যক আড়ম্বরযুক্ত বেশভূষার প্রদর্শন, গন্ধমাল্যাদি বিলাসবস্তুর প্রচুর ব্যবহার, বিলাসবিভ্রমের ঘটা ও নিজের রূপে নিজেই মোহিত হওয়ার ভাব—সেখানেই অজ্ঞাতসারে শুক্র আপনার প্রভাব বিস্তার করে।

শুক্র হইতে বিবাহের ঘটকালী, বিবাহ, বিবাহিত জীবনে দাম্পত্য-প্রণয়, একপত্নীব্রত, পত্নীবাধ্যতা বা স্ত্রৈণতা কল্পনা করা যায়। জন্ম-কুণ্ডলীতে শুক্র স্বক্ষেত্রস্থ হইলে জাতকের বৈধ সম্ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া থাকে। যাহার লগ্ন হইতে কেন্দ্রগত শুক্র এবং শুক্র হইতে সপ্তমে শনি থাকে তাহার ১৯ বৎসর বয়সে বিবাহযোগ অনুমান করা যায়। লগ্ন হইতে ষষ্ঠস্থানে শত্রুগৃহী শুক্র অবস্থান করিলে, স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য হয়। শুক্র সপ্তমপতি হইয়া লগ্নে থাকিলে জাতক পরস্ত্রীগামী হয়। সপ্তমে শুক্র কামাতুরতার চিহ্ন। দ্বিতীয়ে রাহুযুক্ত শুক্র থাকিলে জাতিকা ভ্রষ্টা বা স্বৈরিণী হইয়া থাকে। শুক্র যে কোন স্থানে থাকিয়া পাপগ্রহের সহিত যুক্ত হইলে অকালে পত্নীবিয়োগ ঘটে। রবি-চন্দ্র-শুক্র একত্র থাকিলে—যে গ্রহ প্রবল তাহার প্রভাববশতঃ—জাতক পিতৃকুলে, মাতৃকুলে বা শ্বশুরকুলে—কাহারও সহিত অবৈধ-সম্বন্ধে লিপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত ফল স্ত্রী-কুণ্ডলীতেও অনুমেয়। মকর বা কুম্ভ রাশিতে শুক্র থাকিলে জাতক স্ত্রীর বশবর্ত্তী হয়, কিন্তু ভ্রষ্টা রমণী-লোলুপ হইতে পারে।

শুক্র, বৃহস্পতি এবং নবমপতি হইতে সত্যনিষ্ঠা, পাতিব্রত্য ও পবিত্র প্রেম অনুমেয়। ঐগুলি দোষস্থ হইলে 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্রের মত স্বামী

স্ত্রীলোক লাভ করিতে পারে না। "আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য" ইত্যাদি সূর্য্যমুখীকে স্মরণ করিয়া নগেন্দ্রের উক্তি, শুভ শুক্রের পরিচায়ক। অপরপক্ষে, স্ত্রী-কুণ্ডলীতে ঐগুলি বলবান্ না হইলে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর ভ্রমরের মত স্ত্রী হওয়া অসম্ভব। ভ্রমর স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া বলিয়াছিলেন, "দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হবে" ইত্যাদি। প্রেমের দুয়ারে সতীর এই আত্মাহুতি জগতে বিরল। ইহাতে কৃত্রিমতা নাই, ভাণ নাই, ভালবাসার অভিনয় নাই, আছে শুধু প্রাণের একটা আকর্ষণ। ইহা প্রধানতঃ প্রবল শুভ শুক্রেরই পরিচায়ক। যে জন্মকুণ্ডলীতে নবমপতি ও বৃহস্পতি দুর্ব্বল, এবং শুক্র পাপযুক্ত, শুভদৃষ্টিবিহীন, সেখানে জাতকের ভালবাসা প্রণয়ের ভাণ, অর্থাৎ কাম্য বস্তুর জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা মাত্র। প্রণয়ের কৃত্রিম ভাব শুক্র হইতে এত বেশী উৎপন্ন হইতে পারে যে, মানব আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া কাম্য বস্তুর রসাস্বাদন লালসায় অহরহঃ চঞ্চল হইয়া বাতুলের মত প্রলাপ বকিতে একটুও লজ্জা বোধ করে না, কারণ তাহার নীতিজ্ঞান সাতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। চিতোরের রাণা ভীমসিংহের স্ত্রী পদ্মিনী এবং গুজরাট রাজরাণী কমলা দেবী ইত্যাদি ইতিহাসে বর্ণিত, এবং সংখ্যাতীত অবর্ণিত ললনার নির্য্যাতন-কাহিনী কোন্ গ্রহভাবাপন্ন পুরুষের পরিচায়ক? রাহু-দৃষ্ট পাপমধ্যগত শুক্রের নীচ প্রভাব না থাকিলে কাহার ক্ষমতা সাধ্বী রমণীর হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার করিতে পারে? যেখানে কোন প্রকার কামজ অনুভূতি, নীচ শুক্রের ভালবাসা সেইখানে **মূর্ত্ত উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম**। বাহ্যেন্দ্রিয়ের কামজ তৃপ্তি লালসা শুক্র হইতেই অনুমেয়। সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন আজকাল এমন সপ্তাহ নাই যে, সপ্তাহে অবৈধ ব্যবহার বা যুবতী হরণের মামলার বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে বাহির হয় না। নারীর অপমান লইয়া সংবাদপত্রে যে সব ঘটনা প্রকাশিত হয়, অথবা যে সকল মোকদ্দমায় পুলিস

"চার্জ শীট্" দেয়, তাহা অপেক্ষা নারীহরণের সংখ্যা যে অনেক বেশী তাহা কে অস্বীকার করিবেন? লোকলজ্জা, সামাজিক নিগ্রহ, লোকবল বা অর্থবলের অভাব, অথবা দুর্ব্বৃত্তদের ভয়ে অনেক ঘটনা মিথ্যা রটনার মত উবিয়া যায়। কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তি শতকরা অধিক সংখ্যায় আসামী হইয়া শাস্তি পায়, তাহার গণনা করিলে বুঝা যায় যে সেই শ্রেণীর মধ্যে নৈতিক ব্যাধি এবং অবৈধ সংসর্গ-স্পৃহা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অপরিমিত কামজাসক্তি ব্যক্তিগত বিনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া জাতিগত উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। ইহা রাহু-শুক্রের যোগফল।

এক শ্রেণীর জীব আছে যাহারা মানব আখ্যাধারী হইলেও, রাহুযুক্ত শুক্রভাবাপন্ন লেখকগণের কল্পনাপ্রসূত। এরূপ নভেলি-চরিত্র মানুষের আদিম পশু-প্রকৃতির পরিচায়ক। এরূপ লোক হয় না সে কথা বলিয়া সমালোচনা করা হইতেছে না। বক্তব্য এই যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের উপযোগী আদিম-মানব চরিত্র লইয়া বিংশ-শতাব্দীতে আখ্যায়িকার চরিত্র অঙ্কন করিলে হয় ত জনপ্রিয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর fiction লেখা হয়, কিন্তু নীতি-দুর্ব্বল পাঠক-পাঠিকার সুনীতির ভাব ও নৈতিক সংযম নষ্ট হইতে থাকে। ইহার ফল, রুচির বিকার; আর সেইখানেই দুষ্ট শুক্রের বিজয়-গৌরব, কারণ সেইখানেই সে দর্শনে ও নিশ্বাসে উপভোগ করে "The revel of the ruddy wine"।* আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে—ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্য একটা উন্মাদনা। সমাজের যে কোন স্তরে ব্যক্তিগত চরিত্রের অবনতি, এমন কি একটা জাতির মহাপতন নির্ভর করে জ্ঞান ও সংযমের আলোকচ্ছটায় নহে, অবিদ্যা ও কামের নিবিড় অন্ধকারে। উচ্ছেদের মূল কারণ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাম অর্থাৎ heterosexual tendency, আর তাহার পার্শ্বানুচর অবশিষ্ট পঞ্চ-রিপু। ইহা মানবচিত্তকে বাহ্যজগতের প্রপঞ্চজালে বিজড়িত করে কিন্তু অন্তর্মুখ ও শাশ্বতনিষ্ঠ করে না। ইহা দেবলোকে নারদের বীণাধ্বনি নহে, নরলোকে যুধিষ্ঠিরের 'অনন্তবিজয়'

---

* Longfellow's "The Ladder of St. Augustine."

শঙ্খধ্বনি নহে, ইহা রসাতলের দ্বারে Sirenes-এর মরণ-সঙ্গীত—অসংযত যৌনস্পৃহা, দৈত্যাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ অবদান। অধুনা প্রণয়-রাজ্যে যে মানসিক ধারার প্রবাহ চলিয়াছে, উহা অশুভ শুক্র-সম্ভূত এবং রাহুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফল, নৈতিক মার্গে উন্নতির পরিবর্ত্তে অশেষ দুর্গতি। আর এইখানেই শুক্রের দুর্ব্বার কামাতুরতার প্রবল বহিঃপ্রকাশ।

শুক্রের অন্যান্য বিষয়ের কারকতা নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইল :—

মাতামহী, শ্বশুর-শাশুড়ী, স্ত্রী ও সন্তান শুক্র হইতে বিচার্য্য। শুক্র হইতে আয়ুঃ বিচার করা যায়। শুক্র কেন্দ্রপতি হইয়া সপ্তমে থাকিলে জাতকের প্রবল মারক হয়। শুক্র নীচস্থ হইলে স্ত্রীর জলমজ্জন-ভয় সূচনা করে। শুক্র ও রবি, শুক্র ও চন্দ্র কিংবা শুক্র ও বুধ ২।৪।৫ এ থাকিলে জাতক সুগায়ক (ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি আলাপকারী) হইতে পারে। পাপযুক্ত শুক্রের চতুর্থে পাপগ্রহ থাকিলে মাতৃরিষ্ট সূচিত হয়। শুক্রভাবাপন্ন ব্যক্তি মদ্যপায়ী হওয়া সম্ভব। শুক্র অপরাহ্নে বলী হয়।

শনি—যেন গ্রহ সভার whip ; সুপ্তিসমাচ্ছন্ন মানবকে জাগ্রত করা এবং স্খলিত-চরণ অবোধ পথিককে বিবেক-বাণীর কশাঘাতে সোজা পথ দিয়া লইয়া গিয়া গন্তব্যস্থানে যথাকালে উপনীত করা ইহার কর্ম্মের আদর্শ। শনির মায়া নাই, দয়া নাই, স্নেহ নাই, বেশভূষা নাই, বিলাসিতা নাই, পার্থিব বিভব বাসনা নাই, ক্ষমতা ও ধনের দম্ভ নাই, দর্প নাই, আছে কেবল কঠোর মনোবৃত্তি, স্বতন্ত্রতা-স্পৃহা, আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর পারমার্থিক তত্ত্বলাভের জন্য ঐকান্তিক নিষ্ঠা। লৌকিক দৃষ্টিতে ছায়াপুত্র অন্তঃসারশূন্য পাষাণ। অন্তর্জগতের জ্ঞানশূন্য হইয়া মানব যখন অগ্রগতির পথে স্খলিতপদ হয়, অমনি তুলাদণ্ড ধারণপূর্ব্বক শনি তাহার যথাযথ কর্ম্মোচিত ফল সমান অনুপাতে তাহাকে দান করে। শনির প্রভাবে মানব রাজা বা রাজার তুল্য ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বপূজ্য দেশনায়ক হইতে পারে, আবার দেশের ও দশের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নরাকারে পরিণত হইতে পারে। নল রাজা শনির প্রকোপে পড়িয়া কত কষ্টই না ভোগ করিয়াছিলেন!

শনির উৎপীড়নে হৃতসর্ব্বস্ব হওয়ায় শ্রীবৎস রাজার কি দুর্দ্দশাই না হইয়াছিল! লঙ্কেশ্বর রাবণ বাহুবলে অথবা ছলচাতুরীতে সীতাদেবীকে অশোকবন পর্য্যন্ত আনিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু লক্ষ্মীমাতাকে লঙ্কায় প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই, শনির প্রকোপে। আধুনিক ইতিহাসের ফরাসী-সম্রাট Napoleon অথবা জর্ম্মাণ কৈশর Wilhelm এর মহাপতন, বা রাষ্ট্রনীতি হইতে মহাপ্রয়াণ, কাহার দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল? যেখানে মানব মদগর্ব্বে বলী হইয়া নিজের মূর্ত্তি নিজে পূজা করিতে বসে, সেইখানেই বক্রী শনির পূর্ণদৃষ্টি। আর যে স্থানে বক্রগতির দ্বারা আগত শনির পূর্ণদৃষ্টি পড়ে, সে স্থান একেবারে বিদগ্ধ হইয়া ছারখারে পরিণত হয়। দূরে যায় তখন মানবের সকল অহঙ্কার, আর চারিদিকে ঘিরিয়া আসে তার বিভীষিকার অদেহ-মূর্ত্তি, দারিদ্র্য ও দীনতা। দারিদ্র্যের কশাঘাতে এবং অনুশোচনার তীব্র জ্বালায় সে অন্তরে বাহিরে নিঃস্ব। একদিন ঠাকুর-দালানে যাহার পড়িত লক্ষ্মীর আল্পনা, শনির প্রকোপে সেখানে আজ প্রদীপটীও আর জ্বলে না।

"ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায়
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রহারে।"

এই সময় শনির একমাত্র কার্য্য হয় দাম্ভিকের মনের মালিন্য ও আবিলতা দূর করা। সে প্রণালী ভোগবিলাসীর ধারণাতীত। কঠোর সংযম ও আত্ম-শাসনের মধ্য দিয়া পতিত মানবের চিত্ত পরিশুদ্ধি করা, আচার, অনুষ্ঠান, জাতিভেদ, প্রতিমা পূজা প্রভৃতি হইতে বহু দূরে, ম্লেচ্ছত্বের মধ্য দিয়া ম্লেচ্ছত্বের উপরের স্তরে মানবকে তুলিয়া ধরা, তাহার অহমিকার কাচ-মূর্ত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া মানবকে তাহার যথার্থ সত্তা ও স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আর তাহার মধ্যে আত্মসংস্থা ও আত্মরক্ষণশীলতার প্রচেষ্টা সৃষ্টি করা—এই সব মানবের কল্যাণনিষ্ঠ শনির প্রতিক্রিয়া। সেইজন্য মানবের যে আত্ম-রক্ষণ-প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে পাওয়া যায় নীচতা, খলতা, ভাষার চালবাজী, সত্যের আবরণে ধূর্ত্ততা। এই যে নানাপ্রকার শঠতা,

প্রবঞ্চনা, অনুষ্ঠানহীনতা, আচারে, ব্যবহারে শুদ্ধতার অভাব, দৈহিক কষ্ট, ভোগ্যবস্তুর অভাব—মনে হইতে পারে হয় ত, শনি মানুষকে এইগুলি না দিলে কি ক্ষতি ছিল? তাহার এক কথায় উত্তর, যাহা Marie Antoinette-এর guillotine ব্যাপার উল্লেখ করিয়া কোন এক সমালোচক বলিয়াছিলেন, "Were men to weep over the plumage and forget the dying bird?" অন্নবস্ত্র, সাংসারিক সুখ, জাগতিক নানাবিধ বিলাসব্যসন হইতে বঞ্চিত করিলে যদি মানবাত্মার উৎকর্ষ হয়, তাহা কি শ্রেয়ঃ নহে? তাই শনির ব্যাধি-প্রতিকারের এই বিচিত্র বিধান। অস্ত্রোপচারকালে রোগী যেমন আর্ত্তনাদ করিয়া চিকিৎসকের হস্তস্থিত ছুরিকা সরাইয়া দিতে চেষ্টা করে ও চিকিৎসককে নির্ম্মম, নিষ্ঠুর বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ অশুদ্ধচিত্ত মানবও ভ্রমান্ধতাবশতঃ অনুমান করে যে তাহার সমস্ত দুঃখ-দুর্দ্দশা ভগবানের নির্দ্দয়তার পরিচায়ক মাত্র। কিন্তু যখনই ভগবানের কার্য্যে এই নির্দ্দয়তা আরোপ করা হয়, তখনই,—সেই মুহূর্ত্তেই, মানবের আরম্ভ হয় চিত্তপরিশুদ্ধি, পুনর্জ্জন্মের নূতন স্পন্দন। চিত্তশুদ্ধির প্রথম সূচনা, ভগবানের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার সহিত একটা নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপনের দুর্দ্দমনীয় বাসনা—এক প্রকার ক্ষুধার উদ্রেক, এক প্রকার মানসিক পীড়া, God hunger, God sickness প্রভৃতি শব্দ যদি অর্থবোধক হয় ত উহা তাহাই। পীড়িত ক্ষুধার্ত্ত মানব ভগবানকে অন্বেষণ করে। চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়ায়—কোথায় অন্তর্যামী সত্যের সারথী, সুদামার দারিদ্র্যভঞ্জন, একবার দেখা দাও, ক্ষুধায় কাতর আমি। 'Give me the apple of Thy Eye, I am sick of love'। হে সর্ব্বান্তর্য্যামী মধুসূদন! দুর্দ্দশা-অরণ্যে আমি পথভ্রষ্ট পথিক, কোথায় আহার্য্য, কোথায় সেই পরম পুরুষ পতিতপাবনের কৃপা-করুণ দৃষ্টি? কেহ জানিতে পারে না বক্রী শনি পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাণহীন চীৎকার শব্দে কখনও কি ভগবানের আসন টলে? কোথায় একাগ্রতা, কোথায় তপস্যা, কোথায় সাধনা, কোথায় সে শক্তি যাহা

উর্দ্ধমার্গের বাতাবরণ ভেদ করিয়া ভগবানের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিতে পারে? শনি অন্তরায় না হইলে যে উপায়ান্তর নাই। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা—আবার ব্যর্থতা, নহিলে শক্তির উন্মেষ হইবে কিসে, ভিক্ষাবৃত্তি যাইবে কেমন করিয়া? আর কোথা হইতেই বা আসিবে আত্মনির্ভর-শীলতার প্রেরণা? মানুষ কিন্তু বুঝে না; তাই নিরাশায় ভগ্ন হৃদয় ভিক্ষুক ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা আর জ্ঞাপন করে না। সে ভগবানের বিরুদ্ধে anti-God ভাব লইয়া বুক ফুলাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়, ঠিক যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ভগবান তোমায় অনেক মেনেছি, অনেক ডেকেছি, কিছু শুনলে না তুমি; থাক তোমার মহিমা সেইখানে যেখানে হর্ম্ম্যরাজির মধ্যে অপ্রতুল ধন সম্পদ্, আর ষোড়শোপচারে নানা নৈবেদ্যের মধ্যে যেখানে তোমার পূজা; আর আমি তোমার করুণার ভিখারী নই, তোমার নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক নিয়মের বিরুদ্ধে আমি স্বৈরাচার করিতে প্রস্তুত। নিরাশায় ক্ষিপ্তপ্রায় মানবের ইহাই ভাষা। পরমাত্মার বিরুদ্ধে মানবাত্মার এই যে অভিমানের অভিযান, ইহারই নাম spiritual struggle, ফল মানবের কৃষ্টীয় জীবন মার্জ্জিত করা, sharpening cultural life। মানবকে দুঃখ দিয়া দুঃখ অপসরণ করা, কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা, ইহাই শনির কাজ। হিন্দুর গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার পদ্ধতি। শনি একাধারে রক্ষাকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা। সংযম ও রিপুদমন করিয়া সৎচিন্তা দ্বারা যেখানে মানব চিত্তশুদ্ধি লাভ করে, শনি সেই বিজেতার রক্ষাকর্ত্তা, পরিত্রাতা,—দেবতার আশীর্ব্বাদ। কিন্তু যেখানে মানব মোহ-মদ-মাৎসর্য্যাদি ষড়রিপুর দাস, এবং তাহার এই দাস্য যেখানে তাহার ব্যক্তিগত, জাতিগত অথবা সমগ্র বিশ্বের বিবর্ত্তনের স্বল্পরূপেও অন্তরায়, যেখানে মানবের আভ্যন্তরীণ শুচির অভাব, শনি সেখানে উদ্ধত সংহার-মূর্ত্তি,—পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতে মহাকাল কালভৈরব,—দেবতার মূর্ত্ত অভিসম্পাত। এই ভুবনেই ভুবনেশ্বর—তাঁহার নিয়মের পথে যখনই কেহ বাধা দেয়, ছদ্মবেশী ভগবান্ শনিরূপে তখনই তাহাকে আক্রমণ

করেন। যখন মানবের চিত্তদর্পণ সৎচিন্তা ও সৎকর্ম্ম দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইয়া সমুজ্জ্বল হয়, যখন পরমানন্দ জ্যোতির্ম্ময়ের প্রতিবিম্ব বা প্রতিরূপ উহাতে প্রতিফলিত হয়, শক্তির উদ্বোধনের মধ্য দিয়া যখন মানবের আত্মোপলব্ধি হইবার অন্তরায় আর কিছু থাকে না, সংযত চিত্তবৃত্তি যখন সাধনার বলে ঈশ্বরমুখী হয়, তখনই ছায়াসুত মানবকে পরিত্যাগ করিয়া ছায়ায় মিলাইয়া যান। তখন বিজেতার আর কিসের জন্য কাহাকে ভয়? কেন সে বলিবে না,

"দুখের বেশে এসেছ বলে'
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় ক'রে ধরিব হে॥ (বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ)

শনি মানুষকে শিক্ষা দেয়—মানবজীবন খেলাঘরের পুতুল খেলার একটা ক্ষণভঙ্গুর ক্রীড়নক নহে, আর্থিক মূল্য হয় না বলিয়াই পারমার্থিক হিসাবে ইহার মূল্য আছে—তাই মানবদেহ পরমাত্মার একটা উৎকট ক্রীড়াভূমি।

সামাজিক জীবনে বা সমাজনীতিতে, শনি উন্মার্গপন্থী কদাচারী সুতরাং Social democracy শনি হইতে কল্পনীয়। শনি স্বৈরিতার এত বেশী পক্ষপাতী যে আহারাদি বিষয়ে গোঁড়ামি অর্থাৎ স্পৃশ্যতা-বিচার একেবারে পছন্দ করে না। শনি বর্ণসঙ্কর শ্রেণীর শুভানুধ্যায়ী, সুতরাং উহার উন্নতিকারক। শনির প্রভাব পাইলে সমাজ-স্তরে যাহারা অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য তাহাদের সর্ব্বপ্রকার সামাজিক বাধা দূরীভূত হইবে, এমন কি অবাধে তাহারা হিন্দুর দেব-দেবীর মন্দিরস্থ বিগ্রহ স্পর্শ করিয়া পূজার্চ্চনা করিতে পারিবে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে শনি সাম্রাজ্যবাদিতা ও সংরক্ষণশীলতার পক্ষপাতী, এবং পরিবর্ত্তনশীলতার বিরোধী। রাজনীতির ভাষায় যাহা Communism বা Socialism, শনি অশনির ন্যায় তাহার প্রবল শত্রু; শনি মনে করে উহা রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা মাত্র। পূর্ব্বানুগতি

অনুসারে আত্মরক্ষণশীলতার পন্থা সুদৃঢ় করা শনির কাজ। বৃহস্পতিও রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী, কিন্তু বৃহস্পতি যে প্রকার উচ্চ-শ্রেণীর রাষ্ট্রীয়-মনীষা দেখাইতে পারে, শনি তাহাতে অক্ষম। শনির রাজনৈতিক নীতি-চাতুর্য্য প্রকাশ পায় গাম্ভীর্য্যের আবরণে ধাপ্পাবাজী ও মধুময় ভাষার মধ্য দিয়া।

ঐহিক ও ব্যাবহারিক জগতে শনি হইতে অর্থকরী বিদ্যা, ম্লেচ্ছভাষায় ব্যুৎপত্তি, চাকুরী-জীবনের উপযোগী ভাষাজ্ঞান কল্পনীয়। শনি হইতে সরকারী যে কোন আফিস, রেলওয়ে আফিস ও সদাগরী আফিসে জাতকের চাকুরী হওয়া সম্ভব। শনি যাহার উপজীবিকা বা চাকুরীর কারক, সে ব্যক্তি অবৈতনিক না হইয়া বেতনভোগী হইয়া থাকে। যে চাকুরীর মধ্যে মানবের একটুও স্বাধীনতা নাই, অর্থাৎ যেখানে বেতনমুদ্রার পরিবর্ত্তে কর্ম্মচারীর পরচ্ছন্দানুবর্ত্তিতা পূর্ণভাবে বিরাজমান, সেইখানেই সেবকত্ব-কারক দুষ্ট শনির বিজয়-গৌরব। শনি অত্যন্ত খল ও স্বার্থপর, সুতরাং শনি যাহার চাকুরীর কারক সে ব্যক্তি চাকুরী পরিত্যাগ করিলে শনি তাহাকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়। এই অকর্ম্মণ্যতার মিথ্যা-জ্ঞানবশতঃ মানুষ মনে করে চাকুরী ব্যতীত তাহার সমস্ত শক্তি পঙ্গু, সুতরাং "পুনর্মূষিকো ভব" ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। চাকুরীহীন ব্যক্তিকে অশুভ-শনি এত হেয় করিয়া দেয় যে সে সমাজে বসিতে বা কথা কহিতে অত্যন্ত লজ্জিত হয়। এই লজ্জার মূলে স্বীয় অবস্থার লঘুত্বজ্ঞান, এবং তাহার কারক শনি। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস 'মেঘদূতের' এক স্থানে বলিয়াছেন, "রিক্তঃ সর্ব্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায়।" এই পূর্ণতার ষোলকলা বিধায়ক দুষ্টবুদ্ধি শনি, যেখানে মসী-জীবী কর্ম্মচারী জ্ঞানদুর্ব্বল এবং অর্থকরী বিদ্যার মাদকতায় প্রমত্ত।

শনিভাবাপন্ন মানবের জীবনে একটা বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নির্জ্জনতা প্রিয়তা। অশুভ দুর্ব্বল শনি জাতকের মনের উপর আধিপত্য করিলে তাহাকে নির্জ্জনে কুচক্র ও কুমন্ত্রণা করিতে শিক্ষা দেয়। আর শুভ বলবান শনি হইলে জাতকের চিত্তবৃত্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত ও

সংযমিত করিয়া নির্জ্জনে ভগবৎ-চিন্তায় তাহার প্রচুর অবসর করিয়া দেয়। অশুভ শনি হইতে পরের অনিষ্টসাধনের প্রবৃত্তি, মিথ্যা মোকদ্দমা রচনা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, কারাবাস, শৃঙ্খল বন্ধন, চৌর্য্যবৃত্তি, হিংসা, কুটিলতা, শঠতা, ভণ্ডামী, প্রভৃতি কল্পনা করা যায়। শনি দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রার কারক। যাহার জন্মকুণ্ডলীতে শনি-চন্দ্রের যোগ আছে, সে ব্যক্তি জীবনে কদাচিৎ শান্তি লাভ করিতে পায়। শনি হইতে দীর্ঘস্থায়ী রোগ, যথা বাত, পক্ষাঘাত ইত্যাদি অনুমেয়। শনি হইতে বিনাশ, সুতরাং কুণ্ডলীতে শনির অবস্থানের দ্বারাই জাতকের আয়ু অনুমান করা যায়। শনি জলরাশিতে থাকিলে জাতক জলপথে বিদেশে গমনাগমন করিতে পারে। জন্মলগ্ন হইতে দ্বাদশস্থ জলরাশিতে শনি জলপথে দূর বিদেশযাত্রার সূচনা করে।

শনি পাপগ্রহ হইলেও অপর পাপগ্রহগুলি হইতে ইহার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। শনি যত বেশী বলবান্ হয়, জাতকের তত বেশী পরিমাণে শুভ করিয়া থাকে ; আর যত বেশী দুর্ব্বল হয় তত বেশী বিকট ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জাতকের অনিষ্ট সাধন করে। যে কোন গ্রহ যতই বলবান্ হউক, শনি বিরুদ্ধ হইলে জাতক জীবনে বড় বেশী সফল বা সুখী হইতে পারে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, যে দুর্ব্বল সে সবলের সহিত "সম্মুখ সমরে" প্রতিযোগিতা করিতে পারে না বলিয়া মানবকে সেইদিকে টানিয়া লইয়া যায় যেদিকে প্রতিরোধের ভয় নাই, অথবা বলবানের গতি নাই। 'Fools rush in where Angels fear to tread'—ইহাও দুর্ব্বল শনিরই প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। সিংহ রাশিতে শনি দুর্ব্বল হইলে, বিশেষ সূর্য্যের দীপ্তাংশগত হইলে, সে নিজে বিনষ্ট হয়, আর রবিকেও বিনষ্ট করে, সুতরাং জাতক জীবনে একটুও বিশ্রাম পায় না—অর্থাৎ আজীবন তাহাকে অবস্থা বিপর্য্যয়ের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হয়। দীপ্তাংশগত শনি হইতে কেন্দ্রে মঙ্গল থাকিলে ৩৮ বৎসর বয়সের প্রান্তভাগে জাতকের কোনও প্রকার অমঙ্গল উপস্থিত হয়। হয় ত অস্ত্রোপচার, না

হয় জ্ঞাতি-বিরোধ, না হয় ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক কলহ, মোকদ্দমা ও তাহাতে পরাজয়, অথবা কর্ম্মস্থলে রাজশত্রু দ্বারা কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। যাহাই হউক, কিছু অশুভ যে হয় তাহা স্বতঃসিদ্ধ। জাতক কৌমুদী* নামক পুস্তকে লিখিত আছে, "শনি ও মঙ্গল অশুভসূচক হইয়া পরস্পর কেন্দ্রবর্ত্তী হইলে অত্যন্ত কষ্ট হয়, নানাবিধ ঝঞ্ঝাট ও অশান্তিদায়ী হয় এবং এই ফল ৩৯ বর্ষ আরম্ভ হইবার অন্ততঃ ৬ মাস পূর্ব্বে আরম্ভ হয় ও ৪০ বর্ষ পর্য্যন্ত ইহার জের চলে। শনি ও মঙ্গল এই দুইটীর একটী শুভ ও একটী অশুভ হইলেও কষ্টদায়ী হয়। উভয়েই শুভ হইয়া পরস্পর কেন্দ্রবর্ত্তী হইলেও অশান্তি উৎপন্ন করে। এই জন্য শতকরা ৮০।৯০ জন লোক ৩৯ বর্ষে কষ্ট পায়।" চতুর্থে মঙ্গল এবং দশমে শনি থাকিলে জাতকের সশ্রম কারাদণ্ড অনুমেয়।

শনি শুক্র সহ একই রাশিতে থাকিলে জাতকের অল্পদৃষ্টি বা Myopia হইয়া থাকে। এই দূরদর্শিতার অভাব, বাস্তব এবং রূপক, উভয়ভাবেই অনুমেয়। স্বক্ষেত্রে শনি রাহুযুক্ত হইলে জাতকের উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। শনি পঞ্চমে থাকিলে জাতক নির্ধন হয় এবং তাহার একটীমাত্র পুত্র জীবিত থাকে। শনি নবমপতি হইয়া দুর্ব্বল বা পাপ মধ্যগত হইলে জাতক ভণ্ড-তপস্বী হইয়া থাকে। জন্মপত্রিকায় লগ্নপতি যদি নীচরাশিস্থ হয় এবং নবমে শনি-চন্দ্র অবস্থান করে তাহা হইলে 'ভাগ্যহীনযোগ' বশতঃ জাতক ভিক্ষালব্ধ অন্নাদি দ্বারা কায়ক্লেশে দুশ্চিন্তায় জীবন যাপন করিয়া থাকে। শনি রবির দীপ্তাংশগত হইলে জাতকের কণ্ঠপীড়া হয়। রন্ধ্রগত এবং দুঃস্থানগত শনি নানাপ্রকারে অশুভদায়ক, বিশেষ করিয়া অকালে স্ত্রীবিয়োগ সূচক। যদি শনি, চন্দ্র, মঙ্গল ৬।৮।১২ শে থাকে তাহা হইলে জাতক নেত্র-বিহীন হয়। যদি শনি ও রবি রাহুর সহিত সপ্তমে যুক্ত হয় তাহা হইলে জাতককে কোন হিংস্র জন্তু দংশন করে, এমন কি সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইতে

---

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য, বি, এ, প্রণীত।

পারে। অশুভ শনি মানবকে জীবনের শেষ দিকে বড় কষ্ট দিয়া, তাহাকে পরিত্যাগ করে। তবে শেষের দিকে শনি স্বীয় দশা না পাইলে, অন্যান্য গ্রহফল হেতু ভাবের তারতম্য হয়, এই মাত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শনি Whip সুতরাং ইহার আহার ও আস্বাদন রুচিও অদ্ভুত। মিষ্ট, কটু, লবণাক্ত, তিক্ত, অম্ল, প্রত্যেক রসই, বস্তু হিসাবে, যেমন আচারে বা ব্যঞ্জনে, রসনার তৃপ্তিকর। ঋতু হিসাবেও মানুষ ভিন্ন ভিন্ন রস পছন্দ করিয়া থাকে, যেমন শীতকালে মানুষ অধিক মসলাযুক্ত ব্যঞ্জনাদি পছন্দ করে, গ্রীষ্মকালে মানুষ, যেমন বাঙালীজাতি, নিমঝোল, নিমবেগুন, উচ্ছে, পল্‌তা প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত শুক্তা—ব্যঞ্জন আহার করিতে ভালবাসে। কিন্তু যাহা কষায় তাহা সাধারণতঃ মানব কোন ঋতুতেই বা কোন ব্যঞ্জনেই চাহে না। শনি ঐ কষায় রস বড় ভালবাসে। জাতকের লগ্নে যদি শনি থাকে অথবা শনি লগ্নে দৃষ্টি করে, তাহা হইলে জাতক কষায়-রস-প্রিয় হয়।

জন্মকুণ্ডলীতে শনি যে ক্ষেত্রে অবস্থান করে, ত্রিশ বৎসর পরে পুনরায় সেই স্থানে প্রত্যাগমন করে। দ্বাদশ রাশির প্রত্যেক রাশিতে শনি আড়াই বৎসরকাল থাকে, এবং বিনির্গমন কালে ফলদায়ী হইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করে। গোচর-বিচারের এই স্থূল নিয়ম স্মরণ রাখিয়া, যাঁহার জন্মকুণ্ডলীতে শনি অশুভ তিনি চিন্তা করিলে শনির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বহু জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। বিস্তারিত কারকতা সম্যক্‌রূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নহে। স্থূল কথা এই যে মানবচিত্তে ইহলোকের সুখের জন্য ব্যাকুলতা এবং পরলোকের শান্তির জন্য একটা অব্যক্ত আগ্রহ যুগপৎ বিরাজ করিতেছে। মানবের প্রথম জীবন যতই ঝঞ্ঝাপূর্ণ হউক না কেন, কোষ্ঠীতে শনি বলবান থাকিলে শেষ জীবনে তাহাকে কিছু ঐহিক সুখ ও পারমার্থিক জ্ঞান দান করে। ক্রম-বিকাশের পথে, জাতক পরজন্মে এই পূর্ব্বার্জ্জিত ধর্ম্মসংস্কার-বলে নানা বিষয়ক ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হয়। অবিচ্ছিন্ন জন্মজন্মান্তরগত

জীবনের ইহাই Evolution বা বিকাশ। অর্জ্জুন ভীত হইয়া ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উগ্রমূর্ত্তি তুমি কে? আমায় বল। উত্তরে কুরুক্ষেত্রের শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন,

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো,
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।"

"লোকক্ষয়কারী ভীষণ কালপুরুষ আমি; লোকসমূহ সংহার করিবার জন্য আমি প্রবৃত্ত রহিয়াছি।" ইহাই হইল কম্পিত-কলেবর অর্জ্জুনকে সেই হৃষীকেশ, অনন্তের উত্তর। এই লোকসমূহের মধ্যে আমাদেরও এই ভূ-লোক অবশ্যই গণ্য, এবং জীবগণও এই লোকেরই অন্তর্ভূত। কিন্তু ফলতঃ তিনি সংহারকর্ত্তা নহেন, জ্ঞানের বিপরীত ভাব এবং অসুরগণের অবস্থার বিনাশক, ধর্ম্মক্ষেত্রে যাহা অধর্ম্মসূচক তাহা হইতে জীবের রক্ষাকারী পরিত্রাতা। আত্মার মুক্তি ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রচারের জন্য ভগবান্ শ্রীশ্রীশনৈশ্চর আজ সর্ব্বব্যাপী। হে পতিতপাবন, মুক্তির অগ্রদূত!

"সুনীল তোমার কান্তি রবি পিতা তব।
যমের অগ্রজ তুমি ছায়া মাতা তব॥
চরণযুগলে তব দেব শনৈশ্চর।
নমস্কার ভক্তিভাবে যোড় করি কর॥

রাহু—ধর্ম্ম সংকুচিত হইলে মানব পূজার্চ্চনা হইতে ভ্রষ্ট হয়, সত্য দূরগত হয়, এবং অধর্ম্মের প্রভাববশতঃ পুরুষ নারীর বশীভূত হয়, নারী চপলমতি হয়, ফলে যথেচ্ছাচারিতা, এমন কি ব্যভিচারেরও প্রাদুর্ভাব ঘটে। যে জাতির মধ্যে এই প্রকার ভাবের প্রাধান্য, বুঝিতে হইবে সেই জাতি রাহুভাবাপন্ন, এবং যে মানবের কুণ্ডলীতে রাহুর প্রাধান্য তাহারও মনোবৃত্তি উক্ত-প্রকার হইয়া থাকে। এই ভাবের বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে নানাক্ষেত্রে দেখা যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাহুর দৃষ্টি সোজা, গতি বিপরীত অর্থাৎ তাহার দৃষ্টি সম্মুখের দিকে কিন্তু গতি পশ্চাতের দিকে।

রাজনীতিক্ষেত্রে রাহু সাম্রাজ্যবাদিতার সমর্থক। নীচ রাহু মানবকে ছলী, কুচক্রী, শত্রুর জাতীয় মর্য্যাদার বিরুদ্ধে গুপ্ত-আন্দোলনকারী এবং সহজ-বুদ্ধিবিহীন করিয়া থাকে। রাহুর রাজনৈতিক আদর্শ Theory of individualism, অর্থাৎ ব্যক্তিগত বা স্বজাতিগত প্রাধান্য।

ব্যবসা-বাণিজ্যে রাহু ধনজীবীর (Capitalist) সহায়। মহাজনের অর্থশোষক কারবার, অর্থাৎ তাহার নিজের যেখানে অর্থলাভ এবং তাহারই সমান অনুপাতে খাতকের হৃদয়ের নীরব হাহাকার, সেইখানে রাহু লোভ ও মোহরূপী মাকড়সার জাল পাতিয়া জয়োল্লাসে উন্মত্ত; হঠাৎ ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে রাহু দ্বারা, অর্থাৎ Dramatic rise এবং Dramatic fall, রাহু হইতে অনুমেয়। ঘোড়দৌড় খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে মানুষের পৈত্রিক ভিটায় যে ঘুঘু বা ছাগল চরে এবং বিলাস-ভবনে কাল-পেঁচার নিবাস হয়, তাহা রাহুরই বিজয়-গরিমা। যেখানে বে-আইনী জুয়াখেলা, অথবা আইন-সঙ্গত লটারিতে ভাগ্যের লড়াই, কিংবা যেখানে চিত্তবিমোহন সমারোহময় Carnival এমন কি প্রলোভনময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের Puzzle Competition. (জুয়াখেলা নহে—কারণ উহা বুদ্ধির খেলা!) রাহু সেখানে ধীরে ধীরে নরনারীর মনোরাজ্য অধিকার করিয়া বসে এবং মানবকে আশা-মরীচিকায় অন্ধ করিয়া যেন লোভের পিচ্ছিল পথে এই বলিয়া প্ররোচিত করে—

"তুফানে প'ড়েছি কিন্তু ছাড়িব না হাল।
আজি না যা হ'তে পারে, হ'তে পারে কাল॥'

যে ভাগ্যবান্, শিষ্ট রাহুর বলে তাহার উত্থান হয় ধূমকেতুর মত; আর যে ভাগ্যহীন, রুষ্ট রাহুর প্রকোপে তাহার পতন হয় উল্কাপাতের মত। আলোকরশ্মির কি সুন্দর নয়নরঞ্জন ক্ষণিক প্রকাশ!

রাহু হইতে অহিন্দু ভাষা শিক্ষা, বিশেষ এ যুগে, নব-রাজসিকতা-উদ্দীপক বিদ্যালাভ, অনুমান করা হয়। রাহুভাবাপন্ন ভারতীয় লেখক ঔপন্যাসিক হইলে, ভারতীয় যে কোন ভাষায়, এমন কি প্রাচ্য-জগতের

কোনও ভাষায়, উচ্চাঙ্গের উপন্যাস লিখিতে সক্ষম হয়েন না। কাজেই তাঁহার রচনা-শিল্পের আদর্শ হয়, বীভৎসতার মধ্যে সৌন্দর্য্য। তাঁহার অঙ্কিত নায়ক অথবা নায়িকার চিত্র দেখিলে মনে হয় ঠিক যেন উদ্দাম যৌনস্পৃহা মূর্ত্ত হইয়া পূতিগন্ধময় নগ্নসৌন্দর্য্য লেহন করিতেছে। ঐ নায়ক-নায়িকার চরিত্র হইতেই লেখকের মনোবৃত্তি বোধগম্য হয়। লেখক যতই উচ্চ শ্রেণীর ভাবুকতার রস নিঙ্‌ড়াইয়া রচনার মধ্যে ঢালিতে চাহেন না কেন, 'কম্‌লী নহী ছোড়্‌তা হায়্‌।' উর্দ্ধাকাশে উড্ডীয়মান শকুনির দৃষ্টি সর্ব্বদাই থাকে নিম্নদেশের ভাগাড়ের দিকে, কারণ উহাই তাহার জীবনের অবলম্বন।

লোক-সমাজে রাহুর স্থান অতি উচ্চে। গরীবের কুঁড়ে ঘর তাহার বাসস্থান নহে। রাহুর আবাসভুমি সেইখানে যেখানে বিরাট অট্টালিকা ও সুরম্য হর্ম্ম্যরাজির মধ্যে দুর্ব্বহ পরিচ্ছদের জাঁকজমক এবং 'বার্নিশ-করা' ব্যভিচার ও 'রং-করা' আত্মগরিমা বা বিনয়াচ্ছন্নগর্ব্ব।

"Here may be seen in bloodless pomp arrayed
The pasteboard triumph and the cavalcade."

Goldsmith-এর Traveller নামক কবিতায় বর্ণিত এই স্থানই রাহুর যোগ্য-বাসস্থান।

আহারাদি বিষয়ে রাহু স্বৈরিতার পক্ষপাতী। রাহু অভক্ষ্য-প্রিয় এবং গোঁড়ামির গণ্ডীর মধ্যে উহার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ নহে। মদ্যাদি পঞ্চ 'ম'-কারের আসুরিক সম্ভোগ উহার বড় প্রিয়। রাহু চাহে বহিরিন্দ্রিয়ের উপভোগ, আর তাহা বিপুল আড়ম্বরের মধ্য দিয়া। সে মনে করে ভগবান ভোগ্যবস্তুর দাতা, সুতরাং যে ভাবেই হউক ভোগ কর। ভোগীর জন্যই ভোজনের সৃষ্টি, ত্যাগীর জন্য নহে। তাহার দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জীবনের সম্বন্ধে একটা ধারণা এবং আলোড়নশক্তির কেন্দ্র হইল পানাহার এবং আমোদ-প্রমোদ, সুতরাং সে Stoic cynicism অর্থাৎ বিষয়-বিরাগের বিরোধী।

" O foolishness of men! that lend their ears
To those budge doctors of the Stoic fur
And fetch their precepts from the Cynic tub
Praising the lean and sallow Abstinence!
Wherefore did Nature pour her bounties forth.

"But all to please and sate the curious taste ?"

কবিবর Milton-এর অমর ভাষায় লিখিত Comus-এর এই ভোগ-বিলাসের লালসাময় উক্তিতে প্রাঞ্জলভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে রাহুর চিত্তবৃত্তি। কাজেই রাহু সুনীতি বা শুচিতা জানে না, জানে সে কেবল ভোগলিপ্সার চরণে আত্মনিবেদন। পরিচিত-মণ্ডলীর মধ্যে আমি সর্ব্ব-বরেণ্য হইয়া থাকিব, আমার কালবৈশাখীর মত প্রচণ্ড শক্তির প্রকাশের সম্মুখে সকলে চক্ষু নিমীলিত করিয়া নতমস্তকে অবস্থান করিবে, আমার বাক্য অটল প্রভু-বাক্য মনে করিয়া সকলে বেদ বা Ten Commandments-এর মত ভয় ও ভক্তি করিবে, মহা-সমারোহে শিঙ্গা ও ঢক্কাবাদ্য, ভেরী ও তুরীর মধ্য দিয়া আমার যশোগাথা দিগ্‌দিগন্তে ধ্বনিত হইবে; আর আমি, আমি ভোগবিলাসের দুগ্ধফেননিভশয্যায় শয়ান রহিয়া কালাতিপাত করিব—সকল বিষয়েই এইরূপ একটা spectacular demonstration হইল রাহুর আদর্শ। মাৎসর্য্য-মদিরামত্ত রাহু ভুলিয়া যায় যে রজ্জু সর্পাকার প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত সর্প নহে, পর্ব্বতগাত্রের কুহেলিকা অগ্নির ধূমরাশি নহে, যে কোন ধাতুতে কাঞ্চনাভ চাকচিক্য থাকিলেই উহা সুবর্ণ হইতে পারে না। ফরাসী দেশীয় রাণী Marie Antoinette ভ্রমণে বাহির হইলে তাঁহার পানে দৃষ্টিপাত করিবার কাহারও ক্ষমতা হইত না, তাহা হইলেই Burke-এর ভাষায় বলিতে গেলে, 'Ten thousand swords would have leaped from the scabbard'। প্রত্যেক বিষয়েই রাহু চাহে একটা আড়ম্বরময় রৈ রৈ;

হৈ হৈ কাণ্ডের ঘটা। Dickens তাঁহার A Tale of Two Cities পুস্তকে লিখিয়াছেন, যখন Monseigneur পক্ষান্তরে Paris-এর Grand Hotel-এ 'ছোট হাজরী' বা প্রাতরাশের জন্য যাইতেন সে সমারোহ দেখিবার বিষয় ছিল।

"His morning's chocolate could not so much as get into the throat of Monseigneur without the aid of four strong men besides the cook. One lacquey carried the chocolate-pot into the sacred presence ; a second milled and frothed the chocolate with a little instrument he bore for that function ; a third presented the favoured napkin ; a fourth poured the chocolate out. It was impossible for Monseigneur to dispense with one of these attendants on the chocolate and hold his high place under the admiring Heavens." ইত্যাদি।

রাহু চণ্ডালের অধিপতি, সুতরাং উহা হইতে দস্যু, তস্কর প্রভৃতির ভাব অনুমেয়। ভাষার উগ্রতা, অমার্জ্জিত বা ইতর ভাষা, রাহুর নিজস্ব, তবে সে আবশ্যকতা বোধে শঠতা ও চালবাজীর ভাষা সরলতার আবরণে ব্যবহার করিয়া থাকে। রাহুভাবাপন্ন ধনীর কোপে কেহ পড়িলে সে সহ্য করিতে পারে না ; একেবারে কড়া হুকুম, 'জুনা খাঁ, পরশুরাম সিংহ, যাও শীঘ্র অমুককে ধ'রে, বেঁধে, ঠেঙ্গিয়ে, হাড় ভেঙ্গে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে এস, খুন ক'রে ফেল, যত টাকা লাগে আমি দেব।' রাহু নিজের দোষের দিকে দৃক্‌পাত করিতে চাহে না। রাহু হইতে নিদ্রা, বিদেশযাত্রা, দৈহিক অবসাদ, মানসিক বিক্ষেপ, বিশেষ উপকারীর প্রতি বিদ্বেষ ও অকৃতজ্ঞতা কল্পনীয়। নির্ব্বাক্ Bioscope-এর পরিবর্ত্তে সবাক্ Cinema রাহুর তৃপ্তিকর। সেকালের নৃশংস গ্লাডিয়েটারের খেলায় এবং উদ্দাম বিলাসব্যসনে রাহুর বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। সন্তানলাভ ও বংশবৃদ্ধি, অথবা তাহার বিপরীত ভাব, রাহু হইতে গণনা করা যায়।

রাহু জড়বাদী বা দেহাত্মবাদী, সুতরাং ধর্ম্মক্ষেত্রে উহার দান করিবার কিছুই নাই। ধর্ম্মকর্ম্মে সে একরকম নিরপেক্ষ উদাসীন, সুতরাং তাহার নৈতিক ব্যবহারও সেই ভাবেই নিয়মিত হয়। লতাপুষ্পসমৃদ্ধ প্রমোদ-উদ্যান, বাইজী ও নর্ত্তকীর পদপঙ্কজের রেণুকণা, সংযম ও শ্লীলতা-বর্জ্জিত লম্পটতা, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যে কোন প্রকারের কৃত্রিমতা ও তৎ-সম্ভূত পাপ, রাহুর নৈতিক চরিত্রের শ্রেষ্ঠ উপাদান। প্রমোদপরায়ণ পরবধূরত রাহু, মানসিক ও কায়িক তৃপ্তির জন্য, বলাৎকার করিতেও প্রস্তুত। এমন কি, অস্বাভাবিক বিহার করিতেও সে সঙ্কোচ বোধ করে না; লোকসমাজে পরিণাম কি হইবে, মামলা-মোকদ্দমা হইলে আদালতের বিচারে কিরূপ শাস্তি হওয়া সম্ভব, কোন প্রকার উপদংশ-ঘটিত ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে কি না—সে সব বিষয় চিন্তা করিবার অবসর তাহার নাই। রাহু উন্মত্ত হইলে যাহাকে ভালবাসিতে চাহে তাহাকে লাভ করিতে না পারিয়া জলবিম্বে বা দর্পণেও যদি তাহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, তাহাতেও সে কামজ লালসার কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ হইল মনে করিয়া থাকে। স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, বলপূর্ব্বক হউক, সংসর্গ-লালসার ক্ষণিক তৃপ্তি যেখানে পাওয়া সম্ভব সেখানে সম্বন্ধ বৈধ কি অবৈধ তাহা ভাবিবার, দেখিবার ও বলিবার কিছু নাই—ইহা উৎকট রাহু-ভাব।

রাহু-ভাবাপন্ন ব্যক্তির চিত্তবৃত্তির একটা বিশেষত্ব আছে। পরিচিত-মণ্ডলী, বন্ধুবান্ধব বা অপর কেহ, যে তাহার গাঢ় সংস্পর্শে আসে, তাহার মধ্যে যে সদ্‌গুণ আছে রাহু তাহা নষ্ট করে না, তাহার মধ্যে যেখানে চরিত্রগত দুর্ব্বলতা বা জাতিগত অথবা বংশগত দোষ, রাহু উহাই প্রাণপণে পরিপুষ্ট করিতে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় রাহুর প্রভাব যাহার উপর পড়ে সে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে এবং কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করিতে চেষ্টাবান্ হয়, কিন্তু উদ্দেশ্য তাহার রাহু-ভাব বর্দ্ধন করা। জগতে এখন ক্রমবর্দ্ধমান-

গতিতে রাহুর প্রভাব বেশ চলিয়াছে। একদিকে বাজীকরণ ও রসায়নের নামে সুরাপান, কৃত্রিম উপায়ে যৌবনসঞ্চার বা বানর-গ্রন্থি সংযোগে Rejuvenation ; আর অপর দিকে, ভ্রূণহত্যা না হইলেও গর্ভ-সঞ্চার-নিরোধ, নানা প্রকার বিজ্ঞাপনরঞ্জিত Contra-ceptive, Birth-control, Birth-brake প্রভৃতির ব্যবস্থা। দুই-ই সমগতিতে চলিয়াছে সমসূত্রপাতে। কোন কোন সভ্যসমাজে স্থায়ী-বন্ধ্যাত্ব ও অনুৎপাদকতারও প্রচেষ্টা চলিয়াছে। জগতে লোকসংখ্যার হ্রাস না করিতে পারিলে, ঠিক যেন ধরিত্রীমাতা আর শস্য উৎপাদন করিবেন না, ভোগীর ভোগ বিলোপপ্রাপ্ত হইবে। রাহুর প্রতিষ্ঠার জন্য উগ্র-আকাঙ্ক্ষা আসন পাতিয়া বসিয়া আছে। কভু ঊর্দ্ধমুখে, কভু অধোমুখে, কভু ক্ষিপ্রগতিতে, কভু মন্দগতিতে, কভু ঊষর ভূমির উপর দিয়া, কভু বেলাভূমির মধ্য দিয়া, অবিরাম গতিতে চলিয়াছে Neo-Romanticism বা নব রস-তন্ত্রের অভিসার। সুখ নাই, শান্তি নাই, চির অতৃপ্ত পিপাসা, চাই মদ-মত্ত রাহুর পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা না হইলে বিসর্জ্জন কোথায় ?

যৌনস্পৃহা তৃপ্তির যে উদ্দাম বাসনা উহা এক-প্রকার মানসিক ব্যাধি, দিগ্‌ভ্রান্ত যাত্রীর উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদনা। গভীর জঙ্গলে ভ্রমণ কালেও তাহার মনে হয়, আহা! এই পুংলিঙ্গবাচক বৃক্ষগুলি যদি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইত! যেখানে হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে, রূপলাবণ্য দর্শনের জন্য মানুষের দুর্দ্দমনীয় লালসা ও রূপদর্শনে কামভাবের উদ্রেক বা মস্তিষ্কবিকৃতি, সেখানে রাহুর প্রভাবজনিত ক্ষণিক বাতুলতা (Temporary insanity) ভিন্ন আর অপর কোন্ রোগ সম্ভব হইতে পারে ? জনৈক মনোবিজ্ঞানবিৎ দার্শনিক বলিয়াছেন—

In the language of common life we sometimes speak of a moral insanity, in which a man rushes headlong through a course of vice and crime, regardless of every moral restraint, of every social tie, and of all consequences, whether more immediate or future, yet,

if we take the most melancholy instance of this kind that can be furnished by the history of human depravity, the individual may still he recognised, in regard to all physical relations, as a man of a sound mind ; and he may be as well qualified as other men, for the details of business, or the investigations of science. He is correct in his judgment of all the physical relations of things ; but in regard to their moral relations, every correct feeling appears to be obliterated."

কথাগুলি চিন্তা করিবার বিষয়। ইন্দ্রিয়লালসামত্ত রাহু প্রেমিকার নাম শুনিবামাত্র দুর্ব্বার কাম-জ্বরে জর্জ্জরিত হয়, নামের উচ্চারণের সঙ্গে বায়ু-স্তর স্পন্দিত হইয়া তাহার কর্ণকুহর হইতে মস্তিষ্কের শিরা উপশিরা পর্য্যন্ত এমন একটা দেহের ক্রিয়া সম্পন্ন করে যে সে আত্মহারা হইয়া যায়। বিবেকবুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হইয়া না পড়িলে, অথবা নীচ-রাজসিকতার কাছে সত্ত্বভাব পরাভূত না হইলে, যাহা অনিত্য, যাহা হেমমৃগরূপ মায়া, তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতে অর্থপিশাচ মানুষ অর্থব্যয় করিবে কেন? রাহুভাবাপন্ন ব্যক্তি অর্থবলে সবই করিতে পারে—

"Mammon wins its way where Seraphs might despair." এবং তাহা শোভাও পায়। সে একবারও শুনিতে পায় না নিয়তির নীরব সতর্কবাণী—

'তোমারে মারিবে যে,
গোকুলে বাড়িছে সে।'

কিন্তু ভোগোন্মুখ রাহুর ভোগের অবসান হইলে মানবের হৃদয়ে ধীরে ধীরে জ্বলিতে আরম্ভ করে চিন্তার চিতানল। আর সেই সঙ্গে আসে সর্ব্ব অনটনের মূল, অর্থাভাব—লোকাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, বুদ্ধিভ্রংশ, নীচ স্বার্থপরতা, অবিবেকিতা, এবং ব্যভিচার ও ভ্রষ্টতার তীব্র প্রতিক্রিয়া—the enervating influence of vice। রাহুভাবাপন্ন ব্যক্তির অধঃপতনের কারণই হয় বিভবশালিতার দর্প, আহারে-বিহারে ধনের অযথা অপব্যয়, এবং শক্তির

অসীম ঔদ্ধত্য। তখন কিন্তু আর নিয়তির হাসি উপেক্ষা করা চলে না। তবুও রাহুর এমনই সম্মোহনশক্তি যে মানবের বাহ্যাড়ম্বর তাহার জীবদ্দশায় ঠিক বজায় রাখিয়া যায়। তাই সংসারের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে জীর্ণ-শীর্ণ যত বুভুক্ষুর দল, সহরতলী ও পল্লীর পর্ণকুটীরে যাহাদের জন্ম মৃত্যু, তাহারা ঠিকই মনে করে সুকৃতি ফলে উনি কত সুখী। কিন্তু যিনি ছিলেন একদিন ভাগ্যবান্, সুখী, যাঁর তোরণদ্বারের নয়নরঞ্জন ঔজ্জ্বল্যের বহ্নিশিখায় দিগ্-দিগন্ত একদিন রক্তাভ হইত, তিনি ভাবিতে আরম্ভ করেন, ঐ অগ্নিশিখা, উহা যে প্রাণহীন সমাধি-বর্ত্তিকা, অনাগত শনৈশ্চরের উল্লাস-স্পন্দন।

"There is no peace in the heart of a carnal man or in him that is given to outward things but in the spiritual man."*

প্রেম ও প্রণয় রাজ্যে রাহুর স্বভাব কতকটা শুক্রের মত। শুক্রের ভালবাসা তীব্র, কিন্তু রাহুর ভালবাসা মদোন্মত্ত। ইন্দ্রিয়প্রবণ রাহু কেবলই চাহে উত্তাল-তরঙ্গময় বাসনাসমুদ্রে পঞ্চেন্দ্রিয়ের পূর্ণ-সন্তরণ। শুক্রের শ্রেষ্ঠ অবদান যৌনস্পৃহা, আর সেই স্পৃহার মাদকতার যে উৎকট তাণ্ডবলীলা তাহারই স্রষ্টা চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দক মহারৌদ্র রাহু। কাহার সাধ্য তাহার গতি রোধ করিতে পারে? কামস্পৃহার পদে আত্মবলি দান, নিজের বুকের রক্ত নিজে পান করা, ব্যক্তিগত বিনাশ, জাতিগত আত্মহত্যা— এ সব না হইলে রাহুভাবের পরিপূর্ণতা কোথায়? তাই চৈতন্যরূপিণী আদ্যাশক্তি নিজের বক্ষোরক্ত পান করিয়া বিংশ শতাব্দীর উগ্র-প্রগতিপন্থীদের শিক্ষা দিতেছেন, 'পথভ্রষ্ট পথিক, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। বিনাশাস্ত্রং ন বঃ পন্থা বিশ্ব-পামর-বংশজাঃ'। † মানুষ ইচ্ছা করিলেই নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভগবতীর সেই ভীষণমূর্ত্তি আকাশমার্গে অবলোকন করিতে পারে। কেবল মাত্র অচঞ্চল স্থিরদৃষ্টি আবশ্যক, কারণ আকাশ গাঢ় অন্ধকারে উজ্জ্বল।

---

* The Imitation of Christ.

† "বিনা শাস্ত্রং ন বঃ পন্থা বিশ্বপামরবংশজাঃ।"

হের আর ঊর্দ্ধদেশে	মদনোন্মত্তার বেশে
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী	স্নাত নিজ রুধিরে ॥
বিকট উৎকট স্ফূর্ত্তি	বিপরীত রতিমূর্ত্তি
জগতের সর্ব্বপাপ	নিজ অঙ্গে ধরিয়া ।
আপনার ঘৃণাকর	নগ্নবেশ ঘোরতর
বিশ্বময় দেখাইছে	নিজ রক্ত শুষিয়া* ॥

রাহুর কারকতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ—

দুঃস্থানগত না হইলে

"মৃগপতি-বৃষ-কন্যা-কর্কটেচৈব রাহুর্ভবতি বিপুল-লক্ষ্মী রাজ-রাজ্যাধিপো বা" রাহু ও কেতুর মধ্যে সব গ্রহ থাকিলে 'কালসর্পযোগ' হয়। উক্ত যোগ জাতকের আয়ু হ্রাস করে এবং অন্যান্য শুভ ভাবেরও হ্রাস করিয়া থাকে। লগ্ন রাহু-কেতুর বাহিরে থাকিলে কিয়ৎপরিমাণ শুভ ফল হইতে পারে। রাহু যে ভাবপতির সহিত যুক্ত হয়, বা যে ভাবপতির বিপরীত সপ্তমে থাকে, সেই ভাবের বৃদ্ধি হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে,

"যদ্‌যদ্ভাবগতো রাহুঃ কেতুশ্চ জননে নৃণাম্।
যদ্‌যদাবেশসংযুক্তস্তৎফলং প্রদিশেদলম্ ॥"

খনার বচনে আছে,

'সূর্যে কুজে রাহু মিলে, গাছের দড়ি বন্ধন গলে।
যদি রাখে ত্রিদশ নাথ তবু খায় সে নীচের ভাত' ॥

রাহু হইতে পিতামহ ও তাঁহার ভাগ্য গণনীয় ॥

রাহু ও শনির বৈশিষ্ট্য এবং বৈলক্ষণ্য নির্দ্দেশ

পাপগ্রহগণের মধ্যে রাহু ও শনি—দুই গ্রহই ভীষণ। রাহুর যেস্থানে কার্য্যের পরিসীমা, শনির ঠিক সেইখানেই কার্য্যের আরম্ভ। রাহু ঐহিক জগতে নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত ভোগবিলাস ও পর-পীড়নের মূর্ত্ত বিকাশ,

---

* ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দশমহাবিদ্যা।'

আর শনি দুঃখ দৈন্য, দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাত। ভোগের চরমে উঠিয়া রাহু যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন আরম্ভ হয় শনির ত্যাগের 'জেহাদ্' বা আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভের 'ক্রুসেড্'। রাহু পারলৌকিক জগতের কোন সন্ধানই দেয় না, শনি তথাকার অব্যর্থ সন্ধান দরিদ্রের শূন্য দুয়ারে অলক্ষ্যে দান করিয়া যায়, কেহ পায়, কেহ বা পায় না। যান্ত্রিক উপমার ভাষায় বলিতে হইলে, রাহু ঐহিক জগতের তীব্রগতি বাষ্পযান, শনি পারলৌকিক জগতের বেতার-বার্ত্তাবাহী। রাহু বহির্জগতের 'সার্চ-লাইট্', শনি অন্তর্জগতের প্রদীপ-শিখা। **ইহ-সর্ব্বস্ব-বাদী-রাহু** আত্মাকে অনাহারী ও দুর্ব্বল করিয়া দেহকে সবল করিতে চাহে, কারণ রাহুর আনন্দ ভোগে, **পরলোক-বিশ্বাসী শনি** দেহকে অনাহারী ও দুর্ব্বল করিয়া আত্মাকে সবল করিতে চাহে, কারণ শনির আনন্দ ত্যাগে। রাহুর ভোগ লোকসমাজের মধ্যে, শনির ত্যাগ লোকচক্ষের অন্তরালে। রাহুর প্রভাবে মানুষ, বড় মানুষ—কিন্তু প্রকৃত 'বড়' নহে—a magnified man—নিঃসার গৌরবে ও প্রতিষ্ঠায় মহত্তর; শনির প্রভাবে মানুষ ঠিক তাহার তুল্যমূল্যে দৃষ্ট হয়—a natural man in his true worth—একটু কমও নহে, একটু বেশীও নহে। রাহুভাবাপন্ন পিতার ঔরসে শনিভাবাপন্ন মাতার গর্ভজাত যে সব সন্তান—তাহারা জীবনের প্রথমার্দ্ধে ভোগ করে নানাপ্রকার লোলুপ বাসনার উচ্ছৃঙ্খল তৃপ্তি, কিন্তু জীবনের শেষার্দ্ধে অনুভব করে নানাপ্রকার শূন্যতা, অভাব ও দৈন্যবিজড়িত অশান্তির মধ্যে অতীতের মধুর স্মৃতি। ঘাতের পরে প্রতিঘাত, উগ্র বিষের তীব্র প্রতিক্রিয়া,—উত্থানের শেষ, পতনের আরম্ভ। জীবন-সৈকতে কর্ম্মতরঙ্গের ফেনিল উচ্ছ্বাস, আবার কালান্তরে তাহার মন্দগতিতে অপসরণ। মায়া-বৈচিত্র্যের একটা অপূর্ব্ব অধ্যায়! একাধারে শিব ও অশিবের সমাবেশ!

কেতু—রাহুরই মত, আবর্ত্তন চক্রে বিপরীত গতিতে চলে। ইহার বক্র বা অতিচার গতি নাই, অস্তমিত ভাব নাই, বাল্য, বার্দ্ধক্য কোন

অবস্থাই নাই, চক্ষু নাই সুতরাং কোন দিকে দৃষ্টি নাই। বাঙ্গলার জ্যোতির্বিবদ্‌গণ 'অষ্টোত্তরী' মতে ইহার দশা-অন্তর্দ্দশা বিচার করেন না। কোন কোন বিষয়ে শনির মত কেতুর স্বভাব হইলেও, ইহা অতি রৌদ্র, অতি ক্রুর—হৃদয়হীন নির্ম্মমতার উপাদানে গঠিত ইহার মূর্ত্তি। ব্যাবহারিক জগতে যেটুকু আবশ্যক, মোটামুটি আহার-বিহার, অপরিচ্ছন্ন বেশভূষা, স্থূলভাবের কথাবার্ত্তা ও জীবনধারণোপযোগী পার্থিব বিষয়ের মোটামুটি জ্ঞান—এইটুকুই যথেষ্ট। ঠিক যেন সে হাসি-কান্নার মধ্যবর্ত্তী, ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত, নিত্য দোদুল্যমান সজীব দোলক, নিজের শক্তি নাই, কেবল যন্ত্রের সাহায্যে চালিত।

কেতুভাবাপন্ন মানব, শীতকালের কালভুজঙ্গের মত, বনগহ্বরে অন্ধকারে নিরালায় নিদ্রাভিভূত—কুঁড়ে ঘরেই তাহার বাস, সেইখানেই তাহার জীবনের অবসান। কাহারও সাহায্য, পরিচর্য্যা সে চাহেনা, আর তাহা পায়ও না। ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্র আদর্শেই সে বিভোর। কেতুভাবাপন্ন ব্যক্তি দাসানুদাস, ক্রীতদাস, Helot, প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষ হইয়া থাকে। কেতু আলস্য, নিদ্রালুতা, কর্ম্মশৈথিল্য, দৈহিক আরাম, কর্ম্মজড়তা প্রভৃতির কারক। কেতুভাবাপন্ন ব্যক্তি প্রায়ই তান্ত্রিক-রহস্য বা occult science সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকে, এবং আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া অনুশীলন (psychic culture) তাহার চিত্তবিনোদন করিতে সমর্থ হয়। কেতুর প্রভাবে মানুষ, দেশ-প্রথানুসারে আচার ব্যবহারে, গোঁড়ামি ও জাতি-ভেদ মানিয়া চলে।

কেতু হইতে কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, মুটে-মজুর, বিত্তহীন শ্রেণী বা proletariat কল্পনা করা যায়। আর্থিক ব্যাপারে তাহার স্বার্থের সহিত যদি কাহারও সংঘর্ষ হয় তাহা হইলে সে কোন প্রকার ক্ষতি সহ্য করে না। কেতু শ্রমিক শ্রেণীর পরিপোষক, সুতরাং ধনজীবী ও সাম্রাজ্যবাদীর প্রবল অরি।

কেতুর ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা অপরিসীম। সে যখন মার খায় তখন মনে করে প্রহার ও পীড়নই যেন তাহার প্রাপ্য। কিন্তু যদি কোন প্রকারে সে বুঝিতে পারে তাহার কতকগুলি জন্মগত অধিকার আছে এবং সে অধিকার হইতে সে বঞ্চিত, তখন সে ক্ষিপ্ত হয় এবং প্রবঞ্চককে পশ্চাৎ হইতে ছুরিকাঘাত করাই শ্রেয়ঃ মনে করে। নীচ কেতুর প্রভাবে মানুষ অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক, কসাই, গুণ্ডা, গুপ্তহত্যাকারী, ঘাতক ও যথেচ্ছাচারী হইয় থাকে।

কেতুর আত্মবোধি প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেই থাকে। কিন্তু অন্যের মন্ত্রণায় বা প্ররোচনায় বা অন্য কোনও রূপে সেই সুপ্ত আত্মবোধ জাগ্রত হইলে কেতু সহসা উত্তেজিত হইয়া পড়ে ও নিজের অধিকার বোধের উন্মাদনায় শত্রুর প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হয়। সুতরাং কেতু হইতে সাম্প্রদায়িক বৈরিতা ও বিচ্ছেদ অনুমেয়। এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ কেতুর পুনঃপ্রতিষ্ঠার সূচনা। উত্তেজিত কেতু, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত শক্তিমান। দেহে বস্ত্র নাই, পদে পাদুকা নাই, কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত আদিম মানবের রূপান্তর, শ্মশানের শুষ্ক কঙ্কাল বিশেষ এই যে কেতু, ঠিক যেন ভস্মস্তূপে আচ্ছাদিত নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নিখণ্ড—স্পর্শ কর—দগ্ধ করিয়া দিবে। একবার সে উত্তেজিত বা প্রজ্জ্বলিত হইলে, তাহার প্রলয়ঙ্করী দাহিকাশক্তি উৎক্ষিপ্ত তেজে, দাবানলের মধ্য দিয়া শত্রুকে ভস্মীভূত করিবে, অথবা সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে নিজকে ভস্মীভূত করিয়া তবে নিরস্ত হইবে। কেতুভাবাপন্ন ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইলে, সে হয় অনলোদ্গারী আগ্নেয়গিরি, হয় সব ভস্মীভূত করিবে, না হয় নিজে নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হইবে। কেতু হইতে বিপ্লববাদিতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক 'বলশেভিজম্' কল্পনা করা যায়।

কেতু স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা বুঝে, এবং স্ত্রীলোক-ঘটিত কোন নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের সে সম্পূর্ণ বিরোধী। নারীর আত্মসম্মানে কোনরূপে আঘাত লাগিলে কেতু মনে করে—ইহা আমার নিজের অপমান, আমার জাতির অপমান। দুরাচারীর উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য তখন সে নির্ম্মম—

"কঠিন পাষাণ প্রাণে বাজে না'ক ব্যথা"। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে দ্বিতীয় রিচার্ডের রাজত্বকালে সামান্য কারণে ওয়াট টাইলার্ যে 'কৃষক বিদ্রোহ' সৃষ্টি করিয়াছিল, জ্যোতিষিক দৃষ্টান্ত হিসাবে, উহা কেতুর আত্মসম্মানে আঘাত দিবার প্রতিফল সূচিত করে। আততায়ীর হৃদয় শোণিতে প্রতিহিংসা-বহ্নি নির্ব্বাপিত করা কেতুর কাজ।

কেতুর প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য-রস-বোধ বর্ত্তমান আছে, কিন্তু অপ্রকট অবস্থায়। কেতুভাবাপন্ন ব্যক্তি যদি ধর্ম্মের নূতন রূপ দেখিতে পায়, তাহার রস-সৌন্দর্য্যে যদি ভগবান্‌কে উপলব্ধি করা সম্ভব মনে করে, যদি সে বুঝে যে মানবের একটা আদর্শ আছে যাহা পাওয়া যায়—ভোগে নহে—ত্যাগে, এবং এ কথাও যদি সে বুঝে যে ধর্ম্মের-নিয়ন্তা ধর্ম্মের নামে যথেচ্ছাচারিতায় নিমগ্ন, তাহা হইলে সে চলিত ধর্ম্ম-প্রথার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ধর্ম্মের নূতন রূপ দিতে বদ্ধপরিকর হয়। জন্ উইক্লিফ্ ও তাঁহারই গঠিত 'ললার্ড' দল শুভ কেতুর পরিচায়ক।

কেতু যে ভাবে থাকে বা যে ভাবপতির সহিত যুক্ত হয়, সেইরূপ ফল দেয়। রাহুর মত কেতুও 'যদ্‌যদাবেশসংযুক্তস্তৎফলং প্রদিশেদলম্'। কেতু হইতে হঠাৎ দুর্ঘটনা, সহসা উচ্চস্থান হইতে পতন, পদ ও প্রতিষ্ঠার হানি কল্পনীয়। কেতু লগ্নাধিপতির সহিত যুক্ত হইয়া দুর্ব্বল হইলে জাতক চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে। যদিও জ্যোতিষ মতে একাদশে যে গ্রহই থাকুক সে শুভদায়ী, তথাপি একাদশে কেতু অশুভসূচক। 'সর্ব্বার্থ চিন্তামণি'তে লিখিত আছে,—কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে ষষ্ঠপতি, লগ্নপতি ও রাহু বা কেতু থাকিলে শৃঙ্খলযুক্ত কারাবরোধ (rigorous imprisonment) হয়।

কেতু হইতে মাতামহ এবং তাঁহার ভাগ্য গণনা করা বিধেয়।

রাহু ও কেতুর বৈশিষ্ট্য এবং বৈলক্ষণ্য নির্দ্দেশ

রাহুর প্রকৃতি কতকটা শুক্রের মত, কেতুর প্রকৃতি কতকটা শনির মত। ধর্ম্মক্ষেত্রে রাহু উচ্ছৃঙ্খল, গতানুগতিকতার বিরোধী ; কেতু উদার, কিন্তু বংশপরম্পরাগত রীতির অনুগামী। রাজনীতি-ক্ষেত্রে রাহু সাম্রাজ্যবাদী, কেতু গণতন্ত্রবাদী। রাহু প্রকুপিত হইলে প্রকাশ্য রাজপথে জনকোলাহলের মধ্যে হত্যা ও রক্তপাত করে, কেতু কুপিত হইলে অন্ধকারে, নীরবে গুপ্তহত্যা করে,—কীচক বধ, ইংলণ্ডে টমাস বেকেটের হত্যা, আফগানিস্থানের নাদীর সা'র হত্যা, অ্যাণ্ডামান্স-এ লর্ড মেওর হত্যা, ক্রুদ্ধ কেতুর পরিচায়ক। রাহুর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই,—শর ও শরাসন, কোদণ্ড টঙ্কার, কেতুর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই চোরাবালীর শীতলতা। আদিম পশুবৃত্তির দিক্ দিয়া দেখিলে, রাহু তাড়কা রাক্ষসী, কেতু পুতনা। ব্যাবহারিক জগতে, রাহুর সব কাজেই 'হাঁক ডাক', পূর্ণ আলোড়ন-বিলোড়ন, কেতুর সব কাজেই বুঝা যায়—'মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ'। রাহু জাগ্রত গণ্ডার, কেতু সুপ্ত বিষধর। রাহুভাবাপন্ন ব্যক্তি তাহার বাস্তব বা কল্পিত অধিকারের জন্য গণ্ডারের মত কর্দ্দমের দিকে ছুটে, ঠিক যেন কে তাহাকে বঞ্চিত করিতেছে তাহার যক্ষপ্রদত্ত পাতালপুরীর ধনরত্ন হইতে। কেতুভাবাপন্ন ব্যক্তিকে যদি বুঝাইয়া দেওয়া হয় তাহার অপহৃত মাথার মণির কথা, সে ফণা উত্তোলন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়—কোথায় সেই মাথার মণি। একজন অন্বেষণ করে তাহার আকাঙ্ক্ষিত বা কল্পিত অধিকার, অপর জন অন্বেষণ করে, শুভ তাহার জন্মগত স্বত্বটুকু—এই প্রভেদ।

প্রাথমিক জ্যোতিষ-তত্ত্ব

দ্বিতীয় খণ্ড

জন্মপত্রিকা, পুরুষের কি স্ত্রীলোকের,— তাহার নির্ণয় বিধি

জন্মকুণ্ডলীতে মেষ রাশিকে এক (১) সংখ্যা ধরিয়া লগ্ন যে রাশিতে আছে সে পর্য্যন্ত সংখ্যা লইবে। পরে মেষ হইতে রবি যে রাশিতে আছে তাহার সংখ্যা লইবে। তাহার পর, মেষ হইতে রাহু যে রাশিতে আছে তাহার সংখ্যা লইবে। এই তিনটী সংখ্যা যোগ করিয়া সাত (৭) দিয়া ভাগ করিলে যে উদ্বৃত্ত সংখ্যা (Remainder) থাকিবে, উহা যদি 'যোড়' সংখ্যা হয় ত বুঝিতে হইবে স্ত্রীলোকের কোষ্ঠী, এবং শূন্য বা 'বিযোড়' সংখ্যা হয় ত পুরুষের কোষ্ঠী অনুমেয়।

তিনটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) একটী কুণ্ডলীতে দেখা গেল, জাতকের সিংহ লগ্নে জন্ম এবং কুম্ভে রবি, রাহু।

এস্থলে মেষ হইতে লগ্ন—৫
মেষ হইতে রবি— ১১
মেষ হইতে রাহু— ১১

৫+১১+১১=২৭

২৭÷৭=অবশিষ্টাংশ ৬ যোড় সংখ্যা, সুতরাং উহা স্ত্রীলোকের কুণ্ডলী।

(২) বৃষ লগ্ন, মিথুনে রবি, তুলায় রাহু।

২+৩+৭=১২

১২÷৭=৫ বিজোড় সংখ্যা অবশিষ্ট,
অতএব ইহা পুরুষের কুণ্ডলী।

(৩) বৃষ লগ্ন, লগ্নে রবি, মীনে রাহু।

মেষ হইতে লগ্ন= ২
মেষ হইতে রবি— ২
মেষ হইতে রাহু=১২

২+২+১২=৭ | ১৬

২, ২ অবশিষ্ট

সুতরাং স্ত্রীলোকের কুণ্ডলী।

জন্মকুণ্ডলী দেখিয়া আকৃতি ও বর্ণ (Appearance and Complexion) নির্ণয়

লগ্ন হইতে জাতকের আকৃতি নির্ণয় করা যায়। যাহার যত দণ্ডে জন্ম সেই গ্রহ হইতে দেহের রং অনুমান করিলেও লগ্নে যে গ্রহের স্থিতি ও দৃষ্টি আছে তাহা হইতেও ইহা স্থূলভাবে বুঝা যায়।

বয়স নির্ণয়

জাতকের জন্মকুণ্ডলী দেখিয়া বয়স নির্ণয় করিবার স্থূল নিয়ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা যে নির্ভুল এবং সঠিক তাহা নহে, তবে এই নিয়মানুসারে বয়সের মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়। শনি, রাহু ও বৃহস্পতি হইতে বয়স নির্ণয় করা হয়। জন্মকালে শনি যে রাশিতে থাকে, ত্রিশ বৎসর (সূক্ষ্ম হিসাবে, ২৯ বৎসর ৫ মাস ১৮ দিন) পরে সেইখানে ঘুরিয়া আসে। অর্থাৎ প্রত্যেক রাশির ৩০° অতিক্রম করিতে আড়াই বৎসর কাল সময় লাগে, প্রতিমাসে ইহার গতি ১° মাত্র। রাহু অষ্টাদশ (সূক্ষ্ম হিসাবে ১৮।৭।১৮) বৎসর পরে স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। প্রত্যেক রাশি অতিক্রম করিতে তাহার দেড় বৎসর কাল লাগে। বৃহস্পতি দ্বাদশ বৎসর পরে জাতকের জন্মকালীন ক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করে, অর্থাৎ প্রত্যেক রাশি অতিক্রম করিতে তাহার এক বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। এখন, জন্মকালীন শনি হইতে যদি বয়স অনুমিত হয় পনের বৎসর, আর রাহু হইতে যদি চৌদ্দ বৎসর এবং বৃহস্পতি হইতে তের বৎসর অনুমিত হয়, তাহা হইলে "জাতকের বয়স আনুমানিক ১৪ বৎসর হইবে" বলিলে, সঠিক না হইলেও, সামান্য তারতম্য হেতু বে-ঠিকও বলা যায় না।

গণনা করিবার দিবসে তাৎকালিক গ্রহ-সন্নিবেশ মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

জন্মমাস কথন

বৈশাখ মাসে রবি মেষ রাশিতে থাকে, এবং চৈত্র মাসে রবি মীন রাশিতে থাকে। অর্থাৎ বার মাসে বার রাশি বামাবর্ত্তে অতিক্রম করিয়া পুনরায় ১লা বৈশাখ রবির মেষে উদয় হয়। ইহা মনে রাখিলে বুঝা যায় যে বয়স নির্ণয় করিবার জন্য, মেষ হইল বৈশাখ মাস এবং মীন হইল চৈত্র মাস। সুতরাং রবি যে রাশিতে থাকিবে, জাতকের উহাই জন্মমাস।

দৃষ্টান্ত ঃ—রবি সিংহে, মেষ হইতে পঞ্চম স্থানে। সুতরাং জাতকের জন্ম বৈশাখ হইতে পঞ্চম মাসে, অর্থাৎ ভাদ্র মাসে। কোন মাস ২৯শে, ৩১শে বা ৩২শে হইলে সামান্য তারতম্য হওয়া সম্ভব।

পক্ষ নির্ণয়

জাতক কোন্ পক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা বুঝিবার স্থূল নিয়ম এই ঃ— স্মরণ রাখিতে হইবে যে রবি ও চন্দ্র একই রাশিতে যুক্ত হইলে সেই দিন অমাবস্যা হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের সেই দিন শেষ। ইহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ রবি হইতে সপ্তম রাশিতে চন্দ্র থাকিলে সেই দিন পূর্ণিমা হয়, অর্থাৎ সেই দিন শুক্লপক্ষের শেষ। প্রকারান্তরে—রবি হইতে পরবর্ত্তী সপ্তম গৃহ প   শুক্লপক্ষ, এবং রবি হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তম গৃহ পর্য্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ। জন্মকুণ্ডলীতে চন্দ্রের স্থিতি দেখিয়া পক্ষ নির্ণয় করা বিধেয়।

জন্মতিথি কথন

চন্দ্র যে রাশিতে থাকে, ২৭ দিনে (সূক্ষ্ম হিসাবে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট), দ্বাদশরাশি পরিভ্রমণ করিয়া সেই রাশিতে ফিরিয়া আসে। অর্থাৎ, সওয়া দুই দিনে চন্দ্র এক রাশি হইতে পরবর্ত্তী রাশিতে গমন করে। এখন, ধরিয়া লওয়া হউক, জাতকের জন্মকুণ্ডলীতে ১৭ই চৈত্র সন ১৩৪০

সাল রবি আছে মীন রাশিতে এবং চন্দ্র আছে উহারই বিপরীত সপ্তম (কন্যা) রাশিতে; তাহা হইলে, জাতকের জন্ম পূর্ণিমা তিথিতে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে চন্দ্র রহিয়াছে ধনু রাশিতে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে চারি ঘর বেশী আসিয়াছে, অর্থাৎ সওয়া দুই দিনের হিসাবে, পূর্ণিমা হইতে নয় দিন পরিভ্রমণ করিয়াছে, তাহা হইলে জাতকের অষ্টমী তিথিতে জন্ম। মৌখিক গণনায় রবির অংশ জানা সম্ভব হইলেও, চন্দ্রের অংশ জানা সম্ভব নহে, সেইজন্য গণনাফলে সামান্য তারতম্য হওয়া সম্ভব, অর্থাৎ অষ্টমী না হইয়া সপ্তমী বা নবমী হওয়াও সম্ভব।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঃ—ধরিয়া লওয়া হউক, জাতকের জন্ম হইয়াছে উক্ত বৎসর (১৩৪০) ২১ শে আগষ্ট, ৫ই ভাদ্র, এবং জন্মকুণ্ডলীতে রবি আছে সিংহ রাশিতে, এবং চন্দ্র আছে রবিরই সহিত একত্র। এরূপ ক্ষেত্রে বলা যায় যে জাতক অমাবস্যা তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু চন্দ্র যদি তুলায় থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তিন ঘর বেশী আসিয়াছে, অর্থাৎ সওয়া দুই দিনের হিসাবে, প্রায় সাত দিন অমাবস্যা হইতে চন্দ্র পরিভ্রমণ করিয়াছে, সুতরাং জাতকের জন্ম ষষ্ঠী তিথিতে, কিন্তু পঞ্চমীও হইতে পারে। কোনও তিথির শেষ পাদ এবং পরবর্ত্তী তিথির প্রথম পাদ—এরূপ অবস্থা হইলে সামান্য তারতম্য সম্ভব, কারণ ইহা মৌখিক গণনার স্থূল প্রণালী মাত্র।

জাতকের জন্ম দিবাভাগে কি নিশাভাগে, তাহার নির্ণয় প্রণালী

কুণ্ডলী দেখিয়া জাতকের জন্ম সময় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে দেখিতে হইবে সূর্য্যোদয় কালে কোন্ লগ্নের উদয় হইয়াছিল, তাহার পর জন্মলগ্ন স্থির করিতে পারিলেই, দিবাভাগে কি নিশাভাগে জন্ম, এমন কি কোন্ ঘটিকায় জন্ম নির্দ্ধারিত হইবে। মৌখিক গণনায় ১৫।২০ মিনিটের, অর্থাৎ দুই-এক দণ্ডের, প্রভেদ হইতে পারে।

জাতকের চিত্তবৃত্তি (Mentality), প্রকৃতি (Temperament) এবং সাধারণ বুদ্ধি (Common Sense) বিচার করিবার বিধি

মানবের মন, প্রকৃতি, বুদ্ধি, বিবেচনা—এইগুলি পরস্পর এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট যে উহাদিগকে স্বতন্ত্রভাগে বিভক্ত করিয়া ফল বিচার সম্ভব নহে। সেই কারণে, সবগুলি একত্র বিচার করা কর্ত্তব্য।

জাতকের মন বা মানসিক বৃত্তি, চন্দ্র হইতে বিচার্য্য। জাতকের প্রকৃতি (১) আত্মাকারক গ্রহ, * (২) লগ্ন এবং (৩) মঙ্গল হইতে বিচার্য্য। জাতকের সাধারণ বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি বুধ ও পঞ্চমভাব হইতে বিচার্য্য।

স্থূল কথা এই যে, যে গ্রহের প্রভাব জাতকে অধিক, তদনুসারেই তাহার মানসিক ও চরিত্রগত ভাবগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কোষ্ঠী হইতে মাতা, পিতা ও পুত্রকন্যার মধ্যে পরস্পরের সদ্ভাব বা অসদ্ভাব, স্বামী স্ত্রীতে প্রেম ও ভালবাসা, শ্বশ্রূ ও পুত্রবধূর স্নেহ-ভক্তি ভাব, জাতকের সহিত বন্ধুবান্ধবের প্রীতি ইত্যাদি বিষয় অনুমান করা অসম্ভব নহে। স্থূল নিয়ম এই যে, উভয়ের জন্মকুণ্ডলীতে চন্দ্র মিত্রভাবাপন্ন রাশিতে থাকিলে একের সহিত অপরের 'মিল' হইয়া থাকে। (এ স্থলে চর, স্থির এবং অগ্নি, পৃথ্বী ইত্যাদিও মনে রাখা কর্ত্তব্য)। উভয়ের লগ্নপতি মিত্র হইলে, পরস্পরের মধ্যে প্রীতিভাব বৃদ্ধি পায়। উভয়ের জন্মকুণ্ডলীতে যে পরিমাণে বুধ এবং মঙ্গল শুভ হইবে, সেই পরিমাণে তাহাদের মধ্যে বুদ্ধি, প্রকৃতি এবং কার্য্যের ধারায় পরস্পর সামঞ্জস্য হওয়াতে প্রীতিভাব দৃঢ় হইবে।

জন্মরাশি কথন

জন্মকুণ্ডলীতে অর্থাৎ জাতকের জন্মকালে, চন্দ্র যে রাশিতে আছে, উহাই জাতকের জন্মরাশি। লগ্নের পঞ্চম ও সপ্তম স্থানের মত জন্মরাশিরও

---

* রাহুর 'স্ফুট' যদি সর্ব্বাপেক্ষা কম হয় ত উহাই আত্মাকারক, এবং অন্যান্য গ্রহের মধ্যে যাহার স্ফুট অধিকতম সেই আত্মাকারক গ্রহ হইয়া থাকে।

পঞ্চম স্থান হইতে জাতকের সন্তানভাব, এবং সপ্তম স্থান হইতে জায়াভাব বিচার্য্য।

জাতকের গণ কথন

জ্যোতিষ শাস্ত্রে সাতাশটী তারা বা নক্ষত্র * আছে। উক্ত নক্ষত্র হইতে জাতকের গণ নির্ণয় করা হয়। নিম্নলিখিত তালিকাটী দ্রষ্টব্য ঃ—

দেবগণ—নক্ষত্র সংখ্যা ১।৫।৭।৮।১৩।১৫।১৭।২২।২৭

নরগণ— ২।৪।৬।১১।১২।২০।২১।২৫।২৬

দেবারি বা রাক্ষসগণ—অবশিষ্ট নক্ষত্রজাত ব্যক্তি, অর্থাৎ ৩।৯।১০ ১৪।১৬।১৮।১৯।২৩।২৪

লগ্ন কথন (Ascendant)

মেষ হইতে মীন পর্য্যন্ত যেমন দ্বাদশটী রাশি আছে, সেইরূপ লগ্নও দ্বাদশটী, এবং উহাদেরও নাম মেষ, বৃষ ইত্যাদি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রবি দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশিতে থাকে। রবি যে মাসে যে রাশিতে থাকে, সেই মাসের প্রত্যেক দিন স্থর্য্যোদয়কালে সেই লগ্নের উদয় হয়। এবং বাংলা মাসের যে দিন যত তারিখ সেই অনুসারে স্থর্য্যোদয়কালে লগ্নের পূর্ণমানের তত অংশ উদিত বলিয়া গণ্য হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক রাশির পূর্ণমান ৩০°। ঐ ৩০° হইতে গতাংশ বিয়োগ করিলে গম্যাংশ বা ভোগ্যাংশ বাহির হইবে। যেমন, কাহারও জন্ম হইয়াছে ১লা বৈশাখ, ইং ১৪ই এপ্রিল, স্থর্য্যোদয়ের দুই চারি মিনিট পরে বা মধ্যে।

*নক্ষত্র প্রকরণ—১ অশ্বিনী, ২ ভরণী, ৩ কৃত্তিকা, ৪ রোহিণী, ৫ মৃগশিরা, ৬ আর্দ্রা, ৭ পুনর্ব্বসু, ৮ পুষ্যা, ৯ অশ্লেষা, ১০ মঘা, ১১ পূর্ব্বফল্গুনী, ১২ উত্তরফল্গুনী, ১৩ হস্তা, ১৪ চিত্রা, ১৫ স্বাতী, ১৬ বিশাখা, ১৭ অনুরাধা, ১৮ জ্যেষ্ঠা, ১৯ মূলা, ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, ২১ উত্তরাষাঢ়া, ২২ শ্রবণা, ২৩ ধনিষ্ঠা, ২৪ শতভিষা, ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ, ২৬ উত্তরভাদ্রপদ, ২৭ রেবতী ; এই সাতাশটীকে নক্ষত্র বলে।

সুতরাং মেষ রাশির এক অংশে রবি ছিল, অতএব জাতকের জন্ম হইয়াছে মেষলগ্নে—ভুক্তাংশ হইল ১° এবং ভোগ্যাংশ হইল ২৯°। মনে রাখিতে হইবে যে সূর্য্যোদয় যেমন পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ লগ্নেরও উদয় পূর্ব্বাকাশে হইয়া থাকে, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে কোষ্ঠ সূর্য্যকিরণ সম্পাতে সমুজ্জ্বল থাকে তাহাই উদিত লগ্ন। কেহ যদি উক্ত তারিখের অপর সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে জন্ম সময় নির্ণয় করিয়া (স্থানীয় সময়ে পরিবর্ত্তিত করিয়া) জন্মদণ্ড বা ইষ্টদণ্ড নির্ণয় করিবে। নিম্নের 'ফুট-নোট' (ক) দ্রষ্টব্য। জন্মসময় (ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ড) হইতে সূর্য্যোদয়কালীন সময় (ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ড) বাদ দিলে যাহা বাকি থাকিবে, উহাকে আড়াই গুণ করিলে **ইষ্টদণ্ড** বাহির হইবে। বৈশাখ মাসের সূর্য্যোদয়কালে জন্ম হইলে দেখিতে হইবে, মেষ লগ্নের পূর্ণমান কত। ধরিয়া লওয়া হউক, জাতক কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সেখানে মেষরাশির পূর্ণ লগ্নমান ৪ দণ্ড, ৬ পল, ৩৭ বিপল মাত্র। তাহা হইলে ৪।৬।৩৭ হইতে ভুক্তাংশ বাদ দিলে, মেষের অবশিষ্ট ভোগ্যাংশ পাওয়া যায়, এবং তাহার সহিত পরে পরে (আবশ্যক মত) বৃষ, মিথুন প্রভৃতির পূর্ণ লগ্নমান যোগ করিয়া ইষ্টদণ্ড পাওয়া যাইবে, তখন বুঝিতে হইবে উহাই জাতকের **জন্মলগ্ন**। তাহার পর ত্রৈরাশিক অঙ্ক দ্বারা জন্মলগ্নের স্ফুট বাহির করিতে হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষ গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন লগ্ননিরূপণবিধি দেওয়া আছে, কিন্তু মূল নিয়ম একই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান একরূপ নহে। দ্বাদশ লগ্নের পূর্ণমান প্রত্যেক পঞ্জিকায় প্রদত্ত হইয়া থাকে। পর পৃষ্ঠায় বিহারের তিনটী সহরের লগ্নমান * দেওয়া হইল।

(ক) ঘণ্টা, মিনিটকে আড়াই দিয়া গুণ করিলে দণ্ড হয়। দণ্ড, পলকে আড়াই দিয়া ভাগ করিলে ঘণ্টা, মিনিট হয়। আড়াই দণ্ড=এক ঘণ্টা। এক দণ্ড=চব্বিশ মিনিট। আড়াই পল=এক মিনিট। ষাট বিপল=এক পল। মোটামুটি হিসাবে লগ্নমানের $\frac{১}{৩০}$ অংশ প্রায় ১২ বিপল।

লগ্ন	মুঙ্গের			দ্বারভাঙ্গা ও মজঃফরপুর		
	দং	প	বি	দং	প	বি
মেষ	৩	৪৩	২	৩	৪২	০
বৃষ	৪	১৩	৪	৪	১২	৫
মিথুন	৫	৩	২	৫	২	৫
কর্কট	৫	৪০	২	৫	৪০	৫
সিংহ	৫	৪৪	৪	৫	৪৫	৩
কন্যা	৫	৩৪	৪	৫	৩৬	০
তুলা	৫	৩৪	৪	৫	৩৬	০
বৃশ্চিক	৫	৪৪	৪	৫	৪৫	৩
ধনু	৫	৪০	২	৫	৪০	৫
মকর	৫	৩	২	৫	২	৫
কুম্ভ	৪	১৩	২	৪	১২	৫
মীন	৩	৪৩	২	৩	৪২	০

* শ্রীযুক্ত দেবকীনন্দন সিংহ প্রণীত 'জ্যোতিষ-রত্নাকর' হইতে গৃহীত।

মৌখিক প্রণালী

অঙ্ক না কসিয়া মুখে মুখে জন্মলগ্ন নিরূপণ করা যায়। কিন্তু তাহাতে কয়েকটি মূল কথা মনে রাখা আবশ্যক :—

১। সূর্য্যোদয়কালে যে লগ্নের উদয় হয়, সূর্য্যাস্তকালে তাহারই বিপরীত সপ্তম লগ্নের অস্ত হয়। যেরূপ সূর্য্যোদয়কালে লগ্নের কিয়দংশ ভুক্ত থাকে, তদ্রূপ সূর্য্যাস্তকালেও ৭ম লগ্নের কিয়দংশ ভুক্ত থাকে।

২। কোন নির্দ্দিষ্ট মাসের ১লা তারিখ সূর্য্যোদয়কালে যে লগ্নের উদয় হয়, সেই মাসের ৩০ দিনই প্রত্যহ সেই লগ্নেরই প্রথম উদয় হয় এবং ৬০ দণ্ডে বা ২৪ ঘণ্টায় দ্বাদশটী লগ্ন পরে পরে উদিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক লগ্নের স্থূল পূর্ণমান ৫ দণ্ড, বা দুই ঘণ্টা কাল। মনে রাখিলে ভাল হয় যে বৃশ্চিক লগ্নের স্থিতি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী, অর্থাৎ দং ৫।৪১।৩৮, প্রায় সওয়া দুই ঘণ্টা, এবং মীন লগ্নের স্থিতি সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পকালব্যাপী, অর্থাৎ দং ৩।৪৪।৪৫, পৌনে দুই ঘণ্টার অধিক নহে।

৩। সূর্য্যোদয়কালে যে লগ্ন উদিত থাকে, তাহার ভুক্তাংশের স্থূল হিসাবে তত সংখ্যা, গণনার দিন বাংলা মাসের যত তারিখ। যেমন কাহারও জন্ম হইল ৫ই বৈশাখ বা ১৫ই বৈশাখ, তাহা হইলে লগ্নের ভুক্তাংশ হইল ৫ বা ১৫।

৪। যে মাসে ৩১শে বা ৩২শে তারিখে সংক্রান্তি, সেই মাসের উক্ত তারিখদ্বয়ের সূর্য্যোদয়কালীন লগ্নাংশ মৌখিক হিসাবে নির্ণয় করা সুকঠিন, কারণ শেষ দিনে ২৯ অংশ বা ৩০ অংশও হইতে পারে, আবার রবির সংক্রমণ হেতু, পরবর্ত্তী লগ্নের ১ অংশ হইতে পারে।

৫। সূর্য্যোদয়কাল এবং সূর্য্যাস্তকাল বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রতি মাসের উদয়াস্ত কাল মনে রাখা সম্ভবপর নহে, সুতরাং নিম্নের কয়েকটি কথা মনে রাখিলেই চলিবে :—

(ক) ৮ই চৈত্র ইংরাজী ২২শে মার্চ্চ দিবাভাগ ৩০ দণ্ড, নিশাভাগ ৩০ দণ্ড, অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা দিন এবং ১২ ঘণ্টা রাত্রি। দিনরাত সমান

(Vernal Equinox)। সূর্য্যোদয় হয় ঠিক পূর্ব্বাকাশে (Due East), উদয়কাল কলিকাতার স্থানীয় সময় ঘং ৬।৭ গতে উদয়, সন্ধ্যা ঘং ৬।৭ গতে অস্ত।

তাহার তিন মাস পরে

(খ) ৮ই আষাঢ় ইং ২২শে জুন দিবাভাগ সর্ব্বাপেক্ষা বড়, নিশাভাগ সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। সূঃ উঃ কলিঃ ৫।১৮ ; সূঃ অঃ ৬।৪৬

পুনরায় তিন মাস পরে

(গ) ৬ই বা ৭ই আশ্বিন, ইং ২২শে সেপ্টেম্বর দিনরাত সমান (Autumnal Equinox)। সূর্য্যোদয় ৫।৫২ ; সূর্য্যাস্ত ৫।৫২

তাহার তিন মাস পরে, সামান্য একটু পরিবর্ত্তন হয়, অর্থাৎ

(ঘ) ৯ই পৌষ, ইং **২৪শে ডিসেম্বর** দিবাভাগ সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, নিশাভাগ সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এক কথায়, বড়দিনের পূর্ব্বদিন (X'mas Eve) সর্ব্বাপেক্ষা ছোট দিন (Winter Solstice)।

সূঃ উঃ কলিঃ ৬।৪৩।২৩ ; সূঃ অঃ ৫।১৫।১২

ইংরাজী মতে Winter Solstice **২২শে ডিসেম্বর** বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ঐ দিনে দিবামান সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বলা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক।

স্থূল গণনার জন্য অন্ততঃ এইটুকু মনে রাখিলেও চলিবে যে চৈত্র মাসের প্রারম্ভে বা মার্চ্চ মাসের শেষাংশে কলিকাতায় সূর্য্যোদয় ছয়টায়, অস্ত ছয়টায়। মীন লগ্নের উদয়, কন্যা লগ্নের অস্ত। আষাঢ় মাসের প্রারম্ভে বা জুন মাসের শেষাংশে সূর্য্যোদয় সওয়া পাঁচটায়, অস্ত পৌনে সাতটায়। মিথুনের উদয়, ধনুর অস্ত। আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে বা সেপ্টেম্বর মাসের শেষাংশে উদয় পৌনে ছয়টায়, অস্ত সওয়া পাঁচটায়। ধনুর উদয়, মিথুনের অস্ত।

কলিকাতার স্থানীয় সময় হইতে ২৪ মিনিট অন্তর করিলে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা রেল্‌ওয়ে টাইম্' হয়। কলিকাতার সময় বা রেল্‌ওয়ে টাইম্—ইহাদের

যে কোন একটী ধরিয়া জাতকের জন্মস্থানের 'লোক্যাল্ টাইম্' বাহির করা হয়। কলিকাতায় যখন ঘং ১২।০, মুঙ্গেরে তখন লোঃ টাঃ স্থূলতঃ ঘং ১১।৫২।০।

কলিকাতা লোক্যাল্ — রেলওয়ে টাইম্ + ১৬ মিনিট; অথবা রেলওয়ে টাইম + ১৬ মিনিট; কিংবা কলিকাতা লোক্যাল — ৮ মিনিট; —যে কোন প্রণালীতে মুঙ্গেরের স্থানীয় সময় পাওয়া যায়।

লগ্ন পরীক্ষা

লগ্ন নির্ণয় ঠিক হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার কয়েকটি বিধি আছে। একটী সহজ নিয়ম এই :—হয় লগ্ন চন্দ্রের সহিত থাকিবে, কিংবা চন্দ্রের ৫।৭।৯ স্থানে থাকিবে, অথবা চন্দ্র যে রাশিতে আছে, উহার অধিপতি হইতে লগ্ন বিযোড় ঘরে থাকিবে।

লগ্ন হইতে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

দুইটী রাশির মধ্যবর্ত্তী অংশের নাম সন্ধিস্থল। জাতকের লগ্ন সন্ধিগত হইলে বিনষ্ট হয়; তাহার ফলে জাতক জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। লগ্ন পাপগ্রহের মধ্যবর্ত্তী হইলে অথবা পাপগ্রহযুক্ত হইলে, অথবা শুভ গ্রহের দৃষ্টিবর্জ্জিত হইলে, জাতকের তনুভাব ব্যাধিযুক্ত হইয়া থাকে। তাহার উপর আবার তনুস্থানাধিপতি অর্থাৎ লগ্নপতি যদি দুর্ব্বল হয় তবে জাতককে আজীবন ভগ্নস্বাস্থ্যজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। লগ্নে পাপগ্রহ এবং বিপরীত সপ্তমে পাপগ্রহ থাকিলে, জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে। লগ্নে তিনটি পাপগ্রহ থাকিলে জাতকের জীবন বহু বাধাবিঘ্ন ও ঝঞ্ঝাটে পূর্ণ হইয়া থাকে। লগ্নে রবি পাপমধ্যগত হইলে কিংবা লগ্ননাথ রবির শত্রু হইলে জাতকের কষ্কার বা আয়ু পরিমাণের হ্রাস হয়। লগ্নে রবি-রাহু অবস্থিত হইয়া শুভদৃষ্টিবিহীন হইলে জাতকের সর্পভীতি হইয়া থাকে। লগ্নের সপ্তমে কেবলমাত্র ক্ষীণ চন্দ্র থাকিলে, অথবা লগ্নে বৃহস্পতি

ও সপ্তমে মঙ্গল বা শনি থাকিলে, কিংবা লগ্নে শনি ও সপ্তমে মঙ্গল থাকিলে জাতকের মস্তিষ্কবিকৃতি (mental derangement) হইয়া থাকে। লগ্নে শনি-মঙ্গল থাকিলে জাতক হঠাৎ মারা যাইতে পারে। লগ্নে শনি ও সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে জাতকের বাতরোগ হয়। লগ্নপতি রাহুযুক্ত হইয়া রিপুস্থানে বা ব্যয়স্থানে থাকিলে জাতক অল্পায়ুঃ হয়—বৃহস্পতি লগ্নে থাকিলেও জাতকের কক্ষা-বৃদ্ধি হয় না। বৃহস্পতি ও রাহু লগ্নে থাকিলে জাতকের আয়ুর হ্রাস হয়। লগ্নে রাহু থাকিলে জাতকের স্ত্রীর গর্ভপীড়া হয় এবং সে স্ত্রীর জন্য অসুখী হইয়া থাকে। জাতকের পাঁচ বৎসর বয়সে কঠিন পীড়া হওয়া সম্ভব। লগ্নে কেতু থাকিলে জাতকের কোমরে বাত-বেদনার সঞ্চার হয় এবং তাহার স্ত্রীর সর্প ও বৃশ্চিকভীতি হয়। লগ্নপতি ১১শে থাকিলে জাতক পুত্রবান্ ও অর্থশাস্ত্রনিপুণ হয়। একাদশপতি লগ্নে থাকিলে জাতক পুত্রবান ও বাগ্মিতাসম্পন্ন হইয়া থাকে। লগ্নে একাদশপতি এবং লগ্নপতি একাদশ স্থানে থাকিলে তেত্রিশ বর্ষ বয়সে জাতক স্বুবর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হয় (পঃ হোরা)। লগ্নপতি সপ্তমে থাকিলে জাতক ঋণগ্রস্ত হয়, এবং তাহার জীবদ্দশায় পত্নীর মৃত্যু হইয়া থাকে। লগ্নাধিপতি যে কোন স্থানে থাকিয়া বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতকের মুখের রোগ হয়। শনি কি রাহু লগ্নে থাকিলে এবং দশমে কোন গ্রহ না থাকিলে 'ললাটিকা-যোগ' হয়; উক্ত যোগফলে জাতক পরান্নভোজী হইয়া থাকে। লগ্নেশ তৃতীয়ে থাকিলে পিতার উন্নতির অন্তরায় হয়, কিন্তু জাতকের প্রথম সন্তান পুত্র হয়। লগ্ন হইতে তৃতীয় স্থান যদি কর্কট রাশি হয় তাহা হইলে সেখানে স্ত্রীগ্রহ চন্দ্র থাকিলেও জাতকের অব্যবহিত পরেও ভ্রাতার জন্ম হইয়া থাকে; কিন্তু তৃতীয়াধিপতি অষ্টমে থাকিলে জাতকের ঠিক পরবর্ত্তী ভ্রাতা জীবিত থাকে না। লগ্নের চতুর্থে বলবান্ পাপগ্রহ মাতৃরিষ্ট সূচিত করে। উক্তভাবে (চতুর্থে) পাপগ্রহ এবং চতুর্থ হইতে চতুর্থস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে জাতকের বাল্যে মাতৃবিয়োগ হওয়া সম্ভব। লগ্নের ষষ্ঠে চন্দ্র ও দশমে শনি পিতৃরিষ্ট সূচিত করে। ফলকথা এই যে,

লগ্নপতি অর্থাৎ দেহাধীশ এবং লগ্ন শুভভাবস্থ হইলে নানা বিষয়ে শুভ হয়, নচেৎ নানা বিষয়ে অশুভ হয়।

লগ্ন হইতে জাতকের আত্মার বিষয়ে বিচার করা যায়। লগ্ননাথ অন্য কোন গ্রহ দ্বারা দৃষ্ট না হইয়া শনিকে দেখিলে জাতক কঠোর ব্রতাচারী হয়। কিরূপ অবস্থায় মানবের ব্রতাচার গ্রহণ করা সম্ভব তাহা জানিতে হইলে, পারমার্থিক বিষয় শনির কারকতা জানা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তির চিত্ত-পরিশুদ্ধি নাই তাহার জন্মকুণ্ডলীতে একটী ইঙ্গিত পাওয়া যায়—লগ্নে বহু পাপগ্রহের স্থিতি। শাস্ত্রে কথিত আছে, "দুঃখী ভবেৎ পাপবহুত্ব-যোগে।"

আর একটী কথা। হিন্দু জাতি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম-জনিত সংস্কার ও তাহার ফলাফলে বিশ্বাসী। এই পূর্ব্ব সংস্কার পঞ্চম স্থান হইতে বিচার্য্য। লগ্ন ও পঞ্চম স্থান হইতে আত্মা এবং সংস্কার বুঝা যায়। যাহার লগ্ননাথ এবং পঞ্চমাধিপতি দুই-ই দুর্ব্বল সে ব্যক্তি মনীষা দ্বারা সমাজে বা সভায় বরেণ্য হইতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তির জন্মকুণ্ডলীতে প্রায়ই দেখা যায় সুরাচার্য্য বৃহস্পতি শুভ করিতে অক্ষম, এমন কি শ্রীশ্রীশনৈশ্চরও হয় অস্তগত না হয় বক্রী।

লগ্নফল কথন *

মেষলগ্ন

ঊৰ্দ্ধে দিগন্ত-বিস্তৃত নীলাকাশ, নিম্নে অনন্ত জলরাশি। মধ্যবর্ত্তী ক্রোড়ে স্থান শূন্য। শূন্যের উত্থান, শূন্যে শূন্যের আলাপন, আবার অসীমের মহাপতন। অনন্ত কালপ্রবাহের মধ্যে এই শূন্যে-শূন্যে মেশামিশি হইতে হইতে যে দিন যে দণ্ডে অগাধ জলধিগর্ভ হইতে পৃথিবীর উত্থান হয় সে দিন সে দণ্ডে বোধ হয় আকাশ-মার্গে সপ্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া মেষ-লগ্নের উদয় হইয়াছিল। কল্পনার দিব্যালোক যেখান হইতে প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে, সেই মেষলগ্ন কি, কে তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে? উহা কি নীহারিকার কুহেলি, না উত্তাপহীন, আলোকহীন, দাহিকাশক্তিহীন জড় অগ্নিপিণ্ড?

"As one great furnace inflamed ; yet from
those flames
No light ; but rather darkness visible."

অথবা উহা কি invisible atom, protoplasm বা proton, বা electron বা অপর কোন বৈদ্যুতিকশক্তিসম্পন্ন অণু? উহারই মধ্যে কি নিহিত আছে মানবতার বীজ, অণু, পরমাণু? উহাই কি ভৌতিক সৃষ্টির কারণ? ঐখানেই কি জীবের সংস্কার মত কৰ্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্য অন্নধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে? উহাই কি পুরুষ ও প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র? উহা যাহাই হউক, কে উহার তত্ত্ব নির্ণয় করিবে? জ্যোতিষশাস্ত্র মতে মেষ শনির

---

* লগ্নফল নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করিতে হইলে দুইটী প্রধান কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক :— (১) জাতকের জন্মলগ্ন কত অংশে আছে। (লগ্ন জন্মরাশির মধ্যবর্ত্তীস্থান বা cusp of the house এ থাকিলে সেই লগ্নের পূর্ণফল হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী রাশির নিকটবর্ত্তী স্থানে জন্মলগ্ন হইলে তদ্রূপ লগ্নফল পাওয়া সম্ভব)। এবং (২) লগ্নপতি, লগ্নস্থ গ্রহ ও লগ্নদর্শী গ্রহের কারকতা ও বল।

উপরে যেরূপ লগ্নফল প্রদত্ত হইল উহা স্থূল, অর্থাৎ গ্রহস্থিতি যেখানেই হউক, উক্তভাব বা tendency অনুমেয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, গ্রহগণের স্থিতি ও বলাবলের জন্য ফলের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিবে।

নীচস্থান, সুতরাং শনি যে শুভ ভাবের বর্দ্ধক তাহা উহাতে নাই, বরং যে তামসিকতা ও অশুভভাবের বর্দ্ধক তাহার বীজ উহাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। রবির উহা তুঙ্গস্থান, সুতরাং রাজসিকতার দিক্ দিয়া যাহা শুভ তাহারও অঙ্কুর উহাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। মঙ্গলের উহা স্বক্ষেত্র, সুতরাং মঙ্গল হইতে যে শুভাশুভ অনুমান করা যায় তাহারও বীজ উহাতে নিহিত আছে।

মেষ কতকটা স্বপ্নহীন গাঢ় নিদ্রা, যে নিদ্রায় কোন বিষয়ের অসন্তোষ বা পরিতোষ বলিয়া কিছুই নাই। সেই জন্য ক্রমবিকাশের ধারায়, সৃষ্টির নিম্নতম স্তর হইতে জীবাত্মা যখন নরদেহ আশ্রয় করে, তখন মানবচরিত্র উৎকর্ষ লাভের দিকে অগ্রসর হইলেও, আদিমতার একটা অর্দ্ধ-সুপ্তভাব তাহার মধ্যে বেশ একটু পরিলক্ষিত হয়। সেই জন্য **মেষলগ্ন জাত** ব্যক্তি দেখিতে হয় কতকটা মধ্যমাকার ব্যায়ামপুষ্ট দেহবান্, ও তাহার গ্রীবা কিঞ্চিত দীর্ঘ। তাহার প্রকৃতিও হয় কতকটা উদ্ধত। জাতক নিজকে স্পষ্টবক্তা মনে করিলেও তাহার শব্দবিন্যাস ও ভাষা হইতে সদাচরণ ও সংস্কৃতির অভাব এবং রুক্ষ-ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কাজকর্ম্মে বা কথাবার্ত্তায় জাতকের কোনও প্রকার নীতি বা শৃঙ্খলা না থাকায় সে স্বজনগণের প্রিয়পাত্র হইতে পারে না। দন্তরোগের ফলে তাহার ক্ষুধামান্দ্য হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের পীড়াতেও তাহাকে কষ্ট পাইতে হয়। জাতক অদৃষ্টবাদী না হইয়া পুরুষকারবাদী হয়, সুতরাং ব্যাবহারিক জগতে সে উদ্যমশীল কর্ম্মী এবং বাণিজ্য-প্রিয় হইয়া থাকে। যাহা প্রত্যক্ষ, বাস্তব, অর্থাৎ ব্যাবহারিক জগতে যাহার কার্য্যকারিতা আছে, সেই সমস্ত বিষয়েই মেষলগ্নজাত ব্যক্তির প্রবণতা থাকে বেশী। বাহ্যজগতের বাস্তবিকতা ও সত্তা লইয়া যাহারা বক্তৃতা করিতে বা পুস্তক লিখিতে ভালবাসে তাহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক মেষলগ্নজাত হওয়া সম্ভব। মেষলগ্নজাত ব্যক্তি স্বীয় বিদ্যা বা কীর্ত্তি দ্বারা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।

মেষলগ্নজাত ব্যক্তির লগ্ন পাপমধ্যগত হইলে জাতকের কারাভয় অনুমেয়। লগ্নের চতুর্থে (কর্কটে) বুধ থাকিলে ভ্রাতৃবিদ্বেষ উৎপন্ন করে এবং জাতক নিজে শত্রুদ্বারা পীড়িত ও সতত বিষাদগ্রস্ত হয়, কিন্তু জলজ পদার্থ হইতে লাভবান হওয়া সম্ভব। তুলায় রবি মাতার অশুভকারী এবং নবমে পাপমধ্যগত অথবা পাপযুক্ত রবি ভ্রাতৃনাশক। জাতকের রবি শুভগ্রহ ; তাহার উপর যদি আবার

"মেষে থাকে দিনকর
সোনা রূপায় ভরায় ঘর।" (খনার বচন)

রবি স্বক্ষেত্রগত হইলে এবং বৃহস্পতি একাদশে থাকিলে জাতক "বহু-দ্রব্যস্য নায়কঃ" অর্থাৎ নানাবিধ দ্রব্যের অধিকারী হয়। বৃহস্পতি দশমে থাকিলে তাহার কর্ম্মহানি ও পদচ্যুতি হইয়া থাকে। লগ্নপতি এবং অষ্টমপতি মঙ্গল জাতকের মঙ্গল করিয়া থাকে। দ্বিতীয়পতি এবং সপ্তমপতি শুক্র প্রবল মারক।

বৃষলগ্ন

বৃষলগ্ন জাত ব্যক্তি দেখিতে লম্বা, ঘাড় মাংসল। ঘাড়ের শিরা আশ্রয় করিয়া স্নায়বিক বেদনা হইতে পারে। জাতকের কার্য্যকলাপ একটা নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং সে নিয়ম বজায় রাখিতে তাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে একগুঁয়ে এবং স্বৈরাচারী হইতে হয়। জাতক কষ্টসহিষ্ণু হইয়া থাকে, এবং এই কষ্টস্বীকারের মধ্য দিয়াই তাহার ভাগ্যোদয় হয়। কেন্দ্র-কোণপতি (৯।১০) শনি কষ্টের মধ্য দিয়া তাহাকে সৌভাগ্যবান করে। জাতকের ধর্ম্মভাব প্রায় অন্তর্মুখ হইয়া থাকে। জাতকের পক্ষে রবি, শুক্র শুভগ্রহ হইলেও শনি একাই রাজযোগ-কারক। লগ্নের ষষ্ঠে স্বতুঙ্গ শনি থাকিলে জাতক প্রচুর ধনশালী হয় কিন্তু রাজদ্বারে অপমানিত হইতে পারে। সাধারণতঃ চন্দ্র পীড়াদায়ী এবং মঙ্গল মারক

হইয়া থাকে, আর মঙ্গলের হাত এড়াইলেও বুধের হস্তে নিস্তার নাই। বেগুন, পটল, মূলা, ঝিঙ্গা, শাক প্রভৃতি জাতকের পক্ষে উপকারী।

জাতক সাহিত্যসেবী হইলে ভাষায় একটা গাম্ভীর্য্য থাকে, এবং সৌন্দর্য্যের আদর্শ বা রূপ রচনা করিলে, আদর্শবাদিতা বা অধ্যাত্মবাদিতার দিক্ দিয়া কৃতিত্ব লাভ করিতে পারে। রামায়ণ, মহাভারত, অডিসি, ইলিয়াড্, ইন্‌ফার্ণো, প্যারাডাইস লষ্ট, মেঘনাদ বধ প্রভৃতি বীররসাশ্রিত, উচ্চাদর্শমূলক কাব্যগ্রন্থ জাতকের প্রিয় হইয়া থাকে।

মিথুন লগ্ন

মিথুন লগ্নজাত ব্যক্তির আকৃতি হয় নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, একহারা, নাসা দীর্ঘ ও উচ্চ এবং চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল, পায়ের ডিম (calf) মাংসল ও ভরাট্। স্বাস্থ্য ভাল হয় না, কারণ calcium-এর অভাববশতঃ স্নায়ুগুলি সবল না থাকায় হঠাৎ সর্দ্দিকাশি হইয়া থাকে। জাতকের বক্ষঃস্থলের বা ফুস্‌ফুসের পীড়া হইতে পারে। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য হেতু জাতক একটুতেই উত্তেজিত হয়, আবার পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করে, এবং স্বল্পকালের মধ্যেই শান্ত ও স্থির হয়। আত্মসম্মান-জ্ঞান জাতকের খুব বেশী থাকে, এবং উহাতে আঘাত করিলে জাতক সহ্য করিতে পারে না। জাতক ধী-শক্তিসম্পন্ন হয়, সুতরাং তাহার সকল বিষয়েই দ্রুততাৎপর্য্য গ্রহণের শক্তি ও কার্য্যকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। জাতকের মধ্যে দুইটী বিষয় বেশ লক্ষ্য করা যায়, কার্য্য-তৎপরতা এবং প্রয়োজনমত যে কোন বিষয়ে যুক্তিপূর্ণভাবে ভাষার যোজনা করিবার ক্ষমতা। কোন বিষয় বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা ও প্রচেষ্টা জাতকের স্বভাবসিদ্ধ, সুতরাং তাহার মধ্যে মৌলিকতা অপেক্ষা পাণ্ডিত্যই অধিক দেখা যায়। জাতক ভোগবিলাসপ্রিয় হইয়া থাকে এবং তাহার চিকিৎসা বিদ্যা, আইন বিদ্যা এবং সাহিত্যসেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব। জাতক আহারাদি ব্যাপারে অতিশুচিতার পক্ষপাতী

নহে, এবং তাহার মৎস্য-মাংস-প্রিয় হওয়া সম্ভব। জাতকের কার্য্যে ও কথায় দশের প্রতি দয়া বা দেশের জন্য ত্যাগশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। পারিবারিক সুখ, বিশেষ পিতৃসুখ, জাতকের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না, এবং তাহার নৈরাশ্যের কারণ হয় সেই সকল ব্যক্তি যাহাদের নিকট জাতক আশা করিয়া থাকে খুব বেশী। শ্বশুরকুল, বিশেষ করিয়া শ্যালক হইতে উপকার প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কণ্ঠপীড়ায় জাতকের মৃত্যু হইতে পারে, এবং ১৪।৩৮।৬৪ বৎসর বয়সে তাহার কোন প্রকার অরিষ্ট হওয়া সম্ভব। মঙ্গল ও বৃহস্পতি অশুভকারক।

শুক্র শুভগ্রহ বলিয়া জাতকের ভাষায় অলঙ্কার ও শ্রুতিমাধুর্য্য থাকে। রস ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি, অন্তর্জগতের রহস্য-ভেদ, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চেষ্টা, এক কথায় যাহাকে বলে Romanticism, উহা জাতকের মনোবৃত্তির শ্রেষ্ঠ উপাদান। জাতক পড়িতে ভালবাসেন Byron, Keats, Shelley, দাশরথী রায়, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদাবলী ও গীতিকাব্য।

কর্কটলগ্ন

কর্কটলগ্নজাত ব্যক্তির মুখ গোলাকার এবং দেহ হৃষ্টপুষ্ট। জাতকের বক্ষঃস্থলে তিল চিহ্ন থাকে, এবং তাহার কথাবার্ত্তা ও কার্য্য-কলাপ কোন বাঁধা-ধরা নিয়মের অনুগত হয় না। পারিবারিক ব্যাপারে, বিশেষ জ্ঞাতি-বিরোধ বশতঃ অর্থব্যয় ও চিন্তা অবশ্যম্ভাবী। জাতক মেধাবী হইলেও, দূরদর্শিতার অভাব বশতঃ, সকল কার্য্যেই এমন একটা ভ্রান্ত অনুমান বা miscalculation করিয়া বসে যে জীবনে উন্নতি করিবার সুযোগ পাইলেও লাভবান্ হইতে পারে না। অতি-লোভ জাতকের লাভের পথে প্রায়ই অন্তরায় হইয়া থাকে জাতক প্রণয়-প্রয়াসী হইয়া থাকে এবং দাম্পত্যজীবনে স্ত্রৈণ না হইলেও পত্নীর বশবর্ত্তী হওয়া সম্ভব। জাতক স্নেহপ্রচুর রাজসিক খাদ্য ভালবাসে এবং অভিরুচি অনুযায়ী তাহা পাইয়াও

থাকে। 'ক ভোগমাপ্নোতি ন ভাগ্যভাগ্ জনঃ।' জাতকের মৎস্য, মাংস অল্প খাওয়া উচিত, নচেৎ শনি ও রবি পীড়াদায়ী হওয়ায়, দন্তপীড়াবশতঃ পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিয়া জাতক স্নায়ুশূলে কষ্ট পাইতে পারে। ৪৭ বৎসর বয়সে জাতকের কঠিন পীড়া হওয়ার সম্ভাবনা। লগ্নে রাহু থাকিলে দৈহিক অশুভ নাশ করে। তুলায় রাহু বৃহস্পতিযুক্ত হইলে ২৩ বৎসর বয়সে বিশেষ অশুভপ্রদ হয়। কর্কট রাশিতে শনি-চন্দ্র যুক্ত হইলে জাতককে খঞ্জ করে। জাতকের শুভগ্রহ বৃহস্পতি। দেবগুরু ষষ্ঠপতি হইলেও, নবমপতিরূপেই তাহার সৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠাতা। নবমে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক ধন-ধান্য-ভোগী হয় এবং ৩৫ বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে।

সিংহলগ্ন

সিংহলগ্নে জন্মিলে জাতক দীর্ঘাকৃতি ও গর্ব্বিতভাবাপন্ন হয়। অস্থি স্থূল ও পুষ্ট, প্রকৃতি উষ্ণ, দূরদর্শিতা কম, সাংসারিক ব্যাপারে অর্থব্যয় এবং গার্হস্থ্য আমোদ-প্রমোদ প্রয়াস—এই লগ্নের বিশেষত্ব। জাতক মাংস-লোলুপ হয় এবং উত্তেজক খাদ্য খাইতে ভালবাসে। মস্তিষ্কের উত্তেজনাবশতঃ বায়ুর প্রকোপ বা 'শোণিত চাপ,' অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারগণ যাহাকে বলেন Blood pressure, জাতকের যে কোন ব্যাধির প্রধান কারণ হইয়া পড়ে। নগ্ন পদে শিশিরভেজা ঘাসের উপর বেড়াইলে এবং কোথাও যাইবার পূর্ব্বে শীতল জল পান করিলে তাহার ব্যাধির উপশম হওয়া সম্ভব। জাতক শীতে যেমন কাতর হয়, গ্রীষ্মেও তেমনি কাতর হয়, অর্থাৎ বসন্ত ও হেমন্তকাল ভিন্ন কোন ঋতুতেই তাহার স্বাস্থ্য ও মনোভাব ভাল থাকে না। জাতকের বেশী সন্তান হয় না। জাতক বশীকরণপটু হইয়া থাকে, এবং রাজদ্বারে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য বাহ্যতঃ পরোপকারিতার পরিচয় দিয়া থাকে। যেখানে জাতকের কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে সেখানে সে পরকেও আপন করিয়া তাহার উপকার করিতে

পরাঙ্মুখ হয় না। জাতকের শুভগ্রহ মঙ্গল, এবং মারকগ্রহ বুধ। ৩৮ ও ৪৮ বৎসর বয়স কষ্টদায়ক হয়। শুভগ্রহের সন্নিবেশ ফলে কদাচ কোন সিংহলগ্নজাত ব্যক্তি উদার ও উচ্চাভিলাষী হইতে পারে, কিন্তু মহান্ আদর্শবাদিতার পরিচয় দিবার অবকাশ তাহার জীবনে প্রায়ই আসে না। অধিকাংশ সিংহলগ্নজাত ব্যক্তিকে বিদেশে বাস করিতে হয় এবং জীবনের শেষার্দ্ধে সে সুখী হয়। জাতকের বুকে তিল থাকা সম্ভব।

কন্যালগ্ন

কন্যালগ্নজাত ব্যক্তি মধ্যম আকৃতির, লম্বা মুখ বিশিষ্ট, সচ্চরিত্র, শ্রীমান্ ও সঙ্গীতজ্ঞ হইয়া থাকে। ফুল বাগান ও শাকশব্জির বাগান অথবা ললিতকলা ও শিল্পকলা জাতকের অবসর বিনোদনের বিষয় হইয়া থাকে। মানসিক প্রবৃত্তি কতকটা চরিত্র চিত্রণের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, সেই হেতু জাতক ছোট গল্প, রূপকথা, উপকথা ও ছোট উপন্যাস লিখিতে এবং কৃষি-বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে বা কৃষি শিল্পাদির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ভালবাসে। জাতকের কর্ম্মকুশলতায় সৌন্দর্য্যরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। জাতক লটারিতে কিংবা কোন আত্মীয় কুটুম্বের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু পাইয়া লাভবান্ হইতে পারে। কন্যালগ্নজাত ব্যক্তির চন্দ্র ও মঙ্গল পাপগ্রহ হওয়ায়, তাহার উদর দূষিত হইয়া, অথবা রক্তাল্পতা বা রক্তবিকৃতিবশতঃ পীড়া হইতে পারে; সুতরাং মাছ, মাংস পরিত্যাগ করিলেই তাহার স্বাস্থ্য ভাল থাকা সম্ভব। থোড়, মোচা, ডুমুর, কাঁকরোল প্রভৃতি তরকারী তাহার পক্ষে উপকারী।

জাতকের শুভগ্রহ নবমাধিপতি শুক্র, কিন্তু শুক্রই বহুমূত্র রোগের বা শুক্রঘটিত পীড়ার কারণ হইতে পারে। ৫।১৬।২৩ বৎসর কষ্টের সময় তৃতীয়ে চন্দ্র রাহুযুক্ত হইলে pleurisy হইতে পারে। ষষ্ঠে মঙ্গল থাকিলে জাতকের জলমজ্জনযোগ অনুমান করা যায়; সে ক্রোধী ও নেত্ররোগযুক্ত হয় এবং পুত্র হইতে অসুখী হইয়া থাকে।

তুলালগ্ন

তুলালগ্নে জন্মিলে মানব মধ্যমাকার হইয়া থাকে। তাহার মধ্যায়ুঃ হওয়া সম্ভব, কিন্তু দ্বাদশে রবি থাকিলে দীর্ঘায়ুঃযোগ হয়। ৫২ বৎসর বয়সে কষ্ট হইয়া থাকে। বৃহস্পতি জাতকের পীড়ার কারক হওয়ায়, কোষ্ঠবদ্ধতা, চক্ষুপীড়া ও যকৃতদোষ হইতে পারে। রুটী, নিরামিষ, ব্যঞ্জন, ফলমূল ও অধিক পরিমাণে জলপান স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

লগ্নপতি ও অষ্টমপতি শুক্র জাতককে কোন কোন বিষয়ে স্বার্থপর করিয়া থাকে। শুক্রই জাতককে যে কোন কলা বিদ্যায়, বিশেষ চিত্রকলায়, নিপুণতা দান করিতে পারে। নবমপতি বুধ, ব্যয়াধিপতি-রূপে জাতকের আয়ুহানিকর হইলেও, তাহাকে বালকসুলভ সারল্যের মধ্য দিয়া যে কোন কার্য্যে ব্রতী করিতে পারে; এবং দশমপতি চন্দ্র জাতকের শুভগ্রহ বলিয়া একাই তাহাকে স্বনামধন্য করিতে সমর্থ হয়। চন্দ্র, বুধের নৈসর্গিক শত্রু হইলেও, তুলাই একমাত্র লগ্ন যাহাতে জন্ম-গ্রহণ করিলে, চন্দ্র-বুধ জাতকের রাজযোগকারক হইয়া থাকে। লগ্নে চন্দ্র থাকিলে, অর্থাৎ জাতক 'লগন্ চাঁদা' হইলে, জ্যোতিষবিদ্যাপারদর্শী হয়, কিন্তু তাহার বাতরোগ হইয়া থাকে।

তুলালগ্নজাত মানব সাধারণতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, এবং যে কোন জটিল বিষয় স্বল্পকালের মধ্যেই আয়ত্ত করিতে পারে। ফলে, লোক বশীভূত করিবার ক্ষমতা এবং আকর্ষণী-শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব—যাহাকে বলা যায় Magnetic personality,—জাতকের চরিত্রে সহজেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তুলা শনির তুঙ্গস্থান হওয়াতে জাতক সমাজ-নীতিতে অস্পৃশ্যতার বিরোধী এবং ধর্ম্মবিষয়েও রক্ষণশীল (Conserv-ative) হয় না। চতুর্থ-পঞ্চমাধিপতি শনি জাতককে সুখী করিতে চাহে ঐহিক বিভবের মধ্য দিয়া নহে বরং উহা হইতে বীতস্পৃহ করিয়া,

অর্থাৎ সংসার প্রবঞ্চনাময়, মায়াময়, অনিত্য—এই প্রকার জ্ঞানের মধ্য দিয়া। এই জ্ঞানই আত্মিক জাগৃতি। সুতরাং তুলালগ্নজাত ব্যক্তি মেষের বিপরীত ভাবাপন্ন হওয়ায় জাতক ঠিক যেন গাঢ় নিদ্রাসুখের পর ধীরে ধীরে জাগরণের পথে সুখদুঃখ উপলব্ধি করিতে চলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। জাতক জড়-জগতের সামগ্রীসম্ভার কিনিয়া-বেচিয়া বড় হইতে চাহে না, সে চাহে স্বানুভূতি, আত্মার উন্নতি; আর এই উন্নতি সুখের রাজ্যে নহে, দুঃখের রাজ্যে গভীর সমবেদনায়।

"সুখের সঙ্গ ছেড়ে করি দুঃখের সঙ্গে সহবাস—
ইহাই আমার ব্রত হউক, ইহাই আমার অভিলাষ।
যেথায় ক্লান্তি, যেথায় ব্যাধি যন্ত্রণা ও অশ্রুজল,
ওরে তোরা হাত ধ'রে আমায় সেথায় নিয়ে চল।"

তুলালগ্নজাত ব্যক্তির হৃদয়ে এইরূপ চিন্তাধারা যে অনুপাতে প্রবল হইয়া থাকে সেই অনুপাতে জাতক বুঝিতে পারে জগতে সুখ-শান্তির অভাব, এবং সংসার-বন্ধনের লৌহশৃঙ্খলবৎ একটা স্থূলভার। মানবাত্মা ঊর্দ্ধগতির জন্য শিশুর মত রোদন করিতে থাকে, ঠিক যেন—

"An infant crying in the night :
An infant crying for the light,
And with no language but a cry."

এই বুক-ফাটা জীবন মুক্তির ক্রন্দন যখন স্ফুট হইয়া দেশ বা দশকে জাগাইতে পারে তখনই জাতক অবতারত্ব লাভ করিতে পারে। কিন্তু যদি জাতকের পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত আত্মশক্তি ও পরমার্থ-নিষ্ঠা প্রয়োজনানু-যায়ী না থাকে তাহা হইলে তাহার হৃদয়ের আবেগময় ক্রন্দন হৃদয়েই মিলাইয়া যায়, চক্ষুতে আর অশ্রুরূপে তাহা প্রকাশ পায় না। ঐহিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সত্বেও জাতকের মৃত্যু হয় এক তীব্র নিরাশার মাঝখানে।

জাতককে ধরায় আবার আসিতে হয়, আবার কাঁদিয়া বিশ্বনাথ বিশ্বপ্রভুকে বলিতে হয়, মিল্টনের সেই অমর-বাণীতে—

"What in me is Dark illumine,
What is low, raise and support."

বৃশ্চিকলগ্ন

বৃশ্চিকলগ্নজাত ব্যক্তি মধ্যমাকার ও গোলাকার মুখ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। জাতকের বৃহস্পতি মারক গ্রহ এবং রাহু প্রবল মারক। চন্দ্র শুভগ্রহ। জাতকের মনোবৃত্তি কতকটা শাসনকারী বা কর্ত্তৃত্বকারীর মত হইয়া থাকে, সুতরাং বহু সময়ে তাহার কুবাক্যকথনশীলতা এবং স্পষ্ট কথার আবরণে কর্কশভাষিতার পরিচয় পাওয়া যায়। জাতকের চাকুরী বা কর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপার সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের সহিত জড়িত থাকে, এবং যেখানে কম কথা কহিলে কাজ হয় সেখানে অনেক কথা না বলিলে জাতকের মনে হয় বুঝি ত্রুটী রহিয়া গেল। জাতক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকে এবং যে কোন বিষয়ের অবধারণশক্তি এত বেশী যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে সে কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়া অধিক ক্ষেত্রেই সফল হইয়া থাকে। জাতকের দূর ভ্রমণ, বিশেষ জলযাত্রা, সম্ভব। দন্তরোগ প্রধান ব্যাধি, এবং উহা হইতেই রক্ত দূষিত হইয়া কোষ্ঠবদ্ধতা, চুলকানি, ক্ষত, ঘাম, আমরক্ত, বসন্ত, এমন কি চক্ষুরোগও উৎপন্ন হইতে পারে। পীড়াকারক গ্রহ মঙ্গল, সুতরাং যে কোন প্রকার তিক্ত তরকারী যেমন উচ্ছে, করলা, পল্‌তা, হিংচা, নিম এবং তেঁতুল ও নারিকেল জাতকের পেটের পক্ষে উপকারী। সুরা এবং যে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য তাহার পক্ষে অনিষ্টকর। জাতকের প্রথমা স্ত্রীর বিবাহের পাঁচ বৎসরের মধ্যেই মারা যাওয়া অসম্ভব নহে।

বৃশ্চিক লগ্নজাত ব্যক্তির সপ্তম রাশিতে মঙ্গল থাকিলে বিদ্যুদ্‌ভয় সূচিত করে এবং ৩৭ বৎসর বয়সে জাতকের স্ত্রীবিয়োগ হইতে পারে।

বৃশ্চিকে মঙ্গল এবং বৃষে বুধ থাকিলে জাতক বধির হইয়া থাকে। শনি বৃশ্চিকে থাকিলে নৈতিক অবনতি হয় এবং তাহার ফলে জাতকের কারাদণ্ডও হইতে পারে। বৃশ্চিকলগ্নজাতা রমণীর লগ্নে চন্দ্র থাকিলে জাতিকার ভ্রষ্টা হওয়া সম্ভব। ৫১—৫২ বৎসর বয়সে জাতকের দেহকষ্ট অনুমেয়।

বৃশ্চিকলগ্নে জন্ম হইলে জাতকের একটা পারলৌকিক আদর্শ মনোরাজ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। বহির্জগতের কর্ম্মপ্রবাহে যখন জাতকের আর কোনরূপ আকর্ষণ থাকে না, তখন একটা কিসের যেন অভাব অহরহঃ তাহার চিত্তকে ব্যথিত করে—প্রপঞ্চের মোহমরীচিকায় পথহারা অন্তরাত্মার বেদনাভরা অস্ফুট হাহাকার ধ্বনি যেন তাহার কাণে আসিয়া পৌছে—"The cry of the human soul left homeless and derelict in a universe where she is the only alien"। অনুতাপের বৃশ্চিক দংশন ও শরণাগতির একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেন তাহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে ব্যাকুল, পাগল করিয়া তোলে। কর্ম্মস্রোতে ভাসিবার সময়ে নিজের প্রকৃত কল্যাণের বিষয়ে চিন্তা করিবার যে অনবসর ও অক্ষমতা তাহার ছিল—আজ তাহা আর থাকে না। তাই অবিরতই যেন তাহার হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হয়—

একা আমি জীবন তরী বাইতে নারি।
কোথা হে ভবের কাণ্ডারী॥
ভেবেছিলাম নাই বা এলে যাব চলে
আপন বলে অবহেলে।
এখন মাঝ গাঙেতে ডুবলো তরী
ভাঙ্গা নায়ে উঠলো বারি।
কোথা হে ভবের কাণ্ডারী॥

এইরূপ কালে যদি জাতকের নবমপতি চন্দ্র এবং দশমপতি রবি কৃপাদৃষ্টি করে, তাহা হইলে সে সমাজে বা রাষ্ট্রেও বিপ্লব উপস্থিত করিতে পারে।

আর উক্ত মনোবৃত্তি যদি ধর্ম্মবিষয়ে প্রক্রিয়াশীল হয় তাহা হইলে জাতক ঈশ্বরের অবতারত্বের নতুবা, অন্ততঃ মহামানবতার পরিচয় দিতে পারে। জাতক হয়ত তাহার আদর্শে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ না-ও করিতে পারে, কিন্তু মৃত্যু হইতে অমৃতের পথ তাহার প্রসারিত হইয়া থাকে। জাতকের জীবনের প্রথমার্দ্ধে দম্ভ, অহঙ্কার, বাহ্যগৌরবের অভিমান যতই থাক্ না কেন, জীবনের শেষার্দ্ধে তাহার পারলৌকিক চিন্তা এবং idealism বা আদর্শ-বাদিতা আসিতেই হইবে। কখনও সে ভাবিবে, "কোথা জীবনের শেষ—সমাপ্তি আমার;" আবার কখনও মনে হইবে, আমি যন্ত্র মাত্র, ভগবানই যন্ত্রী। কলির দধীচি দেশবন্ধু সি, আর্, দাশের একটী কবিতায় আছে—

"যখনি হৃদয়-যন্ত্রে ছিঁড়ে যায় তার,
সুরহীন হ'য়ে আসে সঙ্গীতের ধার,
কোথা হ'তে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর ?
মহান্ সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপুর।"

ইহাই বৃশ্চিকলগ্নজাত ব্যক্তির আত্মার অভিব্যক্তি, ভাবতন্ত্রের বিকাশ।

বৃশ্চিকলগ্নজাত মানব জগতের গৌরব। রাশিগণের মধ্যে বৃশ্চিকই গৌরব। বৃশ্চিকলগ্নের স্থিতি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল।

ধনুর্লগ্ন

ধনুর্লগ্নজাত ব্যক্তি দীর্ঘাকৃতি ও দীর্ঘকর্ণ হইয়া থাকে। বাল্যে, এমন কি ১৭।১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহার নানাপ্রকার দেহকষ্ট-ভোগ হওয়া সম্ভব। ৪৮-৫১ বৎসর বয়স কষ্টদায়ক, এবং দ্বাদশাধিপতি মঙ্গল সেই কষ্টের কারণ হইতে পারে। জাতক বেশী কথা কহিয়া থাকে, এবং চলা-ফেরার কাজ মোটেই পছন্দ করে না। বসিয়া কোন কাজ করিলে যদি সিদ্ধ হয় তাহা হইলে সে দাঁড়াইতে চাহে না। অতিরিক্ত গুরুপাক আহার্য্য হইতে জাতকের উদর দূষিত হইয়া থাকে। আতপ চাউল, ঘৃত, ছানা, নারিকেল, দুগ্ধ প্রভৃতি জাতকের পক্ষে উপকারী।

জাতকের জন্মকালে শনি যে রাশিতে আছে, গোচরে শনি সেই রাশিতে আসিলে প্রায়ই কোনও না কোন প্রকার ঝঞ্ঝাট উৎপন্ন করে। শারীরিক ক্লেশ, কিংবা কর্ম্মস্থানে ব্যাঘাত, অথবা পিতৃকষ্ট অনুমান করা যায়। ৪১ বৎসর বয়সের নিকটবর্ত্তী সময় অশুভদায়ী হইতে পারে।

জাতকের সমস্ত জীবনটাই যেন একটা 'রোমান্স' এবং শেষদিকটা তাহার বহিঃপ্রকাশ। জাতকের সমাজে সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সৎসাহসী হওয়া সম্ভব। রাষ্ট্রনীতিতে জাতক বিজাতি-বিদ্বেষ-বিবর্জ্জিত প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া স্বদেশ-হিতৈষিতার পরিচয় দিতে পারে। সঙ্কীর্ণতা বা party spirit জাতক পছন্দ করে না। ধর্ম্মক্ষেত্রে সে ঔদার্য্য ও মনীষার পরিচয় দিবার বহু অবসর পায়। ধর্ম্মজীবনে তাহার একটা আদর্শ থাকে, এবং সর্ব্বদাই যেন, Goethe-এর মত, জাতক অনুসন্ধান করিতে থাকে Light, more Light—আরও জ্ঞান, আরও জ্যোতিঃ—অমৃতত্ব। জাতক সাহিত্যিক হইলে তাহার লেখায় বৈষ্ণবীয় ভাব পরিস্ফুট হইয়া থাকে। কর্ম্মক্ষেত্রে জাতক প্রায়ই উচ্চপদস্থ হইয়া থাকে।

জাতকের শুভগ্রহ বুধ, এবং কন্যারাশিতে রবিযুক্ত বুধ বিশেষ শুভকারক। সিংহে রবি থাকিলে জাতক সুপুত্রবান হয় কিন্তু উক্ত রাশিগত রবি ভ্রাতার অশুভকর। একাদশপতি শুক্র দুর্ব্বল হইলে বহুমূত্র রোগে জাতকের মৃত্যু হওয়া সম্ভব। অষ্টমস্থানে পাপমধ্যগত বা পাপদৃষ্ট শুক্র থাকিলে জাতকের ঋণ হইতে পারে এবং ১০ম বর্ষ বয়সে তাহার দেহকষ্ট অনুমেয়।

মকরলগ্ন

মকরলগ্নজাত ব্যক্তি মধ্যমায়তন, অর্থাৎ 'বেঁটে' ধরণের হইয়া থাকে। জাতক বিশুদ্ধ-অন্তঃকরণ হইলেও ধর্ম্মবিষয়ে কতকটা স্বেচ্ছাচারী, অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্মে গোঁড়ামি মানে না, এবং পূজার্চ্চনা, আচার অনুষ্ঠানের বিরোধী হওয়ায় অনেকে তাহাকে নাস্তিকভাবাপন্ন মনে করিয়া থাকেন।

ব্যাবহারিক জগতে যাহা কার্য্যকরী সেই দিকে জাতকের ঝোঁক থাকে বেশী, এবং সব বিষয়েই সে একটা positive knowledge বা practical knowledge লইয়া কাজ করিতে চাহে। মকর চররাশি হওয়ায় জাতক অব্যবস্থিতচিত্ত হওয়া সম্ভব, সুতরাং তাহার অনিয়ন্ত্রিত কার্য্য-প্রণালী তাহাকে প্রায় সকল কার্য্যেই বিফলপ্রযত্ন করিয়া ফেলে।

জাতক সাহিত্যপ্রিয় হইলে Scott, বঙ্কিম, Mill, Ruskin, Tolstoy এই সব শ্রেণীর লেখা পড়িতে ভালবাসে।

জাতকের উদরসংক্রান্ত পীড়া, যথা কোষ্ঠবদ্ধতা বা চক্ষুরোগ হওয়া সম্ভব। সেইজন্য সঞ্জীবনী বা Vitamin food তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। আধুনিক চিকিৎসাপ্রণালী মতে এ, বি, সি ও ডি—ভাইটামিনের এই চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। অধিক মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করা ভাল নহে।

মিথুনলগ্নজাত ব্যক্তির যেমন ৫ম।১২শ পতি শুক্র শুভগ্রহ, তদ্রূপ মকরলগ্নজাত মানবের শুভগ্রহ ৫ম।১০ম পতি শুক্র। বৃষ (পঞ্চমে) চন্দ্র-শুক্র থাকিলে জাতক অকস্মাৎ বড়লোক হইতে পারে এবং লটারিতে তাহার প্রচুর অর্থলাভ হওয়া সম্ভব। জাতকের লগ্নে বৃহস্পতি থাকিলে দারিদ্র্য যোগ হয়। উহার মারক গ্রহ রাহু। জন্মকুণ্ডলীতে রাহু যদি মারকত্ব না পাইয়া থাকে, তাহা হইলেও রাহু কষ্টদায়ী হয়, আর প্রবল মারক হয় মঙ্গল। ঘা, ফোড়া দূষিত হইয়া জাতকের মৃত্যু হইতে পারে। ৩য়।১২শ পতি বৃহস্পতিও পীড়াদায়ী গ্রহ, তবে মারক নহে। মঙ্গল মকররাশিস্থ হইয়া রবিকে দেখিলে জাতকের পিতার কারাদণ্ড অথবা রাজদ্বারে নির্য্যাতন অনুমেয়। মকররাশিস্থ বুধ জাতককে জ্যোতিষ-বিদ্যায় উৎসাহী করিয়া থাকে। মকরলগ্নজাতা স্ত্রীলোকের লগ্নের বিপরীত সপ্তমে (কর্কট রাশিতে) রবি-মঙ্গল থাকিলে সে দুর্নীতি-পরায়ণা হয়। জাতিকায় সম্ভব না হইলে তাহার পতি-চরিত্রে উক্ত ভাব অনুমেয়।

কুম্ভলগ্ন

কুম্ভলগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে।

মকর পৃথ্বীরাশি এবং কুম্ভ জলরাশি হইলেও, উভয়ের মধ্যেই জলের ভাব পাওয়া যায়, এবং উভয় লগ্নের মধ্যে বহু বিষয়ে ঐক্য আছে। তবে কুম্ভলগ্নজাত ব্যক্তির ধর্ম্মের বিষয়ে একটা আদর্শ থাকে আর সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সে অনুষ্ঠানাদিতে ব্রতী হয়। জাতক আনুষ্ঠানিক হইলেও, একেবারে রাজসিকতাশূন্য নহে; অর্থাৎ সাধুসন্ন্যাসীর সহিত বার্ত্তালাপ করিতে ও ধর্ম্মকথা শুনিতে ভালবাসিলেও, পানাসক্ত বা পরদারলোলুপ ব্যক্তিগণের সহিত স্ফূর্ত্তি করিতে, পরাঙ্মুখ নহে। জাতক ধনহীন হওয়াই সম্ভব, তবে শনি মূল ত্রিকোণে থাকিলে দারিদ্র্যদোষ নষ্ট করিয়া জাতককে যশোভাগী করিয়া থাকে। জাতকের শুভগ্রহ শুক্র এবং পাপ ও মারকগ্রহ মঙ্গল। পরিপাকশক্তির দুর্ব্বলতা থাকায় পাকস্থলীতে ভুক্ত দ্রব্যের অপাকবশতঃ জাতকের পেটের অসুখ, অগ্নিমান্দ্য, দন্তপীড়া, শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগের আক্রমণ হইয়া থাকে এবং উদরপীড়া এমন কি বাতবেদনা ও বেরিবেরি রোগ তাহার মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। প্রতি মাসে সপ্তাহকাল বেলা ১০।১১টার সময়, অথবা বেলা ৩।৪টার সময়, এক ঘণ্টা কাল Sunbath লইলে, অর্থাৎ 'রোদ পোহাইলে' এই সমস্ত রোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। শীতল জলে স্নান অনিষ্টকর। জাতকের উদরের পক্ষে উপকারী বেগুন, ডুমুর, মূলা, পেঁপে, পালংশাক, 'কল বাহির হওয়া' ছোলা, মুগ, নারিকেল প্রভৃতি।

কুম্ভলগ্নজাত ব্যক্তিকে আজীবন কোনও স্থায়ী পীড়া ভোগ করিতে হয় ও শেষজীবনে তাহার সাধারণতঃ লাঞ্ছনা বা অপযশঃ হইয়া থাকে। সিংহরাশিতে শুক্র থাকিলে জাতক পত্নী হইতে সুখী হয়।

মীনলগ্ন

মীনলগ্নে জন্মিলে জাতক সুশ্রী ও মধ্যমাকৃতি হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক হইলে তাহার কেশদাম দীর্ঘ ও সুশ্রী হয়। জাতকের পদতলে তিলচিহ্ন পাওয়া যায়। তাহার শুভগ্রহ মঙ্গল। লগ্নে শনি থাকিলে জাতককে রাজতুল্য করিতে পারে, কিন্তু শুক্র-শনি-রবি একত্র যে কোন স্থানে থাকিলে জাতক দরিদ্র হইবে। একাদশপতি শনি জাতকের শুভকারক হইলেও প্রবল মারক, বিশেষ শনি ব্যয়পতি। সুতরাং শনি একদিকে জাতককে প্রচুর অর্থদান করিয়া অপরদিকে মারাত্মক ব্যাধিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার ধনপ্রাণের ব্যয়-সঙ্ঘটন করিতে পারে। অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধতা, পাকস্থলীর পীড়াজনিত শিরঃপীড়া ও হাঁপানি, ফুস্‌ফুস্‌প্রদাহ, কোমরে বেদনা, বাত—এই সকল পীড়া জাতকের দেহ আশ্রয় করা সম্ভব। ষষ্ঠপতি রবি পাপগ্রহ হওয়ায় জাতকের অস্থি-সংক্রান্ত পীড়া হইতে পারে। শাকসব্জী, মুগের ডাল, ন্যাসপাতি, লেবু, ঘোল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, ডাব, বিলাতী বেগুণ উপকারী। মাছ, মাংস অপকারী বলিয়া মনে হয়। জাতক স্বভাবতঃ ভোগবিলাস-প্রিয় হইলেও স্বার্থপরতা-দোষ-রহিত, দানশীল ও তীর্থপর্য্যটক হইয়া থাকে। যে কোন প্রকার কলাবিদ্যা বা শিল্পকার্য্যে তাহার অধিকার থাকে। জাতক সাহিত্যসেবী হইলে প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারে। জাতকের গদ্য অপেক্ষা পদ্যরচনায় অধিকতর মাধুর্য্য প্রকটিত হইয়া থাকে। ছোট ছোট গীতিকাব্য, Ballad, Sonnet প্রভৃতির মধ্য দিয়া জাতকের কবিত্ব পরিস্ফুট হয়, এবং ঐ কবিত্বের অন্তরালে ফল্গুধারার মত, তাহার তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবৎপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই তাহার mysticism বা রহস্যবাদ।

৪৮ বৎসর বয়স জাতকের অরিষ্টসূচক; লগ্নস্ফুট যদি কুম্ভের শেষার্দ্ধের দিকে থাকে তাহা হইলে উক্ত বয়সে দেহকষ্ট অনুমেয়। লগ্ন হইতে

পঞ্চমে রাহু থাকিলে, রাহু জাতকের স্বাস্থ্য নীরোগ থাকিতে দেয় না এবং তাহার পুত্রেরও অশুভ করিয়া থাকে।

হোরা ও দ্রেক্কান কথন

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে লগ্নের প্রথমার্দ্ধ বা শেষার্দ্ধকে 'হোরা' বলা হয়।

লগ্নের তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ১—১০ অংশ, ১১—২০ অংশ, এবং ২১—৩০ অংশ—প্রত্যেকটীকে দ্রেক্কান বলা হয়। প্রথম দ্রেক্কানে, অর্থাৎ জন্মলগ্নের প্রথম দশ অংশের মধ্যে জন্ম হইলে লগ্নপতির, দ্বিতীয় দ্রেক্কানে জন্ম হইলে লগ্ন হইতে পঞ্চম রাশির অধিপতির ও তৃতীয় দ্রেক্কানে জন্ম হইলে লগ্ন হইতে নবমরাশির অধিপতির দ্রেক্কান হয়।

বৃহস্পতির দ্রেক্কানে জন্ম হইলে জাতক নানাপ্রকার সুখসম্পদ্ ভোগ করিয়া থাকে। শনির দ্রেক্কানে জন্ম হইলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

দ্বাদশ ভাব কথন

জ্যোতিঃশাস্ত্রে মানবজীবনকে দ্বাদশ শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং এক একটী শাখা হইতে এক একটী ভাব নির্ণয় করা হয়। এই বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা-সমষ্টি হইতেই জাতকের জীবন-তরুর পরিচয় পাওয়া যায়। মানবের নিজ জীবনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয় তাহার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা। সেই অন্তর্দৃষ্টির বীক্ষণ-যন্ত্র হইল এই দ্বাদশভাব। ইহা পথভ্রান্ত নাবিকের শুকতারা, সীমারেখাহীন, অপার-বারিধিবক্ষে দিগ্দর্শন, দৈনন্দিন কর্ম্মকলাপের পরিমাপক বা পর্য্যবেক্ষণ-যন্ত্র।

দ্বাদশভাব হইতে বুঝা যায় জাতকের আত্মা আর সেই আত্মার ক্ষণিক আবাস-ভূমি বা লীলা-নিকেতন এই দেহ। অর্থাৎ জাতকের দৈহিক গঠন, তাহার আকৃতি, প্রকৃতি, বর্ণ, মন, প্রবৃত্তি, তাহার পূর্ব্বজন্মের কৃত কার্য্য বা সঞ্চয়, ইহ জন্মের করণীয় সুকার্য্য বা অপকার্য্য, তাহার বিক্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধীশক্তি, প্রেরণা, তাহার বর্ত্তমান সুখ, ভবিষ্যতের আশা,

দেহের ও মনের রিপুভাব, বাণিজ্য, আয়-ব্যয়-ঋণ, জয়-পরাজয়, ধনসম্পত্তি লাভ, ধর্ম্মের গ্লানি বা বিকাশ, সমাজনীতি, রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতিতে তাহার প্রাপ্য বা তাহার দান, তাহার দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ, তাহার আত্মার গতি আর পরপারের ডাক—প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই এই দ্বাদশভাব বিচার করিলে অনুমান করা যায়। দ্বাদশভাব হইতে জাতক বুঝিতে পারে কিরূপ প্রকৃতির তাহার আত্মীয় কুটুম্ব, কতখানি উপকার বা অপকার সে লাভ করিতে পারে তাহার এই গার্হস্থ্য নাটকের মাতাপিতা, ভাই ভগিনী, পুত্রকলত্রাদি হইতে, আর তাঁহাদেরও সহিত জাতকের কি দেনা-পাওনা। গ্রন্থের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে, যে কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা নিজের জন্মপত্রিকা নিজে বিচার করিতে পারেন; এই অনুসন্ধিৎসা জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বাদশভাবের এক মহান্ শিক্ষা। এই দ্বাদশভাব চপলমতি মানবকে শিক্ষা দেয়, 'মানুষ তুমি মানুষ হও, নিজকে দেখ। তোমার বহির্দৃষ্টি যেদিকেই যাইতে চাহুক, অন্তর্দৃষ্টি রাখিও নিজের আত্মার দিকে—অহমিকার দিকে নহে—দেখিবে আত্মজ্ঞান হইতেই পরমাত্মালাভ, আর সেইখানেই ক্রমবিবর্ত্তনের পূর্ণতা। ৺রজনীকান্ত সেন একটী সঙ্গীতে গাহিয়াছেন ঃ—

"আমি শুনেছি হে তৃষাহারি,
তুমি এনে দাও তারে প্রেম অমৃত
তৃষিত যে চাহে বারি।"

পরম আদিপুরুষ সেই তৃষাহারীর অনুকম্পা-বারি লাভ করা যায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের মধ্যে এই দ্বাদশভাব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিলে। দ্বাদশভাব হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় সুখ-দুঃখ পরের হস্তে নহে, নিজের হস্তে। পরের কর্ত্তৃত্ব বহির্জগতের উপর, অন্তর্জগতের কর্ত্তা ও কর্ত্তৃত্বকারী 'আমি' the empirical self জাতক নিজে। এই জ্ঞান হইতেই মানুষ ভাগ্যে আস্থাবান হয়, সে জানিতে চাহে তাহার কর্ম্মোদ্ভূত

অপরিজ্ঞাত ফল; এবং এই আস্থাই তাহার পুরুষকারের মূলমন্ত্র। মানুষ যখন বুঝিতে পারে কি তাহার আদর্শ, তখন তাহার জ্ঞান হয় এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় কতটুকু তাহার স্থান আর তাহা কত দিনের জন্য, কতটুকু তাহার মূল্য আর কিই বা তাহার পরিণতি।

আশা করা যায় পাঠক এই দ্বাদশ ভাব মনোনিবেশসহ পাঠ করিয়া ফলবিচারে প্রবৃত্ত হইবেন।

কোন ভাব হইতে কি বিচার্য্য ?

জাতকের লগ্ন হইল দ্বাদশভাবের স্তম্ভস্বরূপ। এই লগ্নের সহিতই মানবের সমস্ত ভাব সংলগ্ন। সেইজন্য জন্মকুণ্ডলীতে যে স্থানে 'লগ্ন' উহাই প্রথম ভাব।

কোন্ ভাব হইতে কি বিচার করা যায় তাহা স্থূলভাবে নিম্নে প্রদর্শিত হইল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ও সূক্ষ্মবিচারে দ্বাদশভাব হইতে অবগত হওয়া যায়। বাহুল্যবোধে সেগুলি পরিত্যক্ত হইল।

১। প্রথমভাব হইতে বিচার্য্য জাতকের তনু বা শরীর (আকৃতি, প্রকৃতি, স্বাস্থ্য, বর্ণ), আত্মা, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।

২। দ্বিতীয় ভাব = ধন (জাতকের চক্ষুঃ ধনেরই অন্তর্ভুক্ত), বিদ্যা, মাতৃস্বসা, কুটুম্ব।

৩। তৃতীয় ভাব = কনিষ্ঠ সহোদর সহোদরা ও সাহস।

৪। চতুর্থ ভাব = বন্ধু, মাতা, ব্যাবহারিক বিদ্যা, অর্থকরী বিদ্যা, গৃহ, ভূমি, পৈত্রিক সম্পত্তি, যে কোন ঐহিক সুখ।

৫। পঞ্চম ভাব = পুত্র-কন্যা*, বিদ্যা (সাধারণ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি), দেবতায় ভক্তিভাব, পূর্ব্বজন্ম-কৃত সুসংস্কার বা সুকৃতি।

৬। ষষ্ঠ ভাব = রিপু (বহির্জগতের শত্রু, অন্তর্জগতের শত্রু, ষড়্-রিপু), মাতুল, ঋণ।

---

* কেহ কেহ চন্দ্রেরও পঞ্চম হইতে পুত্র-কন্যা বিচার করিয়া থাকেন।

৭। সপ্তম ভাব = জায়া, বাণিজ্য, জামাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ব্যবসায়ে লাভালাভ।

৮। অষ্টম ভাব = নিধন, মোকদ্দমা, জয়-পরাজয়, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পাওয়া না পাওয়া, ঋণ।

৯। নবম ভাব = ধর্ম্মকর্ম্ম, তীর্থপর্যটন, আধ্যাত্মিকতা, দৈব-প্রেরণা, ভাগ্য, শ্যালক, মাতামহ, পিতা (মতান্তরে)।

১০। দশম ভাব = কার্য্য, জীবিকা-বিষয়ক কর্ম্ম, সম্মান, পদ-প্রতিষ্ঠা, পিতা *।

১১। একাদশ ভাব = আয়, জ্যেষ্ঠ সহোদর সহোদরা, কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা, বামকর্ণ, গো-অশ্ব, যান-বাহন।

১২। দ্বাদশ ভাব = ব্যয় (অর্থ-ব্যয় ও জীবন-ব্যয় উভয়ই অনুমেয়), দান, দূর-ভ্রমণ, রাজদ্বারে দণ্ড, কৃষিকর্ম্ম, ঋণ, পূর্ব্বজন্মের কুসংস্কার ও দুষ্কৃতি ও প্রেত বিদ্যা।

ভাব বিচার কালে কোন বিশেষ যোগ আছে কি না দেখা কর্ত্তব্য। নিম্নে কয়েকটি যোগের কথা উল্লেখ করা হইল ঃ—

১। লগ্নপতি এবং লগ্নস্থান (লং) = পূর্ব্বে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। (পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন)।

২। ২য় পতি বা ধনাধিপতি দুর্ব্বল হইলে, অথবা ষষ্ঠ বা দ্বাদশ স্থানে থাকিলে জাতকের ঋণ হয়। উক্ত ধনপতি যাহার সহিত যুক্ত হয় তাহার দ্বারাই ধননাশ অনুমেয়। ধনাধিপতি সপ্তমে থাকিলে জাতক সুচিকিৎসক হয়। দ্বিতীয় পতি ষষ্ঠ স্থানে রাহুর সহিত একত্র থাকিলে জাতকের দন্তরোগ হয়। দ্বিতীয় পতি নবমে থাকিলে অথবা দ্বিতীয়ে কেতু থাকিলে

* নবম ভাব হইতে পিতা ও পিতৃভাগ্য বিচার না করিয়া দশম হইতে বিচার করা সমীচীন মনে হয়। জাতকের চতুর্থ ভাব হইতে মাতা এবং সপ্তম ভাব হইতে জায়াভাব বিচার করা হয় ; সুতরাং চতুর্থের সপ্তম অর্থাৎ মাতার পতি ভাব (জাতকের পিতৃস্থান) দশম হওয়াই সহজবুদ্ধিতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।—গ্রন্থকার।

জাতক বাল্য রোগী হয়; এবং কেতুর অবস্থান হেতু মুখরোগ হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়ে রাহু থাকিলে জাতকের কারাভয় সূচিত হয়। দ্বিতীয়ে রবি-চন্দ্র অথবা রবি-রাহু ধননাশক। দ্বিতীয়ে শনি রবি দ্বারা দৃষ্ট হইলে কিংবা দ্বিতীয়ে বুধ বৃহস্পতি দ্বারা অথবা চন্দ্র দ্বারা দৃষ্ট হইলে দারিদ্র্য যোগ হয়। মঙ্গল ও ক্ষীণ চন্দ্র দ্বিতীয়ে থাকিলে দারিদ্র্য যোগ হয়। দ্বিতীয়ে শনি বুধ দ্বারা দৃষ্ট হইলে ধনদায়ী হয়। দ্বিতীয়ে বৃহস্পতি বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক রাজনীতিজ্ঞ হয়। শুক্র দ্বিতীয়ে তুঙ্গস্থ হইলে জাতক জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শী হয়। দ্বিতীয়ে পাপগ্রহ এবং দ্বাদশেও পাপগ্রহ থাকিলে জাতকের ফৌজদারী আদালতের আদেশে সশ্রম দণ্ড হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ে মঙ্গল নিষ্ফল, সুতরাং ইহার ফলে জাতকের 'যত্র আয় তত্র ব্যয়' কল্পনীয়।

৩। তৃতীয় বা 'সহজ' স্থানে রবি-চন্দ্র থাকিলে জাতক সুকবি হইয়া থাকে। তৃতীয়াধিপতি ১১শে থাকিলে জাতক রাজ-সম্মান প্রাপ্ত হয়। তৃতীয়ে শনি-রাহু থাকিলে জাতকের অগ্নিদাহের ভয় কল্পনীয়। অশুভ সমসংখ্যক গ্রহ তৃতীয়ে এবং একাদশে থাকিলে জাতকের কারাদণ্ড হইতে পারে। তৃতীয়ে রাহু থাকিলে জাতকের ঐশ্বর্য্যলাভ হয়, কিন্তু কর্ণরোগ হইয়া থাকে। তৃতীয়ে কেতু চন্দ্রযুক্ত হইলে ধনদায়ী হয়।

৪। চতুর্থাধিপতির দ্বাদশে অবস্থান ক্লীবতাসূচক। বুধ চতুর্থস্থ হইয়া রাহুর সঙ্গে বা চন্দ্রের সঙ্গে থাকিলে জাতকের হৃদ্‌রোগ, এমন কি যক্ষ্মারোগও হইতে পারে। চতুর্থে শনি যদি শুক্র সহ যুক্ত হয় তাহা হইলে জাতক সদ্‌বন্ধু হইতে লাভবান হইয়া থাকে, কিন্তু জাতক পিতার কষ্টদায়ক হয়। চতুর্থে মঙ্গল থাকিলে জাতকের ভূমিলাভ হয়, এবং উক্ত ভূমি সরকারপক্ষ বা 'খাস্ মহাল' হইতে দানস্বরূপ বা বন্দোবস্ত-রূপে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু চতুর্থস্থ মঙ্গলের ফলে জাতকের বন্ধু হইতে ক্ষতি হয়। চতুর্থে রবি শুক্রযুক্ত হইলে জাতক মদ্যপায়ী হইয়া থাকে। চতুর্থে এবং দশমে সমসংখ্যক পাপগ্রহ থাকিলে জাতকের কারাবরোধ হওয়া সম্ভব। চতুর্থাধিপতি সপ্তমস্থ হইলে এবং শুক্র চতুর্থ স্থানে থাকিলে

জাতক স্ত্রী হইতে ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া সুখী হয়। চতুর্থাধিপতি শুভগ্রহযুক্ত হইলে জাতক পিতৃভক্ত হয় এবং অশুভযুক্ত হইলে পিতৃ-বিরোধী হয়। সুখ স্থানে বুধ থাকিলে জাতকের পিতৃভাগ্য নষ্ট করে। চতুর্থে রাহু থাকিলে জাতকের আত্মীয়স্বজন হইতে সুখের হানি হয়।

৫। পঞ্চমপতি পঞ্চমে থাকিলে জাতক অল্পপুত্রযুক্ত হয় এবং ৬।৮।১২শে থাকিলে জাতক প্রায়ই অনপত্য হইয়া থাকে। পঞ্চমাধিপতি দশমে থাকিলে জাতক ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী হয়। পঞ্চমে মঙ্গল থাকিলে জাতকের স্ত্রীর গর্ভপাতাদি পীড়া হয় এবং উক্ত স্থানে রবি-মঙ্গল থাকিলে জাতকের অগ্নি-দাহ ভয় অনুমেয়। পঞ্চমে শনি-রাহু থাকিলে জাতকের জলে ডোবার ভয় হয়। চন্দ্র-শুক্র পঞ্চমে থাকিলে জাতকের Lottery-তে লাভ অনুমেয়। পঞ্চমে কেতু থাকিলে জাতকের প্রথম সন্তান কন্যা হওয়া সম্ভব কিন্তু জাতিকার গর্ভ-সংক্রান্ত পীড়া হইবে।

৬। ষষ্ঠপতি ষষ্ঠে থাকিলে জ্ঞাতি শত্রু হইয়া থাকে। ষষ্ঠপতি দ্বাদশে থাকিলে জাতকের অপমৃত্যুর সম্ভাবনা এবং পরস্ত্রী-লোলুপতা তাহার কারণ হইতে পারে। ষষ্ঠে অশুভগ্রহ থাকিলে জাতকের শত্রু নীচভাবে শত্রুতা করিয়া থাকে এবং শুভগ্রহ থাকিলে সে শিষ্টভাবেই শত্রুতা করে। ষষ্ঠে এবং দ্বাদশে সমসংখ্যক অশুভগ্রহ থাকিলে জাতকের কারা-বাস হইয়া থাকে। ষষ্ঠে চন্দ্র থাকিলে জাতকের অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। ষষ্ঠে বৃহস্পতি থাকিলে জাতকের দীর্ঘকাল-স্থায়ী ব্যাধি হওয়া সম্ভব। ষষ্ঠে শুক্র থাকিলে, শুক্র যদি জাতকের শুভগ্রহও হয়, তথাপি শুভ করিতে অক্ষম। ষষ্ঠে শনি থাকিলে জাতক ৩৭।৩৮ বৎসর বয়সে শত্রুদ্বারা পীড়িত হয়। ষষ্ঠে রাহু-মঙ্গল জাতকের স্ত্রীর অকাল-মৃত্যু সূচিত করে। মঙ্গল ও শনি রিপুস্থানে থাকিলে জাতক দরিদ্র হয়। ষষ্ঠে কেতু বৈরি-নাশক হয়।

৭। সপ্তমাধিপতি ২য় বা ষষ্ঠস্থানে থাকিলে জাতকের স্ত্রী 'একগুঁয়ে' হয়। সপ্তমপতি অষ্টমস্থানগত হইলে জাতকের স্ত্রীর কক্ষা-হ্রাস হয়,

এবং দ্বাদশে থাকিলে জাতকের গৃহসুখ হয় না, এবং তাহার স্ত্রী চঞ্চলা ও রুগ্না হইয়া থাকে। সপ্তমে দুইটী পাপগ্রহ থাকিলে জাতক অসচ্চরিত্র হয়। সপ্তমে রাহু থাকিলে জাতকের সহিত স্ত্রীর সদ্ভাব থাকে না। সপ্তমে কেতু থাকিলে জাতকের ৩৭ বৎসর বয়সে স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয়, এবং জাতকের স্ত্রীর বাতিকগ্রস্তের ভাব (craze) হয়। সপ্তমে শনি-রবি থাকিলে এমন কি রবি একা থাকিলেও, দাম্পত্য-জীবন অশান্তিময় হয়। সপ্তমে বুধ থাকিলে জাতক বন্ধু হইতে লাভবান হয় কিন্তু জাতকের চরিত্রদোষ হইয়া থাকে। সপ্তমে শনি থাকিলে জাতকের পাদ-বিকৃতি উৎপন্ন করে।

৮। অষ্টমপতি ষষ্ঠে থাকিয়া লগ্নাধিপতি, শনি ও রাহু বা কেতুযুক্ত হইলে চোরের হস্তে মৃত্যু হয় (সর্ব্বার্থ চিন্তামণি)। অষ্টমপতি ষষ্ঠে (বিশেষ চন্দ্র অষ্টমপতি হইয়া জলরাশিতে) থাকিলে জাতকের জলে ডুবিয়া মরিবার আশঙ্কা। অষ্টমস্থ পাপমধ্যগত চন্দ্র বহ্নিভয় সূচিত করে। দশমে অষ্টমপতি বাল্যে মাতৃহানিকর। অষ্টমে রাহু বা কেতু বা মঙ্গল থাকিলে জাতকের গুহ্যপীড়া, বিশেষ করিয়া একশিরা, অর্শ বা মূত্রদোষ হইয়া থাকে। অষ্টমস্থ শুভগ্রহ ধনদায়ী হয়, কিন্তু অশুভ-গ্রহ দারিদ্র্যের লক্ষণ। অষ্টমে শুভ শুক্র থাকিলে জাতক বাল্যরোগী হয়, কিন্তু পরিণত বয়সে তীর্থস্থানে মৃত্যু হইয়া থাকে। অষ্টমে শনি দীর্ঘায়ুঃ দান করিয়া থাকে, কিন্তু জাতকের জীবন-ব্যাপী ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করে। শনি অষ্টমে থাকিলে জাতকের হৃৎকম্পজনিত স্থায়ী পীড়া থাকা সম্ভব। জন্মকুণ্ডলীতে 'রন্ধ্রগত শনি' অত্যন্ত অশুভ সূচক। ইহা হইতে জাতক মাতৃপীড়াদায়ী হয়। এক কবি-জ্যোতিষী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"সপ্তমে মঙ্গল আর রন্ধ্রগত শনি।
কে দিল অনলে হাত, কে ধরিল ফণী॥"

ইহার ফলে জাতকের মারাত্মক বসন্তরোগ হইয়া থাকে। কিন্তু শনি মঙ্গলের সহিত ক্ষেত্র বিনিময় করিলে শনি অনিষ্টপ্রদ হয় না।

"রন্ধ্র স্থানে সূর্য্য এবং রন্ধ্রাধিপতি নবমে থাকিলে জাত ব্যক্তির প্রথম বৎসর মধ্যে পিতার মৃত্যু হইবে।" (বৃহৎ পারাশরী)

অষ্টম স্থানে রবি থাকিলে জাতকের ৩৪ বৎসর বয়সে স্ত্রীর মৃত্যু বা মৃত্যুবৎ-রিষ্টি অনুমেয়।

৯। নবমপতি অষ্টমস্থ হইলে পিতার ভাগ্যবিপর্য্যয় করে। নবমাধিপতি দ্বাদশে থাকিলে জাতক বিদেশবাসী হয় এবং প্রবাসে ভাগ্যলাভ করিয়া থাকে। নবমে, বিশেষ কর্কট রাশিতে, রাহু মঙ্গলযুক্ত হইলে অগ্নিদাহের আশঙ্কা অনুমেয়। নবমে বুধ-শুক্র একত্র থাকিলে জাতক প্রসিদ্ধ গায়ক হয়, এবং রবি-চন্দ্র থাকিলে সে মহা-প্রতাপী অতি-মানুষ হইতে পারে। নবমে রবি-চন্দ্র শুক্রযুক্ত হইলে, জাতক যতই 'বড়' হউক না কেন, তাহার নৈতিক চরিত্র অবৈধ সম্বন্ধ দোষে কলুষিত হইয়া থাকে। নবমে চন্দ্র-মঙ্গল থাকিলে জাতক লটারীতে লাভবান হয়। নবমে চন্দ্র থাকিলে জাতকের ২০ বৎসর বয়সে পিতার অরিষ্ট সূচিত করে। নবমে কেতু থাকিলে জাতক ম্লেচ্ছানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১০। দশমপতি মঙ্গল দ্বিতীয়স্থানে অথবা দশমে থাকিলে জাতক চিকিৎসক হয়। দশমপতি অষ্টমে থাকিলে জাতক মাতার কষ্টদায়ী হয়। দশমপতি দ্বাদশে থাকিলে কারাযোগ কল্পনীয়। দশমে বুধ থাকিলে ২৭।২৮ বৎসর বয়সে জাতকের নেত্ররোগ হওয়া সম্ভব। দশমে শনি জাতকের স্বাধীন ব্যবসায়ের অন্তরায় হয় ও তাহাকে চাকুরি করিতে বাধ্য করে। শনি রবি দ্বারা দৃষ্ট হইলে অকালে পিতৃ-বিয়োগ হইতে পারে। দশমে শনি-চন্দ্র থাকিলে জাতক মনীষাশালী হইয়া থাকে কিন্তু শনি-রবি-চন্দ্র যুক্ত হইয়া দশমে থাকিলে জাতক মদ্যপায়ী হয়। দশমে রাহু থাকিলে জাতকের ৫৪ বৎসর বয়সে ব্যাধিশত্রু বা অস্ত্রাঘাত হইতে কষ্ট পাইতে হয়। দশমস্থ রাহু ফলে জাতক ম্লেচ্ছের নিকট হইতে সম্মানলাভ করিয়া থাকে। কর্ম্মস্থানগত রাহু হইতে জাতক অভিনেতা হওয়া সম্ভব কিন্তু সে পরস্ত্রীলোলুপ হইয়া থাকে। দশমে রাহু বা কেতু

পিতৃভাগ্য বিনষ্ট ও হীন করে। দশমে কেবলমাত্র রবি থাকিলে জাতকের কর্ণরোগ হয়, এবং কেবলমাত্র শুক্র থাকিলে চক্ষুঃপীড়া হইতে পারে। দশমে রবি-শুক্র যুক্ত হইলে জাতক রাজনীতিজ্ঞ হয় এবং যানবাহনাদি লাভ করিয়া থাকে।

১১। একাদশপতি ধনস্থানে থাকিলে এবং ধনাধিপতি একাদশস্থ হইলে জাতক বিবাহের পর ভাগ্যবান্ হয়। ইহাকেই বলে 'স্ত্রীভাগ্যে ধন'। একাদশে শনি জাতকের পিতার প্রবল মারক হয়। একাদশে রবি বা মঙ্গল, বা উভয় গ্রহই, থাকিলে জাতক উচ্চশ্রেণীর গায়ক হইয়া থাকে। একাদশে রাহু জাতককে ধনপুত্র দিয়া মধ্যবয়সে সুখী করে। একাদশে কেতু থাকিলে জাতককে কুপুত্রবান্ বা ভাগ্যহীন করে। একাদশে শুভগ্রহ থাকিলে জাতক শুভকার্য্য করিয়া আয়-লাভ করিতে পারে, কিন্তু অশুভ গ্রহ থাকিলে আয় হয় বটে, তবে বহু কষ্টে এবং ন্যায় হউক বা অন্যায় হউক—'যেন তেন প্রকারেণ'।

১২। দ্বাদশপতি লগ্নে থাকিলে জাতক শোভনাকৃতি ও বক্তা হয়। দ্বাদশপতি তৃতীয়স্থানে থাকিলে জাতক ধনভোগী হয়। দ্বাদশে বহুগ্রহ থাকিলে জাতক রাজ-সম্মান লাভ করিয়া থাকে, এবং ধনভোগী হয়। পরন্তু বহুগ্রহের স্থিতিফলের অসামঞ্জস্য হেতু লক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া থাকেন। দ্বাদশে শুভগ্রহ থাকিলে জাতক ধনসুখ লাভ করে এবং শুভকার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া থাকে। দ্বাদশে রবি অথবা বুধ থাকিলে রাজদ্বারে অর্থব্যয় হইয়া থাকে। ব্যয়স্থানে মঙ্গল থাকিলে স্ত্রীর কক্ষা-হ্রাস হয় এবং জাতক নিজে চক্ষুরোগী হয়। দ্বাদশে শনি থাকিলে জাত ব্যক্তির শত্রুর দ্বারা অর্থনাশ হয়, এবং জাতক পারিবারিক জীবনে শান্তি পায় না। দ্বাদশে রাহু থাকিলে জাতক নেত্ররোগী হয় এবং তাহার বাহুতে বাত হইতে পারে। রাহু ১২শে থাকিলে শত্রুদ্বারা জাতকের ধননাশ হইয়া থাকে। দ্বাদশস্থ রাহু অমিতব্যয়িতা ও দীনতার পরিচায়ক। ১২শে পাপগ্রহ এবং একাদশেও পাপগ্রহ থাকিলে জাতকের চরিত্রগত অপবাদ ও প্রতিষ্ঠাহানি

হয়। দ্বাদশে ক্ষীণ চন্দ্র থাকিলে জাতকের অঙ্গহানি হয় এবং জাতক অন্নাভাব ভোগ করে, এবং স্ত্রীর অসুখের জন্য সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতে হয় অথবা অর্থ ব্যয় হয়। শুক্র দ্বাদশে থাকিলে জাতকের নানাকারণে, বিশেষ কামাসক্তির তৃপ্তির জন্য, ধননাশ হয় ও আত্মীয়ের সহিত প্রায়ই মনোমালিন্য ও মতান্তর হইয়া থাকে। দ্বাদশে বৃহস্পতি থাকিলে জাতকের পাঁচ বৎসর বয়সে দেহকষ্ট হইয়া থাকে, এবং ২৫-৩০ বৎসর বয়সে রাজদ্বারে প্রপীড়িত হওয়া সম্ভব।

কোষ্ঠী-বিচার-বিধি

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

মানবের ভাগ্যবিচার করা হয় মেষ-বৃষাদি দ্বাদশ কোষ্ঠ বা ঘরের ফলাফল দেখিয়া। তিন লোকের সমাহার—এই অর্থে যেরূপ ত্রিলোকী হয়, এই দ্বাদশ কোষ্ঠেরও সমাহার 'দ্বাদশ কোষ্ঠী' হইয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত রূপই 'কোষ্ঠী' বলিয়া মনে হয়।

কোষ্ঠী বিচার করিতে হইলে কেবল অধিপতি ও গ্রহস্থিতি এবং গ্রহগণের দৃষ্টি দেখিলে সঠিক ফল-নির্ণয় হয় না। লগ্নস্ফুট, গ্রহস্ফুট, ভাবস্ফুট, ভাবসন্ধিস্ফুট, গ্রহগণের শয়নাদি দ্বাদশ ভাবফল, জন্মরাশি ফল, মাসফল, বারফল, তিথিফল—এগুলিও দেখা কর্ত্তব্য। পরন্তু এগুলি সূক্ষ্ম বিচারের জন্য আবশ্যক জ্ঞানে এই প্রাথমিক গ্রন্থে তাহা বর্জ্জন করা হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি মূল নিয়ম প্রদত্ত হইল।

১। কোষ্ঠী বিচার কালে মনে রাখা কর্ত্তব্য—

(ক) দেশ, অর্থাৎ জাতকের জন্ম গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কি শীতপ্রধান দেশে, প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে; (খ) কাল, অর্থাৎ জাতকের বাল্যাবস্থা, কি যৌবনাবস্থা, কি বৃদ্ধাবস্থা, কারণ অবস্থাভেদে সম্ভবস্থলে ফল অনুমেয়; (গ)

পাত্র, অর্থাৎ জাতকের বংশগত ধারা এবং জন্মস্থানের বা বংশের সাধারণ শিক্ষা, রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

২। ভাবাধিপতি গ্রহ এবং ভাবস্থ গ্রহ এবং তাহাদের কারকতা ও বল। ভাবে গ্রহদৃষ্টি। ক্ষেত্রবল।

৩। তুঙ্গীগ্রহ, মূল ত্রিকোণগত গ্রহ এবং স্বক্ষেত্রগত গ্রহ যে স্থানে থাকে, সেই স্থানের শুভভাব বৃদ্ধি করে। দুঃস্থানগত হইলেও অশুভ করে না।

৪। শুভগ্রহ কেন্দ্রে থাকিলে শুভদায়ী হয়। কিন্তু উহা কেন্দ্রপতি হইয়া কেন্দ্রে থাকিলে জাতকের বা তৎসম্পর্কীয় কাহারও আয়ুঃ সম্বন্ধে অশুভ ফল প্রদান করে।

অশুভগ্রহ কেন্দ্রপতি হইলে অশুভসূচক হয় না।

৫। পাপগ্রহ যে স্থানে থাকে সেই স্থানের অশুভ হয়। কিন্তু তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশস্থ পাপগ্রহ জাতককে ব্যক্তিগত শুভফল প্রদান করে। যেমন তৃতীয়ে পাপগ্রহ জাতকের শুভ কিন্তু ভ্রাতার অশুভ সূচনা করে। দশমে শুভগ্রহ থাকিলে পরম শুভদায়ী হয়।

৬। পাপমধ্যগত, পাপবিদ্ধ, পাপযুক্ত গ্রহ এবং নীচস্থ, শত্রুগৃহী, অস্তমিত, বক্রী, পরাজিত বা লজ্জিত গ্রহ শুভ করিতে পারে না, পক্ষান্তরে অশুভকারকই হইতে পারে।

৭। লগ্নপতি যে রাশিতে থাকে সেই রাশি দুর্ব্বল হইলে, বা সেই রাশ্যধিপতি দুঃস্থানগত হইলে অথবা জাত ব্যক্তির অশুভগ্রহ হইলে জাতক বলবান্ হয় না। কিন্তু তাহার লগ্নপতি চন্দ্র যেখানেই থাকুক, শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, সে বলবান্ হয়।

৮। পঞ্চমপতি অথবা নবমপতি এবং রবি, মঙ্গল ও শনির মধ্যে যে কোন গ্রহ বলবান্ হইয়া শুভকারক না হইলে জাতক মান্য-গণ্য বা সর্ব্ববরেণ্য হইবার যোগ্য-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।

মঙ্গল নীচস্থ হইলেও বৃহস্পতি-যুক্ত হইলে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে।

৯। একাদশপতির দশায় জাতকের পিতা অথবা মাতা, পিতামহ অথবা মাতামহ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগিনী, শ্বশুর বা শ্বশ্রূ বা অন্য কোনও পূজনীয় আত্মীয়-কুটুম্বের মৃত্যু হইয়া থাকে।

একাদশপতি হইতে হঠাৎ বিপদ অনুমেয়। উহার শক্তির বহিঃ-প্রকাশ কতকটা গুপ্তঘাতকের অদৃশ্য হস্তের ছুরিকাঘাতের মত—ঠিক যেন

'A single cloud in a sunny day,
A frown upon the atmosphere,
That hath no business to appear.'

—Byron's *The Prisoner of Chillon.*

১০। সন্ধিগত গ্রহ শুভ করিতে পারে না, সুতরাং নিষ্ফল।

১১। জন্মকুণ্ডলীতে 'দারিদ্র্যযোগ' বা অপর কোন রাজযোগ-ব্যবর্ত্তক যোগ থাকিলে 'রাজযোগ'-ভঙ্গ হয়।

১২। কোন ভাবফল যদি জাতকের স্ত্রীতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে উহা তাহার স্বামীতে কল্পনীয়।

১৩। জায়াপতির অথবা শুক্রের মহাদশায় বা অন্তর্দ্দশায় মানবের বিবাহ হইয়া থাকে; কিংবা সপ্তমাধিপতি যে গ্রহের দ্বারা দৃষ্ট বা যুক্ত হইয়াছে তাহার মহাদশা বা অন্তর্দ্দশায় বিবাহ হওয়া সম্ভব। তাহা না হইলে দ্বিতীয়াধিপতি যে রাশিতে আছে সেই রাশ্যধিপতির দশায় বিবাহ অনুমেয়।

১৪। বিংশোত্তরী মতে দ্বিতীয়পতি বা দ্বিতীয় স্থানস্থ গ্রহ মারক হয়। উহা মারক না হইলে সপ্তমপতি বা সপ্তমস্থ গ্রহ মারক হয়।

অষ্টোত্তরী মতে অষ্টমপতি বা অষ্টমস্থ গ্রহ মারক হয়। উহা মারক না হইলে, অষ্টম হইতে অষ্টম, অর্থাৎ তৃতীয়াধিপতি মারক হয়।

উভয় মতেই শনি ও বৃহস্পতি আয়ুর হ্রাস-বৃদ্ধির কারক। স্বক্ষেত্রস্থ বৃহস্পতি অথবা কেন্দ্রগত বৃহস্পতি কক্ষা বৃদ্ধি করে। শনি লগ্নপতি বা অষ্টমপতি হইয়া বলবান্ না হইলে কক্ষা হ্রাস হয়।

অর্থ-লোলুপতাবশতঃ অথবা সুনাম অর্জ্জন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি কোন ভাবফল বলা, বিশেষ করিয়া বালারিষ্ট ও জাতকের মারক বিচার করা, কর্ত্তব্য নহে। গণকের মনে রাখা কর্ত্তব্য—ভ্রম সকলেরই হইতে পারে; এবং জাতকেরও মনে রাখা কর্ত্তব্য—গণকমাত্রেরই কথায় বিশ্বাস করিয়া উল্লসিত বা হতোৎসাহ হওয়া মূঢ়তারই নামান্তর।

গণকের লিখিত বা কথিত ভাষা সহজ, সরল, স্পষ্টার্থ হওয়া কর্ত্তব্য। সিদ্ধান্ত কথনে কটুভাষিতা বা দাম্ভিকতা বর্জ্জনীয়। উহা সুরুচি ও কৃষ্টির পরিচায়ক নহে।

গ্রহগণের সম্বন্ধ কথন।

গ্রহগণের চারি প্রকার সম্বন্ধ হইয়া থাকে। প্রথম বা মুখ্য সম্বন্ধ (Combination of the first degree)—স্থান-বিনিময় এবং স্থলবিশেষে স্থান-বিনিময় করিয়া দৃষ্টি-বিনিময়। দ্বিতীয় সম্বন্ধ—দুই গ্রহ পরস্পরের দ্বারা পূর্ণভাবে বীক্ষিত হইবে। তৃতীয় সম্বন্ধ—একটী গ্রহ স্বক্ষেত্র হইতে অপর গ্রহকে তাহার ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে দৃষ্টি করিবে, অথবা সেই গ্রহের ক্ষেত্রকে দেখিবে। চতুর্থ বা সহাবস্থান সম্বন্ধ—দুইটী গ্রহ একই রাশিতে যুক্ত হইয়া অধিষ্ঠান করিবে।

উপরোক্ত সম্বন্ধ নির্ণয়কালে একটী বিশেষ নিয়ম মনে রাখা উচিত যে, কেন্দ্র বা ত্রিকোণপতির সহিত সম্বন্ধ হয়; ৩।৬।৮।১১শ পতির সহিত সম্বন্ধ হয় না। ত্রিকোণাধিপের সহিত যে সম্বন্ধ উহা শ্রেষ্ঠ রাজযোগকারক।

রাজযোগ কথন।

সাধারণতঃ মানুষের এই প্রকার ধারণা যে, রাজযোগ শব্দের অর্থ রাজা হইবার যোগ। এই অর্থ অজ্ঞতামূলক না হইলেও, শব্দটী ব্যাপক অর্থে গ্রহণীয়। ভাগ্যবৃদ্ধি, ভূসম্পত্তিলাভ, রাজসম্মান অর্জ্জন, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য,

সাহিত্য, কলা বা বিজ্ঞানশাস্ত্রে মৌলিকতা, এইরূপ বহু বিষয় রাজযোগের অন্তর্ভূক্ত। যেমন ষট্‌শূন্য যোগ, অর্থাৎ ছয়টী রাশিতে গ্রহাবস্থান হইয়া বাকি ছয়টী রাশি গ্রহশূন্য থাকা। ইহা রাজযোগ। কিন্তু ফলে, জাতক সিংহাসনারূঢ় হইয়া রাজা না হইলেও, বহু ভূসম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে।

গ্রহগণের সম্বন্ধ দেখিয়া রাজযোগ বিচার করা হয়। অবশ্য বিশেষ বিশেষ রাজযোগের কথা স্বতন্ত্র। নিশাশঙ্কা যোগ, ধ্রুব যোগ, কনকদণ্ড যোগ, রত্নাঙ্কুর যোগ প্রভৃতি বিশিষ্ট রাজযোগ। সমুদ্রযোগ, অর্থাৎ মকর, মেষ, তুলা ও কর্কটে সব গ্রহ থাকিলে প্রবল রাজযোগ হয়, উহাতে জাতক রাজা হইতে পারে। তদ্রূপ, মেষ হইতে ধনু পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘরে গ্রহ থাকিলে বীণাযোগ হয়; উহাতেও জাতক রাজা হইতে পারে। লগ্নে বৃহস্পতি ও শুক্র থাকা একপ্রকার রাজযোগ। অষ্টমে ও দ্বাদশে ক্রূর গ্রহ ও মধ্যে অর্থাৎ ৯।১০।১১শে, অপর সব গ্রহ রাজযোগ-কারক হয়। বুধ ও শুক্র প্রথম সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে বাগ্মী হইবার রাজযোগ হয়। একাদশস্থ বৃহস্পতিতে বলবান্ চন্দ্রের দৃষ্টি থাকিলে জীবযোগ হয়। নবমপতি নবমে বা কেন্দ্রে থাকিলে চন্দ্রপ্রভাযোগ হয়। উপরোক্ত দুইটী যোগই রাজযোগের অন্তর্ভূক্ত। চন্দ্রোদয় যোগ, অর্থাৎ বুধ লগ্নে এবং বৃহস্পতি কেন্দ্রে বা পঞ্চমে থাকিলে জাতকের বহু প্রকার মঙ্গলসূচক রাজযোগ অনুমেয়। স্ত্রীলোকের জন্মকুণ্ডলীতে বুধ তুঙ্গী হইয়া লগ্নে থাকিলে এবং বৃহস্পতি একাদশস্থ হইলে রাজযোগ-কারক হয়, ফলে জাতিকা রাজপত্নী হইতেও পারে।

জন্মপত্রিকায় যে সময়ে রাজযোগ থাকে, সে সময়ে সম্ভব হইলে সামান্য-ভাবেও জাতক অল্প-বিস্তর ফললাভ করিতে সমর্থ হয়। আবার সে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, রাজযোগের প্রভাব হ্রাস হইয়া যায়। এমন কোন কথা নাই যে, পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হইলেই রাজযোগের ফল হইবে, এবং অল্প বয়সে হইবে না। জাতকের বয়স যতই কম হউক না কেন, সম্ভব স্থলে

উহার ফললাভ কল্পনীয়। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু খুব কম বয়সেই ভারতীয় 'কংগ্রেস্' বা রাষ্ট্র-সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় কম বয়সেই আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন। স্বনামধন্য ৺স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় খুব অল্প বয়সেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভাইস্-চ্যান্সেলার' হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উইলিয়ম্ পিট্ কেবলমাত্র চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিলাতের মহাসভার প্রধান মন্ত্রীর পদে আরূঢ় হয়েন, এবং সুদীর্ঘ সপ্তদশ বর্ষকাল (১৭৮৩—১৮০০) মন্ত্রিত্বের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তাঁহারই সমসাময়িক কবিকুল—শেলী, কিটস্, বায়রন্—প্রত্যেকেই অল্পায়ু হইলেও, জগতের প্রথিতযশা লেখকগণের মধ্যে আজও গণ্য। ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয় নয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং তাৎকালিক এফ্ এ (আধুনিক আই, এ) পরীক্ষায় উচ্চতম বৃত্তি লাভ করেন, এবং বি এ, ও এম্ এ পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। কেবল মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে তিনি এম্ এ, পি আর এস্ হইয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত শাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ কঠিন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া Wrangler উপাধি লাভ করেন। শঙ্করাচার্য্য ষোল বৎসর বয়সে দশ-উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্তের ভাষ্য ও উপদেশ সাহস্রী আদি গ্রন্থ রচনা করিয়া দিগ্বিজয়ী হয়েন। সিনেমা জগতে শিশু অভিনেতা জ্যাকি কুগ্যান যেরূপ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা অদ্যাবধি অতুলনীয়। ইনি চিত্রে অভিনয় করিয়া ১০ বৎসর বয়সে দুই লক্ষ পাউণ্ড উপার্জ্জন করেন। জুগোশ্লেভিয়ার বর্ত্তমান রাজা দ্বিতীয় পিটর কেবলমাত্র একাদশ বৎসর বয়সে সিংহাসনারূঢ় হয়েন, এবং এই কালের মধ্যেই তিনি পাঁচটী ভাষায় উত্তমরূপে পারদর্শিতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; ভাষাগুলি Serbo-Croat, ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মান এবং রুশ-দেশের ভাষা।

পদার্থ বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবিদ্যায়ও তাঁহার জ্ঞানের একটা খ্যাতি আছে। লণ্ডনের Ethieal Culture School এর আর্থার্ গ্রাণ্‌উড্ নামক জনৈক সপ্তমবর্ষীয় ইহুদী ছাত্র অদ্ভুত মনীষার পরিচয় দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। ঐ বালকের মেধাশক্তি দেখিয়া মনোবিজ্ঞান-বিশারদ জনৈক চিকিৎসক তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলেন,—'Nothing in the history of medical science approaches this phenomenon--certainly we had no parallel in British records.' (The Amrita Bazar Patrika, Dak 11-1-35 at p. 13)।

প্রহ্লাদ, ধ্রুব ও বালক শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী, অথবা ষোড়শবর্ষীয় বীর অভিমন্যুর কথা প্রতীচ্যবাসীরা হয় ত কল্পিত-চরিত্র বা উপকথা মনে করিয়া বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু রাজপুত-গৌরব-গাথা যাহাদের অমরত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে সেই সব বালকবীর—বাদল, গোরা প্রভৃতির কাহিনী ইতিহাসবিৎ কোন্ ছাত্রের অবিদিত ?

একটীর পর আর একটী করিয়া দৃষ্টান্ত যোজনা করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে প্রত্যেকে বিভিন্ন কর্ম্মে ব্রতী হইলেও, সকলেরই জীবন প্রবল 'রাজযোগ' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ; এবং তাহার ফললাভ বয়স-সাপেক্ষ নহে। নিম্নে রাজযোগ-ফলের অদ্ভুত হ্রাসের একটী উদাহরণ দিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি।

বাবু গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'জীবনী-সংগ্রহ' নামক পুস্তকে অসাধারণ স্মৃতি-শক্তিসম্পন্ন দুইটী বালকের বৃত্তান্ত দেওয়া আছে। উহাদিগের মধ্যে শ্রীঅগ্নিদাত্ত ভট্টাচার্য্য জ্যেষ্ঠ। তিনি খুব অল্প বয়সেই পাণিনীসূত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া অন্তিম মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর তিনি তাজিক নীলকণ্ঠি, লঘুপারাশরী, মুহূর্ত্তচিন্তামণি, বৃহজ্জাতক, জাতকালঙ্কার শেষ করিয়া গ্রহলাঘব্ পাঠ করেন। কিন্তু

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পরে তিনি সে সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত ১৩১৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ১১ই তারিখের 'হিতবাদী' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বাহির হয়। সন ১৩২৯ সালের 'বঙ্গসাহিত্য' পত্রিকায় শ্রীঅগ্নিষাত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজে লিখিয়াছেন, "কালের মহিমা এমনই দুর্ব্বোধ্য যে, সে স্মরণশক্তি যেন কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে, এমন কি সাধারণ লোকের যেটুকু স্মরণশক্তি আছে, তাহাও এখন আমার নাই।" (বঙ্গসাহিত্য, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৫৯৫ পৃষ্ঠা)। উক্ত বালকদ্বয়ের পিতার নাম শ্রীমদ্ বংশধর সরস্বতী অগ্নিহোত্রী।

রাজযোগভঙ্গ কথন।

কোনও জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহ-সন্নিবেশ হেতু যদি রাজযোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলেই যে রাজযোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল ফলিবে তাহা নহে। রাজযোগের যেমন কয়েকটি বিশেষ বিধি আছে, সেইরূপ রাজযোগভঙ্গকারীও কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট যোগ আছে। রাজযোগের সঙ্গে সঙ্গে যদি তদ্‌বিরোধী কোনও যোগ জাতকের কোষ্ঠীতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর রাজযোগ-জনিত শুভফল হয় না, অধিকন্তু অশুভ ফল হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। নিম্নে কয়েকটি রাজযোগ-ব্যাবর্ত্তক যোগের কথা লিখিত হইল ঃ—

(১) জন্মকুণ্ডলীতে যদি 'রেকা যোগ' থাকে, অর্থাৎ যদি লগ্নেশ বলহীন হইয়া অষ্টমপতির দ্বারা দৃষ্ট হয় এবং বৃহস্পতি অস্তমিত হয়, তাহা হইলে 'রাজযোগ'-ভঙ্গ হয়।

(২) চন্দ্রে শুভগ্রহের দৃষ্টি অথবা লগ্নে চন্দ্রের দৃষ্টি না থাকিলে রাজযোগ-ভঙ্গ হয়।

(৩) রবি, শনি এবং মঙ্গল নীচস্থ হইলে রাজযোগ-ভঙ্গ হয়।

(৪) কেমদ্রুম যোগ, ফণীমুখ যোগ, অনুষ্টুভা যোগ, কিংবা কোনও প্রবল 'দারিদ্র্যযোগ' থাকিলে রাজযোগ-ভঙ্গ হয়।

(ক) শনি, চন্দ্র, মঙ্গল, শুক্র একত্র অথবা শনি, রবি, শুক্র একত্র থাকিলে প্রবল দারিদ্র্যযোগ হয়।

(খ) লগ্ন হইতে দশমে, রবি হইতে একাদশে এবং চন্দ্র হইতে অষ্টমে কোন গ্রহ অবস্থিত না থাকিলে বা উক্ত স্থান শুভ গ্রহ দ্বারা বীক্ষিত না হইলে দারিদ্র্যযোগ হয়।

'দারিদ্র্য' শব্দের অর্থও এ স্থলে ব্যাপকভাবে গ্রহণীয়।

স্থূল কথা এই যে রাজযোগ-ফল বিচার কালে, অপবাদ বিধি বা Exception rule অধিক বলবান্ বলিয়া স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যেমন বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে সুস্থ শরীরে কোন প্রকার উগ্র, ক্ষয়কারী বিষ-দ্রাবক খাওয়াইয়া দিলে অচিরে তাহার স্বাস্থ্যবৈকল্য, এমন কি মৃত্যুও, হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই বিরুদ্ধযোগও প্রবল রাজযোগ নষ্ট করে। জগতেও আমরা দেখিতে পাই—দারিদ্র্য সকল শুভ গুণের বিকাশের প্রবলতম অন্তরায়। কথায় বলে—'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।'

আয়ু ও অরিষ্টকাল।

মানবের জীবন তিনভাগে বা 'খণ্ডা'য় বিভক্ত। অর্থাৎ অল্পায়ু, মধ্যায়ু ও দীর্ঘায়ু। জাতকের রিষ্টি বিচার করিতে হইলে, গণ্ড, পতাকীচক্র, ষন্নাড়ীচক্র, ত্রিপাপচক্র, সপ্তশূন্য প্রভৃতি দেখিয়া পরীক্ষা করিবার আবশ্যক হয়। সেগুলি শুধু সূক্ষ্ম-বিচারের জন্যই প্রয়োজনীয় বলিয়া এ পুস্তকে তাহা সন্নিবেশিত হয় নাই। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এবং ম্যালেরিয়া ও কালা-জ্বর-প্রপীড়িত পল্লীগ্রামসমূহে, সন্তান জন্মলাভ করিলেই অগ্রে জাতকের আয়ুর কথা মনে হয়। শিশুশ্রেণীরই উপর মনে হয় অধুনা পাপগ্রহের অত্যধিক অকরুণ বা 'ক্ষুত' দৃষ্টি। সুতরাং বালারিষ্টের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইল। বালারিষ্ট বা স্বল্পায়ু-যোগ বহু প্রকারের হয়, যেমন সূর্য্যরিষ্ট, চন্দ্ররিষ্ট, মঙ্গলরিষ্ট, বুধরিষ্ট, গুরুরিষ্ট, শুক্ররিষ্ট, শনিরিষ্ট, রাহুরিষ্ট ও কেতুরিষ্ট। এ স্থলে রিষ্টি বা রিষ্ট শব্দের একটু ব্যাখ্যা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উভয় শব্দই সংস্কৃত রিষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। রিষ্ ধাতুর অর্থ হিংসা। সুতরাং রিষ্টি বা রিষ্ট বলিলে গ্রহগণের

হিংসা-ভাবই বুঝিতে হইবে। অরিষ্ট শব্দে দুর্ভাগ্য বা দুর্লক্ষণ বোধ্য। গ্রহ-গণের স্থিতি হিসাবে আবার এই রিষ্টির খণ্ডনও হয়। যেমন চন্দ্ররিষ্ট। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, লগ্নস্থান হইতে রিপুস্থানে বা নিধনস্থানে যদি পাপমধ্যগত বা পাপদৃষ্ট চন্দ্র থাকে তাহা হইলে 'সদ্যোমারক' হয়। উক্ত ভাবস্থ চন্দ্র শুভাশুভ গ্রহদ্বারা অবলোকিত হইলে, চতুর্থ বৎসর মৃত্যুসূচক হইয়া থাকে। পরন্তু শুক্লপক্ষের নিশাভাগে অথবা কৃষ্ণপক্ষের দিবাভাগে জন্ম হইলে, উক্ত যোগ সত্ত্বেও চন্দ্র জাতকের জীবনহানি করে না। চন্দ্র দ্বিতীয়া-ধিপতি হইয়া যেখানেই থাক, এবং জাতকের যখনই জন্ম হউক না কেন, তাহার মারকত্ব নষ্ট হইয়া যায়।

আর একটী অল্পায়ু যোগ 'চন্দ্রদগ্ধা' হইতে অনুমেয়। * লগ্নপতি ও অষ্টমপতি ষষ্ঠে থাকিলে, অথবা যে কোন স্থানে যুক্ত হইয়া পাপদৃষ্ট হইলে জাতক অল্পায়ু হইয়া থাকে। পাপগ্রহযুক্ত শনি লগ্নে থাকিলে জাতকের জন্ম হইতে এক মাসের মধ্যে জীবন-সংশয়কর পীড়া অনুমেয়। দ্বিতীয় স্থানাধিপতি দ্বিতীয়ে এবং সপ্তম স্থানাধিপতি সপ্তমে—দুই-ই শুভ-দৃষ্টিবর্জ্জিত থাকিলে জন্ম হইতে এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে। লগ্নপতি অষ্টমে এবং অষ্টমপতি লগ্নে থাকিলে জন্ম হইতে পঞ্চম বৎসর বিপজ্জনক হয়, এবং উক্ত ভাবে গ্রহগণ, শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, অষ্টম বর্ষ ভীষণ কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। কিন্তু অষ্টমপতি তুঙ্গ হইলে অরিষ্টনাশ হয়। কেন্দ্রগত রাহু পাপদৃষ্ট হইলে ১৪-১৬ বৎসর বয়স বিপজ্জনক; কিন্তু কর্কটলগ্নজাত ব্যক্তির লগ্নে রাহু রিষ্টনাশক। লগ্নপতি হইতে অষ্টমাধিপতি সপ্তমভাবে থাকিলে বালারিষ্ট সূচিত করে। দ্বিতীয়ে শুভগ্রহ এবং অষ্টমে পাপগ্রহ থাকিলে, অথবা 'জন্মনাড়ী' এবং 'বিনাশ নাড়ী'

* চন্দ্রদগ্ধা।—শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে চন্দ্র ধনুরাশিস্থ, চতুর্থীতে কুম্ভরাশিস্থ, ষষ্ঠীতে মেষরাশিস্থ, অষ্টমীতে মিথুনরাশিস্থ, দশমীতে সিংহরাশিস্থ, দ্বাদশীতে তুলারাশিস্থ এবং কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়াতে মীনরাশিস্থ, চতুর্থীতে বৃষরাশিস্থ, ষষ্ঠীতে কর্কটরাশিস্থ, অষ্টমীতে কন্যারাশিস্থ, দশমীতে বৃশ্চিকরাশিস্থ, ও দ্বাদশীতে মকররাশি হইলে চন্দ্রদগ্ধা হয়।

দুই-ই উপতাপিত হইলে, জাতকের কঠিন অরিষ্ট হইয়া থাকে। অরিষ্ট-সূচক যোগ থাকিলেই যে তাহা ফলিবে এরূপ অনুমান করা ভ্রমমূলক। বহুপ্রকার বিরুদ্ধযোগ বা অপবাদ বিধি অনুযায়ী রিষ্টভঙ্গও হইয়া থাকে। যেমন, ত্রিষড়ায় (৩।৬।১১শ) মঙ্গল, শনি বা রবি রাহু থাকিলে অরিষ্টনাশ হয়। লগ্নের কেন্দ্রে, বিশেষ চতুর্থে, বুধ থাকিলে অরিষ্ট-নাশ হয়। তৃতীয়ে মঙ্গল, শনি এবং একাদশে রবি অরিষ্টনাশক। বুধাদিত্য মেষরাশিতে বা রবির ক্ষেত্রে থাকিলে সর্ব্বারিষ্ট-ভঙ্গ হয়, এবং উক্ত যোগ মিথুন বা কন্যায় হইলে জাতকের শুভদায়ী হইয়া থাকে। দিবাজাত ব্যক্তির রবি একাদশে, এবং নিশাজাত ব্যক্তির চন্দ্র একাদশে অবস্থান করিলে রিষ্টভঙ্গ হইয়া থাকে। একটী চলিত শ্লোক বোধ হয় সকলেই জানেন,

"কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহাঃ সর্ব্বে যস্য কেন্দ্রী বৃহস্পতিঃ।
মত্ত-কুঞ্জর-সংঘাতং নাশয়েৎ কেশরী যথা" ॥

কালপুরুষ বা Orion-এর অঙ্গবিভাগ।

গগন-মার্গে সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে নিরক্ষ-বৃত্তস্থ যে নক্ষত্র-মণ্ডলী নয়ন-পথে পতিত হয় উহাই কালপুরুষ। উহাকে মানব-মূর্ত্তি অনুমান করিয়া মস্তক হইতে পদদ্বয় পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং এই দ্বাদশ অংশে যথাক্রমে দ্বাদশ রাশির সংস্থান—মেষ হইতে মীন পর্য্যন্ত—নিম্ন প্রকারে পরিকল্পিত হয় ঃ—(১) মেষ হয় মস্তক ও ললাটদেশ। (২) বৃষ হয় মুখমণ্ডল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গ্রীবা, স্কন্ধ। (৩) মিথুন হয় বক্ষঃস্থল, হৃৎপিণ্ড, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠদেশ। (৪) কর্কট হয় ফুসফুস্। (৫) সিংহ হয় উদর। (৬) কন্যা হয় ক্রোড়, নাভিদেশ, কটি, কনুই হইতে হাতের আঙ্গুল পর্য্যন্ত। (৭) তুলা হয় কক্ষ বা কাঁকাল। (৮) বৃশ্চিক হয় গুহ্যদেশ। (৯) ধনু হয় নিতম্বদেশ ও উরুদ্বয়। (১০) মকর হয় জানুদ্বয় ও

উরুর নিম্নাংশ। (১১) কুম্ভ হয় জঙ্ঘা বা হাঁটু। (১২) মীন হয় চরণদ্বয়।

জাতকের ঠিকুজিতে লগ্নস্থান হইবে প্রথম স্থান বা মস্তক এবং ১২শ স্থান হইবে পদদ্বয়। ইহা হইতে জাতকের তৎতৎ অঙ্গ এবং সেই অঙ্গের পীড়া বা পুষ্টতা অনুমান করা যায়। অর্থাৎ যে স্থানে শুভ গ্রহ আছে সেই অঙ্গ সবল, কমনীয় ও দোষহীন হইবে; এবং যে স্থানে অশুভ গ্রহ আছে সেই অঙ্গ দুর্ব্বল ও দোষযুক্ত হইবে, এবং জাতকের দেহে অঙ্গবিভাগমত সেই স্থান আশ্রয় করিয়া দেহের বহির্ভাগের ও অভ্যন্তরভাগের পীড়া অনুমেয়। গ্রহের কারকতা ও বল অনুযায়ী ফলের প্রকার বা ধরণ (Quality), এবং পরিমাণ মাত্রা বা গুরুত্ব (Degree, Magnitude) কল্পনীয়। দুঃস্থানপতি—যেমন ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশাধিপতি—লগ্ন হইতে যে রাশিতে বা স্থানে থাকিবে, যাতকের সেই অঙ্গের পীড়া অনুমান করা যাইবে। কোন পীড়াদায়ী গ্রহ তুঙ্গী বা মূল ত্রিকোণগত বা স্বক্ষেত্রস্থ হইলে দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী পীড়া হইতে দেয় না।

নক্ষত্র কথন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে ২৭টী নক্ষত্র লইয়াই নক্ষত্র বিচার করা হয়। অসংখ্য নক্ষত্ররাজির মধ্যে কেবলমাত্র ২৭টী নক্ষত্রই প্রথম বা উচ্চ শ্রেণীর তারা হিসাবে গণ্য। এক এক রাশি, মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া, নক্ষত্রের নয় পাদ ভোগ করিয়া থাকে। যেমন মেষ রাশি, ১।২ নক্ষত্রের আট পাদ ও তৃতীয় নক্ষত্রের প্রথম পাদ ভোগ করে। সেইরূপ হিসাবে, মীন রাশি, ২৫ নক্ষত্রের এক পাদ এবং ২৬।২৭ নক্ষত্রের আট পাদ ভোগ করে। এই সাতাশটীর মধ্যে ছাব্বিশটী বড় নক্ষত্র বা তারা একাই আছে, কিন্তু মঘা নক্ষত্র, মনে হয়, সাতটী নক্ষত্রের সমষ্টি। ইংরাজীতে উহার নাম The Great Bear।

জন্মনক্ষত্র ফল।

"নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে!
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে!"
—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

কবির কল্পনালোক হইতে নামিয়া আমরা এখানে স্থূল, বাস্তব জগতে জাতকের উপর কোন্ নক্ষত্রের কিরূপ ফল হয় তাহাই বিচার করিব। যে নক্ষত্রে জন্ম হয়, অর্থাৎ জাতকের কোষ্ঠীতে চন্দ্র যে নক্ষত্র আশ্রয় করিয়া থাকে, উহাকেই জন্মনক্ষত্র বা presiding star বলা হয়। নক্ষত্রফলের তারতম্য সম্ভব। কারণ চারি পাদের মধ্যে প্রথম পাদের সহিত যেরূপ অপর পাদের, তদ্রূপ প্রত্যেক নক্ষত্রের সহিত অপর নক্ষত্রের, অবশ্যই প্রভেদ আছে। তথাপি নিম্নে জন্ম-নক্ষত্রের স্থূল-ফল প্রদত্ত হইল ঃ—(১) অশ্বিনী নক্ষত্র-জাত ব্যক্তি দেখিতে সুরূপ হইতে পারে। জাতকের বাত ও জল-মজ্জন ভয় সম্ভব। (২) ভরণী-জাত ব্যক্তি অরোগদেহ হয় এবং প্রায় বিদেশবাসী হইয়া থাকে। (৩) কৃত্তিকা-জাত মানবের প্রথমা ভার্য্যার বিনাশ হইয়া থাকে, এবং জাতক নিজে তেজস্বী ও ক্রোধী হয়। (৪) রোহিণী-জাত ব্যক্তির ললাট প্রশস্ত হয় এবং জাতক সত্যবাদী হইয়া থাকে। (৫) মৃগশিরা-জাত ব্যক্তি চপলমতি ও বক্রাক্ষ বা টেরা হয়। (৬) আর্দ্রা-জাত মানব হিংস্র প্রকৃতির ও নির্ধন হইয়া থাকে। (৭) পুনর্ব্বসু-জাত ব্যক্তির দন্তপাটি বিশাল বা অসমান হয়, এবং জাতক পিতৃ-মাতৃভক্ত হয়। তাহার কবিত্ব-শক্তি থাকা স্বাভাবিক। (৮) পুষ্যা-জাত মানব কার্য্যকুশল ও বুদ্ধিমান্ হয়। (৯) অশ্লেষা-জাত ব্যক্তি ধূর্ত্ত ও ক্রোধী হয়। অপরিণামদর্শিতা তাহার আজীবনের সাথী। (১০) মঘা-জাত ব্যক্তি ধনবান্ ও পিতৃভক্ত হয়। তাহার বসন্তরোগ ও স্ত্রীবিনাশ হইতে

পারে। জাতক মদ্যপায়ী হওয়া সম্ভব। (১১) পূর্ব্ব-ফল্গুনী-জাত মানব শত্রুহীন, খ্যাতিমান ও সঙ্গীতপ্রিয় হয়। (১২) উত্তর-ফল্গুনী-জাত ব্যক্তি কবি হয় এবং কলাবিদ্যায় তাহার বেশ অধিকার থাকে। (১৩) হস্তা-জাত ব্যক্তি বিদ্বান্‌গণের সহিত আলাপকারী এবং মাতাপিতার প্রতি ভক্তিমান্ হয়। পানাসক্তির ফলে জাতক বাতরোগী হওয়া সম্ভব। (১৪) চিত্রা-জাত ব্যক্তি পরস্ত্রীগামী হয়। জাতকের গণিত-বিদ্যায় বেশ পারদর্শিতা দেখা যায়। (১৫) স্বাতী-জাত মানব জিতেন্দ্রিয় ও প্রিয়বাদী হইয়া থাকে এবং রাজদ্বারে যশোভাগী হইতে পারে। জাতক ব্যবসা-বাণিজ্যরত হয়, এবং ঐ সূত্রে তাহার নিগৃহীত হওয়া অসম্ভব নহে। (১৬) বিশাখা-জাত মানব সুনির্ম্মল দন্তবিশিষ্ট ও বচনপটু হইয়া থাকে। জাতক ভ্রমণপ্রিয় হয় এবং সূক্ষ্ম কলাবিদ্যায় তাহার চিত্তবৃত্তি আকৃষ্ট হয়। (১৭) অনুরাধা-জাত মনুষ্য 'গভর্ণমেণ্ট' বা রাজ-সরকারের অনুগৃহীত হইয়া থাকে। (১৮) জ্যেষ্ঠা-জাত ব্যক্তি কাব্যলেখক হইতে পারে, কিন্তু জাতক উদ্ধত প্রকৃতির হওয়ায় লেখাতেও তাহার বীরভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। (১৯) মূলা-জাত মানব কায়িক সৌন্দর্য্যশালী হইয়া থাকে কিন্তু বাচাল ও দন্তরোগী হওয়া সম্ভব। জাতক ঔষধ-বিক্রয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে। (২০) পূর্ব্বাষাঢ়া-জাত ব্যক্তি দাম্পত্যজীবনে সুখী হয় এবং পরোপকার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকে। (২১) উত্তরাষাঢ়া-জাত ব্যক্তি সাধারণতঃ কুসংসর্গপ্রিয় এবং কদাচিৎ ধার্ম্মিক হয়, কিন্তু সে বিদ্বান হইয়া থাকে। (২২) শ্রবণা-জাত মনুষ্য শ্রীমান্ বা সুশ্রী হয়। তাহার বুদ্ধিমান্, বাগ্মিতা-সম্পন্ন ও তীর্থপর্য্যটক হওয়া সম্ভব। বিষণ্ণ বা চিন্তান্বিত ভাব সর্ব্বদাই যেন জাতককে আশ্রয় করিয়া থাকে। (২৩) ধনিষ্ঠা-জাত ব্যক্তি গীত-বাদ্য প্রিয় হয় এবং গ্রন্থাদির বিক্রেতা বা প্রকাশকরূপে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। (২৪) শতভিষা-জাত মানব বাল্যে ক্লেশভোগী, বিশেষতঃ রক্ত-ঘটিত পীড়াভোগী, হয়। জাতকের বিলম্বে বিদ্যালাভ হওয়া সম্ভব হইলেও, সে অবিবেকী হইয়া থাকে। জাতক

সাহসী হয়। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাহার 'ঝোঁক' বা প্রবণতা থাকে। (২৫) পূর্ব্বভাদ্রপদ-জাত ব্যক্তি দুঃখী, উদ্বিগ্নচিত্ত ও ভীরুস্বভাব হইয়া থাকে। জাতকের দন্তরোগ ও চক্ষুপীড়া হওয়া খুবই সম্ভব। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় তাহার জ্ঞান থাকে। (২৬) উত্তরভাদ্রপদ-জাত মনুষ্য সহসা, কভু বা অকারণে, ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। সে স্পষ্টবক্তা ও বক্তৃতা-শক্তিসম্পন্ন হয়। (২৭) রেবতী-জাত ব্যক্তি বাল্যে রোগী ও প্রাপ্তবয়স্ক হইলে 'উদরী' রোগাক্রান্ত হওয়া সম্ভব। জাতক কামাতুর হইলেও শুচিতার পক্ষপাতী হইয়া থাকে। সে সর্ব্বজন-প্রিয় ও অর্থশালী হয়।

দশানির্ণয় বিধি

দশা বহুপ্রকার, কিন্তু অধুনা জন্ম-নক্ষত্র হইতে দশা বিচার করা হয়। নিম্নে নাক্ষত্রিক দশার সুখবোধ্য তালিকা প্রদত্ত হইল। 'অষ্টোত্তরী' মতে ও 'বিংশোত্তরী' মতে গ্রহগণের দশা-ক্রম বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। উভয় মতেই তৃতীয় নক্ষত্র, অর্থাৎ কৃত্তিকা হইতে প্রথম মহাদশা (রবির দশা) গণনা করা বিধেয়। এই পুস্তকে কেবলমাত্র মহাদশার পূর্ণমান দেওয়া হইল; অন্তর্দ্দশা ও প্রত্যন্তর্দ্দশা সকল পঞ্জিকাতেই পাওয়া যায় বলিয়া এখানে প্রদত্ত হইল না।

অষ্টোত্তরী মতানুসারে

নক্ষত্রের সংখ্যা	মহাদশার পূর্ণমান
৩, ৪, ৫	রবির, ৬ বৎসর
৬, ৭, ৮, ৯	চন্দ্রের, ১৫ বৎসর
১০, ১১, ১২	মঙ্গলের, ৮ বৎসর
১৩, ১৪, ১৫, ১৬	বুধের, ১৭ বৎসর
১৭, ১৮, ১৯	শনির, ১০ বৎসর
২০, ২১, ২২	বৃহস্পতির, ১৯ বৎসর
২৩, ২৪, ২৫	রাহুর, ১২ বৎসর
২৬, ২৭, ১, ২	শুক্রের, ২১ বৎসর

বিংশোত্তরী মতানুসারে

নক্ষত্রের সংখ্যা	মহাদশার পূর্ণমান
৩, ১২, ২১	রবির, ৬ বৎসর
৪, ১৩, ২২	চন্দ্রের, ১০ বৎসর
৫, ১৪, ২৩	মঙ্গলের, ৭ বৎসর
৬, ১৫, ২৪	রাহুর, ১৮, বৎসর
৭, ১৬, ২৫	বৃহস্পতির, ১৬ বৎসর
৮, ১৭, ২৬	শনির, ১৯ বৎসর
৯, ১৮, ২৭	বুধের, ১৭ বৎসর
১, ১০, ১৯	কেতুর, ৭ বৎসর
২, ১১, ২০	শুক্রের, ২০ বৎসর

কোন্ মতে জাতকের দশা-ফল বিচার্য্য

অধুনা বহুসংখ্যক ব্যক্তি অষ্টোত্তরী এবং বিংশোত্তরী—উভয় মতেই জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করাইয়া ফলবিচার করিয়া থাকেন। বঙ্গের বাহিরে প্রায় সব প্রদেশেই কেবলমাত্র বিংশোত্তরী মতই গ্রহণ করা হয়, এবং সেই সকল প্রদেশে এইরূপ ধারণা আছে যে অষ্টোত্তরী গণনাফলে মারক-বিচার সঠিক হয় না। বাঙ্গলা দেশে উভয় মতেই দশা-বিচার করা হয়।

এ সম্বন্ধে তিনটী সাধারণ নিয়ম প্রদত্ত হইল ঃ—

১। রাহু যদি লগ্নে না থাকে এবং লগ্নপতি যদি কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে থাকে, তাহা হইলে অষ্টোত্তরী মতে দশা নির্ণয় হইবে।

২। "কৃষ্ণপক্ষে দিবাজন্ম শুক্লপক্ষে যথা নিশি।
বিংশোত্তরী দশা তস্য শুভাশুভ ফলপ্রদা॥"

[কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী বা সপ্তমী তিথি হইতে শুক্লপক্ষের সপ্তমী বা ষষ্ঠী তিথি পর্য্যন্ত চন্দ্র ক্ষীণ থাকে; উক্ত সময়ের মধ্যে জন্ম হইলে বিংশোত্তরী-দশা গ্রাহ্য হইবে।]

৩। কৃষ্ণপক্ষে জাত ব্যক্তির জন্মকুণ্ডলীতে শুক্র যদি রবির হোরাগত হয়, এবং শুক্লপক্ষে জাত ব্যক্তির শুক্র যদি চন্দ্রের হোরাগত হয়, তাহা হইলে বিংশোত্তরী মতে ফলবিচার বিধেয়।

বিবাহ বিষয়ক কথা

আমাদের দেশে সাধারণতঃ বিবাহ দিবার উপযুক্ত বয়স হইলে অভি-ভাবক পাত্র-পাত্রীর ঠিকুজি দেখিয়া দিন স্থির করিতে ও অন্যান্য কথাবার্ত্তা কহিতে বসেন। এ বিষয়ে কেহ কেহ কুলগুরু, পুরোহিত বা 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের' মত লইয়া থাকেন, কেহ কেহ কেবলমাত্র ঘটকের মুখেই স্তুতিবাদ শুনিয়া, ভবিতব্যের দোহাই দিয়া, আর কিছু দেখিবার প্রয়োজন মনে করেন না। কেহ কেহ আবার ঠিকুজি দেখিবার আবশ্যকতাই

স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বংশমর্য্যাদার পরিবর্ত্তে পদমর্য্যাদাই যথেষ্ট। শেষোক্ত প্রকার যে বিবাহ উহা Sacrament না হইয়া কতকটা একরার বা চুক্তির (Contract) মত হইয়া পড়ে। ইহার কোন কোন স্থলে দেখা যায় পাত্র-পাত্রীর দাম্পত্য বা গার্হস্থ্য জীবন বড় সুখের হয় না। কাজেই জ্যোতিষী দ্বারা জন্মপত্রিকা পরীক্ষা করাইয়া বর-বধূ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। কারণ বিবাহের উদ্দেশ্য পরস্পরের অবিচ্ছিন্নতা দ্বারা উভয়েরই পরিপূর্ণতা লাভ। বিবাহ ব্যাপারে তারাকূট, যোনিকূট প্রভৃতি বহু প্রকার বিচারের কথা জ্যোতিষ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। একালে সাধারণ হিন্দুসমাজে, বিশেষ বাঙালীর ঘরে, অর্থসমস্যা এবং বেকারসমস্যা যেরূপ উত্তরোত্তর জটিল হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে সব বিষয় নিখুঁতভাবে মিলাইয়া ঘটকালী করিতে হইলে প্রজাপতি আর আসন পাইবেন না—পাত্রীর সন্ধান সহজসাধ্য হইলেও, পাত্রের সন্ধান কঠিনসাধ্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং সে সব বিষয়ের সূক্ষ্ম গণনার কথা এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল না। নিম্নে কয়েকটি একান্ত-আবশ্যক স্থূল বিষয় প্রদত্ত হইল।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে নারীর কোষ্ঠীতে লগ্ন ও চন্দ্র দুই-ই পাপমধ্যগত বা পাপযুক্ত, যাহার লগ্নের দ্বিতীয়ে রাহুযুক্ত শুক্র অথবা লগ্নের সপ্তমে দুইটী বা ততোধিক পাপগ্রহ, যাহার দ্বাদশে দুষ্ট বৃহস্পতি, অথবা মঙ্গল ও আর একটী পাপগ্রহ, এবং যাহার লগ্নের দ্বাদশে তিনটী পাপগ্রহ—এরূপ নারী দুর্নীতি-পরায়ণা এবং প্রণয়াভিনয়মত্তা হইতে পারে, সুতরাং পরিত্যাজ্যা। স্ত্রীলোকের জন্ম-কুণ্ডলীতে লগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে গ্রহবল না থাকিলে বা সপ্তমপতি অষ্টমে থাকিলে স্বামীর কক্ষা হ্রাস হয়।

পুরুষের লগ্নপতি হইতে সপ্তমপতি যে জাতীয় গ্রহ (বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র), সাধারণতঃ তাহার বিবাহ সেইরূপ বংশে বা সেইরূপ প্রকৃতির রমণীর সহিত হইয়া থাকে। পাত্রীর লগ্ন ও চন্দ্র হইতে

দৈহিক গঠন ও সৌন্দর্য্য অনুমান করা যায়। জাতকের কুণ্ডলীতে শুক্র হইতে সপ্তমরাশি যে দিকের অধিপতি সেই দিকেই তাহার বিবাহ হওয়া সম্ভব।

নাড়ীবেধ কথন

পাত্র ও পাত্রীর জন্মকুণ্ডলীতে, উভয়ের জন্মনক্ষত্র একই নক্ষত্র হইলে 'নাড়ীবেধ' হয়। উহাতে বিবাহ যুক্তিযুক্ত নহে।

গণমিলন কথন

শাস্ত্রে আছে—

"স্বজাতৌ পরমাপ্রীতির্ম্মধ্যমা দেবমানুষে।
দেবাসুরে বিরোধশ্চ মৃত্যুর্মানুষরাক্ষসে॥"

সমান গণে অর্থাৎ দেবে দেবে, নরে নরে, ও রাক্ষসে রাক্ষসে বিবাহ হইলে পরম প্রীতি লাভ হইয়া থাকে, দেব ও নরগণে তদপেক্ষা অল্প সুখ লাভ হয়। দেব ও রাক্ষসে বিবাহ হইলে সর্ব্বদা কলহ ও মনোমালিন্য হয়। কিন্তু নর ও রাক্ষস গণের বিবাহে যাহার নরগণ তাহার মৃত্যু একরূপ নিশ্চিত।

রাজযোটক

"এক রাশৌচ দম্পত্যোঃ শুভংস্যাৎ সমসপ্তকে।
চতুর্থেদশমেচৈবতৃতীয়ৈকাদশে তথা॥" *

রাশি দেখিয়া রাজযোটক উত্তম মিলন বা মধ্যম-মিলন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে হইলে বিবাহ দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবে পরপৃষ্ঠায় যে 'মিলন-চক্র' প্রদত্ত হইল উহা **অধমমিলন**—সুতরাং বর্জ্জনীয়।

* বঙ্গানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। একটী কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পাত্রের জন্মকুণ্ডলীতে যদি চন্দ্র বিষম রাশিতে থাকে, তাহা হইলে যে পাত্রীর 'বিষমসপ্তকে' চন্দ্র থাকিবে, তাহার সহিত বিবাহ হইলে উভয়ের জীবন দুঃখময় এবং মৃত্যুবৎ হইয়া উঠিবে

বিবাহে পাত্র-পাত্রীর অধম মিলন-চক্র

	পাত্রের জন্মরাশি	পাত্রীর জন্মরাশি
১	মেষ	বৃষ, সিংহ, কন্যা, তুলা
২	বৃষ	মিথুন, কন্যা, ধনু
৩	মিথুন	কর্কট, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু
৪	কর্কট	সিংহ, বৃশ্চিক, কুম্ভ
৫	সিংহ	কন্যা, ধনু, মকর, কুম্ভ
৬	কন্যা	মেষ, তুলা, মকর
৭	তুলা	মেষ, বৃশ্চিক, কুম্ভ, মীন
৮	বৃশ্চিক	মিথুন, ধনু, মীন
৯	ধনু	মেষ, বৃষ, কুম্ভ, মকর
১০	মকর	বৃষ, সিংহ, কুম্ভ
১১	কুম্ভ	মিথুন, কর্কট, সিংহ
১২	মীন	মেষ, কর্কট, তুলা

বর্ণকথন

মীন রাশি বিপ্রবর্ণ, মেষ ক্ষত্রিয়বর্ণ, বৃষ বৈশ্যবর্ণ ও মিথুন শূদ্রবর্ণ—এইভাবে গণনা করিলে কুম্ভ হইবে শূদ্রবর্ণ। মীন হইতে গণনা করিয়া চন্দ্র যে রাশিতে আছে, সেই রাশি হইবে জাতকেব বর্ণ। বিপ্রবর্ণ জাত পাত্রের সহিত যে কোন বর্ণের পাত্রীর বিবাহ হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠবর্ণা পাত্রীর সহিত হীনবর্ণ পাত্রের বিবাহ অপ্রীতিকর ও অশুভসূচক হইয়া থাকে। পূর্ব্বকৃত গুণ ও কর্ম্মানুসারে জাতকের বর্ণ নিরূপিত হয়। উভয়ের মধ্যে গুণকর্ম্মের সামঞ্জস্য না থাকিলে প্রকৃত প্রণয় ও ভালবাসা স্থায়ী হয় না। হীনবর্ণের ব্যক্তির সংসর্গে ও প্রভাবে মানুষের শক্তির হ্রাস হয়।

গোচর বিচার কথন

গ্রহগণ রাশিচক্রের কোন এক নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রের নির্দ্দিষ্ট অংশ হইতে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়া যথাসময়ে সেইখানে ফিরিয়া আসে। সকল গ্রহের গতি-বেগ একরূপ নহে। রবি পরবর্ত্তী ক্ষেত্রে বা রাশিতে যায় ৩০ দিনে, চন্দ্র সওয়া দুই দিনে, মঙ্গল ৪৫ দিনে, বুধ ১৭ দিনে, বৃহস্পতি ১ বৎসরে, শুক্র ২৭ দিনে, রাহু কেতু দেড় বৎসরে এবং শনি আড়াই বৎসরে। রবি ও মঙ্গল ফলদায়ী হয় কোন রাশিতে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে, বৃহস্পতি এবং শুক্র মধ্যকালে, চন্দ্র এবং শনি বিনির্গমন কালে এবং বুধ সর্ব্ব সময়ে।

কোন্ গ্রহ কিরূপ অবস্থাতে অপর রাশিতে অবস্থান করিতেছে তাহা দেখা কর্ত্তব্য। বিচার্য্যকালের গ্রহস্থানে—গ্রহের বক্রী, অতিচারী, উদিত, অস্ত, বাল্যাবস্থা প্রভৃতি যে বহুপ্রকার ভাব আছে—সেগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। উদিত গ্রহ শুভজ্ঞাপক হইয়া থাকে। বাল বা বৃদ্ধগ্রহ শুভদায়ী হইলেও সবল নহে বলিয়া উহা হইতে অল্প শুভই সম্ভাব্য।

ফলিত জ্যোতিষে ছয় প্রকার 'নাড়ী' আছে। উহা হইতে 'ষন্নাড়ীচক্র' প্রস্তুত করা হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে নক্ষত্রে জন্ম হয় উহাই জাতকের জন্মনাড়ী, চলিত ভাষায় যাহাকে আমরা বলি 'নাড়ী-নক্ষত্র'। উক্ত নাড়ী দোষযুক্ত হইলে, অর্থাৎ অশুভ পাপগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত হইলে, দুর্ব্বল হয়। জন্মনাড়ী দুর্ব্বল হইলে জাতকের অমঙ্গল হইয়া থাকে ; কিন্তু কোন প্রকারে দুর্ব্বল বা তাপিত না হইলে উহা জাতকের শুভসূচক হয়। এইরূপ ভাবে, অবশিষ্ট পাঁচটী নাড়ীরও ভিন্ন ভিন্ন ফল হইয়া থাকে। সুতরাং কোন্ নক্ষত্র কিরূপ গ্রহ আশ্রয় করিয়া আছে দেখা কর্ত্তব্য।

লগ্নাধিপতি হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন ভাবাধিপতি পাপযুক্ত, পাপদৃষ্ট বা পাপমধ্যগত, অথবা যে কোন প্রকারে দুষ্ট হইলে সেই ভাব সম্পর্কে জাতকের অমঙ্গল হয়। বুধ ও বৃহস্পতি বক্রী বা অতিচারী

হইয়া যদি রাশিতে সংক্রমণ করিয়া থাকে তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষেত্রের ভাব সম্বন্ধে শুভাশুভ করিয়া থাকে।

শুভ চন্দ্রে গ্রহ সঞ্চার হইলে গণনায় ফল অশুভ হইলেও শুভ হয়, এবং অশুভ চন্দ্রে গ্রহসঞ্চার হইলে ফল শুভ হইলেও অশুভ হয়।

জাতকের জন্মকুণ্ডলীতে রাহু ও বৃহস্পতি যে রাশিতে আছে, গোচরে উহারা যখন সেই রাশিতে আসে তখন জাতকের জীবনে কোন একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া থাকে। উহা লগ্ন ও জন্মরাশি—উভয় স্থান হইতে গণনীয়।

জন্মকুণ্ডলীতে যদি লগ্ন হইতে সপ্তমে শনি থাকে, তাহা হইলে গোচরে শনি সপ্তমে আসিলে, অশুভ ফলদায়ী হয়। (শনি বলবান হইয়া সরল-গতিযুক্ত থাকিলে অশুভ করে না)।

দ্রষ্টব্য ঃ বর্ষপ্রবেশ-চক্র প্রস্তুত করিয়া 'গোচর' বিচার করিলে কথিত ফল ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতেও পূর্ণ ফলের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। জাতকের জন্মকালীন কোষ্ঠী অনুসারে দশা-অন্তর্দ্দশার ফল একেবারে খণ্ডন হয় না, তবে গোচরে তাৎকালিক ফল শুভ হইলে কোষ্ঠী-কথিত ফলের বা অশুভের তারতম্য হয় মাত্র, অর্থাৎ যে স্থলে ফল মৃত্যু বা অপমৃত্যু সে স্থলে মৃত্যুবৎ ক্লেশ বা অপমান হইতে পারে। মহাদশাধিপতি শুভকারক হইলেও অন্তর্দ্দশার গ্রহ যদি অমঙ্গলদায়ী হয় তাহা হইলে জাতকের অশুভ ফলই হইয়া থাকে, তবে সেই অন্তর্দ্দশার গ্রহ যদি তাৎকালিক শুভদায়ী হইয়া পরমোচ্চ স্থানে বা মূল ত্রিকোণে সবল এবং নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে ফলের হ্রাস হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

একাদশটী জন্মকুণ্ডলী †

জাতকের সংখ্যানুক্রম	(১) মেষ	(২) বৃষ	(৩) মিথুন	(৪) কর্কট	(৫) সিংহ	(৬) কন্যা	(৭) তুলা	(৮) বৃশ্চিক	(৯) ধনু	(১০) মকর	(১১) কুম্ভ	(১২) মীন
১												
২	চং কে	লং বু	র শু	০	০	শ	বৃ রা	০	০	০	০	মং
৩	০	০	লং কে	০	০	০	০	মং	রা শু শ	র বৃ	চং বু	০
৪	০	০	কে	লং	০	চং বৃ শ	মং	০	র বু রা	শু	০	০
৫	০	০	০	০	লং চং কে	০	০	শ	মং বৃ	০	র বু শু রা	০
৬	০	০	০	মং	কে	লং চং র বু	বৃ শু	শ	০	০	রা	০
৭	বৃ	০	০	চং রা	০	র	লং মং বু শু	শ	০	কে	০	০
৮	০	চং	শ	০	বৃ	রা	শু	লং মং বু	র	০	০	কে
৯	০	চং	০	শু	০	র বু কে	মং	০	লং	০	বৃ শ	রা
১০	০	রা শ	চং	বু শু	র	০	মং	বৃ কে	০	লং	০	০
১১	মং	০	বৃ	০	রা	০	০	চং	শ	০	লং র বু কে	শু
১২	০	রা	০	মং বৃ	র বু শু	০	০	কে	চং শ	০	০	লং

† শিক্ষার্থী 'ছক্' আঁকিয়া এইগুলি বিচার করিতে চেষ্টা করিবেন।

১।

২। স্বনামধন্য ৺ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৩। প্রসিদ্ধ যাত্রাকর ৺ মতিলাল রায়

৪। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

৫। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব

৬। 'রাজা' উপাধিধারী জনৈক মৃতব্যক্তি

৭। মহাত্মা গান্ধী

৮। 'বিহাররত্ন' বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ

৯। ৺ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১০। ৺ স্বামী বিবেকানন্দ

১১। ঈশ্বর গুপ্ত (কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ? ব্যাপ্ত চরাচর)

১২। যোগী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

দিক্ষুনিত্যং প্রবর্দ্ধন্তাং জ্যোতিঃশাস্ত্র-সমাদরাঃ।
অবতান্নিখিলান্ লোকান্ গ্রহরূপী জনার্দ্দনঃ॥

ইতি শুভমস্তু।

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
।৵০	২০	হেতু উত্তর বিহারে মানবের	হেতু সমগ্র বিশ্বে মানবের
১৭	২৫	ত্রিষড়া বা দুঃসহান ৬।৮।১২	ত্রিষড়ায় ৩।৬।১১
১৯	২০	বক্রী গ্রহগণ	বক্রী। গ্রহগণ
৪১	৬	বগত	বিগত
৬৪	২৫	আলোড়ন শক্তির	আলোকন শক্তির
৭৬	৯	শব	শর
ঐ	২০	শুভ	শুধু
১০৫	১০	ও ডি	ডি ও ই
ঐ	১১	চারি	পাঁচ

১৩৯ পৃষ্ঠার ১০ম সংখ্যায় এইরূপ পড়িতে হইবে।

মং	কে	০	০	০	চং শ	বৃ	রা	০	শু র লং বু	০	০